EXIT REALTY PRIME
OWN YOUR DREAM HOME
HOME FOR SALE.BUY.RENT
Residenatl & Commercial
MOHAMAD B. HOSSAIN (BPOR & CPM)
NYS Licensed Realtor
+1 (347)-468-0981
mbhossainrealtor@gmail.com
EVERYONE DESERVES THE OPPORTUNIY OF HOME AND REALTORS THAT HELP TO SAVE YOU MONY
Phone : 718-262-0202 | Fax : 718-262-0254 | www.exitprimeNY.com
189-10 Hillside Avenue, 2nd floor, Jamaica, NY 11432

বিশ্ব মননে বাংলা ও বাঙালি

প্রজ্ঞা PROGGA

The monthly newspaper

EXIT REALTY PRIME
Munmun Saha
Licensed Realtor
Cell- 1-917-349-4928
Phone- 1-718-262-0205
Phone- 1-718-262-0254
E-mail : munmunlt84@gmail.com
www.exitprimeny.com
189-10 Hillside Ave, Suite-E
Hollis, NY 11424, USA
Each Office is independently owned and operated

জুন ২০২৬ | বর্ষ : ৩ ॥ সংখ্যা : ১৭ | www.progganews.us | জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় ১৪৩৩

ইরানের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতক' যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিচুক্তি মানবে না ইসরায়েল

ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা

প্রজ্ঞা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তান গত রোববার গভীর রাতে ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণার পরদিন গতকাল সোমবার সকালে ইসরায়েলে ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে ঘোষণা করেন, 'আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সই হয়েছে।'

গত ফেব্রুয়ারিতে ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেন শাহবাজ শরিফ। তিনি জানান, এ চুক্তিতে লেবাননসহ সব যুদ্ধক্ষেত্রে অবিলম্বে ও স্থায়ীভাবে সামরিক অভিযান বন্ধের সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পরবর্তী পাতা ৭, কলাম ২

পর্দা উঠলো ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬

যুদ্ধ বন্ধে চুক্তির ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের, শুক্রবার জেনেভায় স্বাক্ষর

প্রজ্ঞা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান শান্তি চুক্তিতে পৌছেছে বলে জানিয়েছেন আলোচনার মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় থাকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। তিনি জানিয়েছেন, ১৯ জুন শুক্রবার জেনেভায় আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সাথে চুক্তিতে পৌছানোর খবর নিশ্চিত করেছেন ট্রুথ সোশ্যালে। তিনি বলেছেন, হরমুজ প্রণালি টোল ফ্রি হবে, আর

পরবর্তী পাতা ৫৫, কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি নিয়ে আছে প্রশ্ন, আছে ভেস্তে যাওয়ার ঝুঁকি

প্রজ্ঞা ডেস্ক : যুদ্ধ বন্ধে একটি চুক্তিতে পৌছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য একটি চমৎকার 'জন্মদিনের উপহার' হিসেবে বিবেচিত হলেও, তারপরও অনিশ্চয়তার মেঘ।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এই চুক্তির খবরটি নিশ্চিত করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি জানান, নতুন এই সমঝোতার আওতায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'হরমুজ প্রণালি' বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর থেকে তাদের নৌ-অবরোধ তুলে নেবে।

রোববার এই চুক্তির বিষয়ে উচ্ছ্বাস

পরবর্তী পাতা ৫৫, কলাম ২

অন্তর্বর্তী সরকারকে টিকার ব্যাপারে সতর্ক করে ৫টি চিঠি দেওয়া হয়েছিল

ইউনিসেফ অন্তর্বর্তী সরকারের সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে লেখা অন্তত পাঁচটি চিঠিতে সম্ভাব্য টিকাসংকটের কথা বলে সতর্ক করেছিল। তারা ১০টি মিটিংয়ে সরকারের কর্মকর্তাদের কাছে একই কথা জানিয়েছিল। ইউনিসেফ মনে করে, অন্তর্বর্তী সরকার টিকা ক্রয়প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনায় দেশে সময়মতো টিকা আসেনি।

আজ বুধবার দুপুরে ইউনিসেফ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন ইউনিসেফের প্রতিনিধি

পরবর্তী পাতা ৫৫, কলাম ২

শান্তিচুক্তির খবরে তেলের বাজারে স্বস্তি

প্রজ্ঞা ডেস্ক : যুদ্ধ বন্ধ ও হরমুজ প্রণালি দিয়ে আবারও জাহাজ চলাচলের বিষয়ে শান্তিচুক্তিতে পৌছেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। আর এ শান্তিচুক্তির খবরে বিশ্বে তেলের বাজারেও এসেছে স্বস্তি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী চুক্তির বিষয়টি জানিয়েছেন। এরপরই সোমবার বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে গেছে। গত মার্চ মাসের পর থেকে এ পর্যন্ত তেলের দাম সবচেয়ে বেশি কমেছে। আজ সোমবার ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৩ ডলার ৫৮ সেন্ট বা ৪ দশমিক ১০ শতাংশ কমেছে। এতে এই তেলের দাম দাঁড়িয়েছে ৮৩ ডলার ৭৫ সেন্টে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) তেলের দাম ৪ ডলার ১ সেন্ট বা ৪ দশমিক ৭২ শতাংশ কমে ৮০ ডলার ৮৭ সেন্টে দাঁড়িয়েছে। এর আগে গত শুক্রবারও বিশ্ববাজারে তেলের দাম ৩ শতাংশের বেশি কমেছিল। এ চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে পাকিস্তান। দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, আগামী শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে একটি

পরবর্তী পাতা ৫৫, কলাম ৩

বিশ্বকাপ ফুটবল ও ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা উন্মাদনার মনস্তত্ত্ব

প্রজ্ঞা ডেস্ক : হবিগঞ্জের কাশীপুর গ্রামের মানুষ ২ জুন একটি ফুটবল ম্যাচ দেখছিল। সেটি ছিল স্থানীয় ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সমর্থক তরুণদের প্রীতি ম্যাচ। কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার পরদিন যা ঘটল, তা ফুটবলের চেয়ে আমাদের 'সমাজ' ও 'মনস্তত্ত্ব'

পরবর্তী পাতা ২০, কলাম ১

সান ডিয়েগোর মসজিদে হামলায় নিহত আমিন আবদুল্লাহ : এক 'বিশ্বস্ত' প্রহরীর গল্প

১৮ মে সকাল। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারে (মসজিদ) তখন দুই কিশোর বন্দুকধারী হামলার চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান

পরবর্তী পাতা ৫৫ কলাম ৩

পাত্র-পাত্রী
আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর (১৯) জন্য পাত্র খুঁজছি।
সরাসরি যোগাযোগ
৭১৮-৩০০-৯৯০৮

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave Suite 101C, Kew Gardens NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCYGROUP
Fauma
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAY CARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
ENERGY BROKER OF NYC
37-18, 73rd Street, Room # 502, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 718-205-5195 | Cell : 347-393-8504
Email : fauma@faumainc.com | fahad@faumainc.com
FAHAD R SOLAIMAN
President / CEO

EXIT REALTY HOMEWARD BOUND
Cell : 607-245-9766
Office : 607-729-5500
E-mail : junaed@exithb.com
Web : www.EXITPrimeNY.com
Adress : 202 Clubhouse Rd. Vestal, NY 13850
Each Office Is Independently Owned & Operated
Md Junaed
RE Salesperson

CAPITAL
RJ GROUP, LLC
Looking for MORTGAGE !!
Purcahse - Refinance
You may Qualify
CALL – No Obligation
+1 (347) 944-2197
+1 (718) 520-7000
www.rjcmortgage.com
Shahidul Kabir
Licensed Mortgage Loan Originator
NMLS# 2268087
shahidul@rjcmortgage.com
80-02 Kew Gardens Road, Suite 1040
Kew Gardens, NY 11415

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
718-721-2012
IATA Approved
SUMMER SALE
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
Cell: 917-459-7181
নজরুল ইসলাম
Cell: 917-459-7181

Gree Mehanical Yonkers
HEATING & COOLING
TOFAEL CHOWDHURY
PRESIDENT
GREE MECHANICAL YONKERS
GREE
DAIKIN
MITSUBISHI ELECTRIC
+1 914-222-9477, +1 914-989-0089
TOFAEL@GREEYONKERS.COM
1900 CENTRAL PARK AVENUE, YONKERS, NY 10710
WWW.GREEYONKERS.COM

সম্পাদকীয়

হামে শিশুমৃত্যু! এ লজ্জা কার?

হাম পাদুর্ভাবে অসংখ্য শিশুর মৃত্যুর জন্য স্বজন হারানো পরিবারকে জানাই সমবেদনা। শিশুর অব্যক্ত সুতীব্র চিৎকারও আমদের কর্ন গহ্বরে প্রবেশ করার পরও তাদের বাঁচাতে পারিনি বলে লজ্জিত!

বাংলাদেশ আজ সেই এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে! হামে আক্রান্ত হয়ে শত শত অসহায় শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে তা থেকে গা বাঁচানোর দারুণ এক নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অথচ প্রতিটি শিশুর বাঁচার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার তার জন্মগত,যা আন্তর্জাতিক সনদে এ অধিকার স্বীকৃত। তাতে বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়টি নিয়ে পুরোপুরি অবহিত হয়ে সজ্ঞানে সনদে সাক্ষরও করেছে। তাই শিশু মৃত্যুর দায় কেউই এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ এ নিয়ে জেনে শুনে বিতর্কের সৃষ্টি করছে। জনসাধারণ এ বিতর্ক শুনতে চায় না, কারণও জানতে চায়না। শুধু জানতে চায় এই মানবসৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় ও করনীয় কি, তার একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ ভবিষ্যত পরিকল্পনা।

হাম এমন একটি ছোঁয়াচে ও ভাইরাসজনিত তীব্র সংক্রমণ রোগ যা বাতাসের মাধ্যমে বা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁছি-কাঁশি এবং লালার মাধ্যমে খুব দ্রুত ছড়ায় এবং ফুসফুস, গলা ও নাক সংক্রমিত করে।

মিজলস ভাইরাস নামের তীব্র ছোঁয়াচে ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট মারাত্মক এই রোগ যা বড় ছোট সবাই সংক্রমন হতে পারে। তবে বড়দের তুলনায় শিশুরা বেশি আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ই পি আই কর্মসূচির আওতায় বিশ্বব্যাপী মারাত্মক সংক্রমণ থেকে শিশুদেরকে সুরক্ষার জন্য ১৯৭৯ সালে এ কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ এর যৌথ সহায়তায় বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এই টিকা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। শিশুর জন্মের ছয় থেকে নয় মাস বয়সে প্রথম ডোজ টিকা, তারপর পনর মাসে দ্বিতীয় ডোজ এবং শিশুর পাঁচ বছর বা কোথাও দশ বছর পর্যন্ত সারা দেশে হামের টিকা দেয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগা আমাদের সরকারের টিকা ক্রয় প্রক্রিয়ায় জটিলতায় এবং ইউনিসেফের বারবার সতর্কতা উপেক্ষার ফলে করে এই টিকা কেনা ও সরবরাহে দীর্ঘসূত্রিতার কারনে দেশের মজুত শেষ হয়ে যায়।যার ফলে দেশজুড়ে তীব্র সংকট এবং হামের প্রাদুর্ভাবে অসংখ্য শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গত কয়েক মাসে দেশে হামের প্রাদুর্ভাবে অন্তত ৬০০-র বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু, এই সংকট কি কেবল একটি স্বাস্থ্য সংকট, নাকি এটি রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা, ব্যর্থতা ও নীতিগত অনিয়মের নির্মম ফল? শিশুরা অসহায় বলে তাদেরকে এ ভাবে হত্যা করা কোন সভ্য দেশের জন্য কাম্য নয়। কার কথা কে শোনে? স্বাস্থ্য খাতে কোথাও কোনো সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার কোন উদ্যোগ চোখে পড়ে না। তা না হলে এসির গ্যাসে ছয় শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় কোন বাস্তব উদ্যোগ দেখি না। এটা আসলে সারা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের বাস্তব চিত্র।সরকারের অযোগ্যতা, অধিদপ্তরের ধারাবাহিক নীতিগত দুর্বলতা, প্রশাসনিক শৈথিল্য এবং স্বাস্থ্যখাতের অগ্রাধিকার কমে যাওয়া ইত্যাদির সম্মিলিত ফল স্বরূপ এই নিয়মতান্ত্রিক হত্যা!

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত দেশে প্রায় সত্তর হাজারের বেশি সন্দেহভাজন সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে এবং প্রায় ৬০০ নিশ্চিত সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা অনেক বেশি। কয়েক দশকের মধ্যে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হামের প্রাদুর্ভাবগুলোর একটি। এই সংখ্যা আরো কম বেশী যতই হোক না কেন, আক্রান্ত অথবা মৃত ব্যক্তির কোন কাজেই আসবেনা। হামের টিকা কেনা বা পর্যাপ্ত মজুত রাখার দায়িত্ব কার, এ তর্ক বিতর্কেও সেই ভুক্তভোগী পরিবারের কিছু আসে যাবে না। অথচ নির্লজ্জ মানসিকতার কিছু তথাকথিত উচ্চপদলোভি ব্যক্তির কোন অনুশোচনাতো দূরের কথা, তাদেরই দায়িত্বের অবহেলার ফলে শিশু মৃত্যুর দায়ভার একে অন্যের ঘাড়ে চাপানোর উলঙ্গ প্রতিযোগিতায় নেমেছে। হামের টিকার জটিলতা মূলত ২০২৪ সাল থেকে শুরু হয়। কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকেই রুটিন টিকাদানে কিছু ঘাটতি জমছিল। ২০২৪ সালের অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের সময়ে পূর্বপরিকল্পিত 'হাম-রুবেলা বিশেষ ক্যাম্পেইন' মাঠপর্যায়ের কর্মীর অভাবে বাতিল হওয়ার ফলে মূল জটিলতা তৈরি হয়, টিকাদান ব্যাহত হয় এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। এরপর ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকার ইউনিসেফের (UNICEF) মাধ্যমে সরাসরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে টিকা কেনার দীর্ঘদিনের সফল পদ্ধতি বাতিল করে 'উন্মুক্ত দরপত্র' (Open Tender) ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় টিকা সরবরাহ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। ইউনিসেফ এর তরফ থেকে একাধিকবার বাংলাদেশকে সতর্ক করেছিল যে টিকা সরবরাহে বিঘ্ন ও কভারেজ কমে গেলে বড় ধরনের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। কিন্তু সেই সতর্কতা কতটা গুরুত্ব পেয়েছিল, তা এখন দেখার বিষয়।

বাংলাদেশ সরকারি ক্রয়বিধিতে জরুরি পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যখাতে জীবনরক্ষাকারী যেকোনো প্রয়োজনীয় বিষয় দ্রুত ক্রয়ের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। তাই জীবনরক্ষাকারী টিকা সংকটে আমলাতান্ত্রিক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ আছে। এখন প্রশ্ন হলো যথাসময়ে সেই সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা? যদি না হয়ে থাকে, তবে কেন হয়নি?

যে কারনেই হোক সৃষ্ট সংকটের আভাস থাকলে, তা মোকাবিলা করা প্রতিটা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সংবিধান লংঘনে বহু প্রাণ চলে যাবার ঘটনা আমাদের অনুশোচনা বা ব্যথিত করার পরিবর্তে দায়িত্বপ্রাপ্তদের একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপের সংস্কৃতি চর্চা,যা বড় বিপজ্জনক। এর ফলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল করার পরিবর্তে গা বাচিয়ে চলার মানসিকতার জন্ম দিতে পারে এবং পরিকল্পনাহীন ব্যর্থ প্রশাসনে পরিনত হবার সম্ভাবনাও থাকে।

দেরীতে হলেও সরকার বলছে পর্যবেক্ষণ দল গঠন, নজরদারি বাড়নো এবং জরুরি টিকাদান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন আসে,এই পদক্ষেপ একটু আগেই নিলে কত শিশুর প্রাণ বাঁচানো যেত! শিশুমৃত্যু! এগুলো আমাদের হারিয়ে যাওয়া ভবিষ্যৎ, শোকে স্তব্ধ হওয়া অনেক পরিবার, তাই মর্মান্তিক ঘটনা কেবল কতগুলো সংখ্যা দিয়ে পরিমাপের অনেক উপরে। দায়িত্বে থাকা নিয়োগকর্তার কাছে রেখে যাওয়া ক'টি কঠিন প্রশ্নড়এ ঘটনা যদি আপনার বেলায় হতো তখন কি ভাবে নিতেন?যে মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল, তার দায় শেষ পর্যন্ত কে নেবে?

খতিয়ে দেখা হোক,কারা সতর্কবার্তা পেয়েছিল, কোথায় সিদ্ধান্তে বিলম্ব হয়েছিল, কেন টিকাদান কভারেজ কমেছে? এবং কোনো নীতিগত ব্যর্থতায় শত শত শিশুর মৃত্যুর পথ তৈরি করেছে? আর এত মৃত্যুর জন্য জনগণ যদি একটা

স্বাধীন তদন্ত কমিশন চায়, তা কি বেশি চাওয়া হবে?

Mohamad B. Hossain
Adviser Progga News

Bhajan Sarker
Adviser Progga News

উপসম্পাদকীয়

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

অচ্যুৎ বিবেক : দক্ষিণ এশিয়ার দুইটি প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ আর ভারত। ঐতিহাসিক ভাবে দেশ দুটির মধ্যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক গভীর বন্ধন রয়েছে। তাছাড়া একই ভুখণ্ডের উত্তরাধিকার হিসাবে এই দেশদুটির শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। একসময় দেশদুটি একই ভারতবর্ষের অংশ ছিল। এ ভূখণ্ডের মানুষের সংস্কৃতি ছিল বর্ণীল। এখানকার আদিবাসী ঐতিহ্য, প্রাচীন সভ্যতা, বৈদিক সংস্কৃতি, বৌদ্ধ-জৈন দর্শন, আরব-ফারসি প্রভাব, তুর্কি-মুঘল ঐতিহ্য এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতি মিলেমিশে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানকার স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদেশি সাংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সহাবস্থান ও মেলবন্ধনে দাড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তাইতো নানান জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও বহুবিদ ঐতিহ্য, ভাষা সাংস্কৃতিক আবহের বর্ণীল সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল এই ভারতবর্ষ। রাজনীতি আর ধর্মীয় বিভাজনের তরবারির আঘাতে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল বিশাল ভারতবর্ষ। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সব কিছু মুছে ফেলা হলো,ধর্মের বিষবাষ্পে চেনা মানুষ অচেনা হয়ে গেল,নিজের মাতৃভূমি, জন্ম স্থান হয়ে গেল পরভূমি,নিষিদ্ধ স্থান। হাজার বছরের সম্পর্ক ভুলে মানুষ হয়ে গেল জাত শত্রু। কি দুর্ভাগা আমরা! অথচ পৃথিবীর বহুদেশে এখনো নানান জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ঐতিহ্য, ভাষা সাংস্কৃতিক মিশ্র রঙিন সংস্কৃতির উদাহরণ বিদ্যমান থাকলেও আমরা একত্রিত থাকতে পারলাম না। আজকের দিনে অবিভক্ত ভারতবর্ষ পৃথিবীর আধুনিক রাষ্ট্র গুলোর অন্যতম হতে পারতো। তাহলে একটি প্রশ্ন জাগে এই বিভক্তি কি সু পরিকল্পিত? তার জন্য দায়ী কি বিশ্ব রাজনীতি, ভারতীয় রাজনীতি, না কি ধর্ম?

একটু পেছনে ফিরে যায়, সালটা ১৬০৮ ব্রিটিশ বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) ভারতবর্ষে তাদের বানিজ্যিক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য প্রতিনিধি হিসাবে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স (William Hawkins) কে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এর দরবারে পাঠান এবং সেই থেকে ধরা যায় ব্রিটিশদের প্রথম ভারতবর্ষে আগমন শুরু। তার কয়েক বছর পর তারা ১৬১২ সালের দিকে সুরাটে প্রথম বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি পাওয়ার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক ভিত্তি তৈরি হয়। শুরুতে ব্রিটিশরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিয়ে মসলা, বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্যের ব্যবসা শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তারা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার নির্মম হত্যাকান্ডের পর ব্রিটিশ এই ভূ-খণ্ডের পুরোপুরি শাসন ক্ষমতা গ্রহন করে। ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরও বিস্তৃত হয় এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি শক্তিশালী করে। সিরাজুদ্দৌলার মৃত্যুর পরে ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রথমে স্থানীয়ভাবে এবং পরে সারা ভারতবর্ষজুড়ে তীব্র প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়। ১৭৬৩ সালে করনীতির বিরুদ্ধে সন্ন্যাস বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ আন্দোলন শুরু হয় যেমন; সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহি বিপ্লব, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশি পণ্য বর্জণ ও অহিংস আন্দোলন,আইন অমান্য আন্দোলন,ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামকে তীব্র করে তোলে। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলেই ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে দুই বাংলার জনগণের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দীর্ঘ সংগ্রামের নেতৃত্বেও ছিল দুই বাংলার অনেক সাহসী সন্তান।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর স্যার সৈয়দ আহমদ খান এর হিন্দু ও মুসলনান আলাদা জাতি হিসাবে প্রাথমিক ধারণা থেকে নেয়া মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র সরাসরি প্রস্তাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের আড়ালে ধর্মীয় বিভক্তিতে ভারত ত্রিখণ্ড হয়ে যায় এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। কিন্তু ভাষা, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে। দেশভাগের পরপরই ১৯৪৮ সাল থেকে পূর্ববঙ্গের মানুষ ভাষার দাবীতে সোচ্চার হয় এবং তা পরে ভাষা আন্দোলনে রূপ নেয়। অনেক রক্ত বিসর্জনে অবশেষে ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলা ভাষার মর্যাদা ছিনিয়ে নেয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ আর অসংখ্য মায়ের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা। বাঙালিরা পেল একটি দেশ,যার নাম বাংলাদেশ। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সামরিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সহায়তা প্রদান করে এবং প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে আশ্রয় দেয়। শুধু তাই নয় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের তালিকার প্রথম দিকের দেশগুলোর মধ্যেও যে দেশটি এগিয়ে তা হলো ভারত। সুতরাং বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে যে সম্পর্ক তা হলো মায়ের দুই সন্তানের মত, দুই ভাইয়ের মতো, দুই ভাইয়ের মধ্যে এক-আধটুকু মনোমালিন্য হওয়ার ঘটনার মতো ঘটাতো স্বভাবিক।

তবে গত দুয়েক বছর যাবৎ বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে পরিকল্পিত ভারত বিরোধী প্রচারণা আর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, রাষ্ট্র দখলের হুমকিতে কুটনৈতিক সম্পর্ক একেবারে সর্বনিম্ন পর্য্যায়ে নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ব্যবসা ক্ষেত্রে এর বড় কোনো প্রভাব পড়েনি। এতই প্রমান করে রাজনৈতিক সম্পর্কের চেয়ে আত্মিক ও মানবিক সম্পর্ক অনেক বেশি জরুরি। রাজনৈতিক সম্পর্কের এই টানাপোড়েন হয়তো একদিন কাটবে, কিন্তু মানুষের মনে যে মিথ্যা মনগড়া তথ্য ও হিংসার ফলে যে মানসিক দুরত্ব বেড়েছে তা কাটতে কতদিন সময় লাগবে জানিনা।

এই সম্পর্ক কুটনৈতিক সম্পর্কের বাইরে ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতি ভাষা ও আত্মত্যাগের গভীর বন্ধনে গড়ে ওঠেছে। তাছাড়া ভৌগোলিক ভাবেও এ দুটি দেশের সীমারেখা, ভূরাজনীতি, অর্থনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের সহায়কসহ বহুস্তরের আত্মিক বন্ধনের ওপর দাঁড়িয়ে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর একটি বিষয় বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ছাড়া সবদিকে ভারতের পশ্চিমবাংলা, মেঘালয়, আসাম ও ত্রিপুরার সীমান্ত দ্বারা ঘেড়া এই বাংলাদেশ।তাই ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নে এই রাজ্যগুলোর ভূমিকাকে সবচেয়ে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার। তবে এই সম্পর্কের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর অংশীদার হলো নিঃসন্দেহে পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা। কারণ বাংলাদেশকে ঘিরে থাকা এসব রাজ্যের সঙ্গে রয়েছে দীর্ঘ সীমান্ত, নদী, আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং জনগণের অবাধ যাতায়াতের প্রধানপ্রবেশদ্বারও এই রাজ্যগুলো। ফলে এসব রাজ্যের মুখ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় ঢাকা-দিল্লির সম্পর্কের বাস্তব গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশ ভারতের আগামী দিনের সম্পর্ক।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ইস্যুগুলোর একটি হলো সীমান্ত ও অপরটি হলো তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি। সীমান্ত ইস্যুতে জাতীয় নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ, চোরাচালন, মাদক পাচার ও মানব পাচার ইত্যাদি বড় রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাড়িয়েছে। সীমান্তে অনুপ্রবেশ প্রশ্নে পশ্চিম বাংলার নুতন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীসহ ত্রিপুরা আসামের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বরাবরই কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সীমান্তে কেবল নিরাপত্তাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ থাকবে? নাকি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বিত কূটনৈতিক বাস্তবতাকেও গুরুত্ব দেবেন? মনে রাখার দরকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষা নিরাপত্তার সাথে অর্থনীতি, কৃষি ও সীমান্তবর্তী দুদেশের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গেও জড়িত।অতীতে সীমান্ত হত্যা ও উত্তেজনা দুই দেশের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যদি রাজ্য নেতৃত্ব সীমান্ত নিরাপত্তার পাশাপাশি মানবিক ও বাস্তববাদী নীতি অনুসরণ করেন, তাহলে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে তথ্য বিনিময়, সমন্বিত টহল ও কূটনৈতিক সহযোগিতা বাড়তে পারে। অন্যদিকে অতিরিক্ত রাজনৈতিক কট্টরতা পরিস্থিতিকে জটিলও করে তুলতে পারে।

অপরদিকে বহু আলোচিত তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি বাংলাদেশের জনগণের কাছে অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রয়োজন, দুই দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিস্তা পানি বণ্টন চুক্তি ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের আপত্তির কারনে দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে এই চুক্তি অকার্যকর হয়ে আছে। উত্তরবঙ্গের কৃষকদের স্বার্থে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী চুক্তিতে সম্মতি দেননি। ফলে বাংলাদেশে ভারতের প্রতি এক ধরনের বৈরী সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশের জন্য তিস্তার পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নুতন নেতৃত্ব শুভেন্দু অধিকারী কি আগের অবস্থান বদলাবেন? কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকা নেতারা কি আঞ্চলিক সহযোগিতার স্বার্থে তিস্তা সমস্যার সমাধানে নতুন করে সমাধানের পথ খুঁজবেন? যদি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন এবং অভিন্ন নদীর ন্যায্য বণ্টনে সহমর্মী ভূমিকা পালন করেন, তাহলে তা হবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন আস্থা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতারও বড় উদাহরণ হতে পারে।

অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর ভূমিকাও দিনদিন বাড়ছে। পেট্রাপোল-বেনাপোল স্থলবন্দর, আখাউড়া- আগরতলা রেলপথ, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে নতুন মাত্রা দিতে পারে।. পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া বন্দর বা ত্রিপুরার করিডর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক হতে পারে।বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, ওষুধ ও সিরামিক পণ্যের জন্য ভারতের বিশাল বাজার রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য, নির্মাণসামগ্রী ও শিল্পপণ্যের জন্য বাংলাদেশ বড় বাজার। মূল কথা দুই দেশই পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া কোন অগ্রগতি আশাকরা যায় না। রাজনৈতিক উত্তেজনা আর অবিশ্বাসের কাদা ছোড়া ছুড়ি বাদ দিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতা উভয় দেশের অর্থনীতির জন্যই বেশি লাভজনক।

পরবর্তী পাতা ৫৬, কলাম ১

বিংহ্যামটনে বাংলাদেশি কমিউনিটির আয়োজনে ট্যাক্স ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা

সিপিএ শ্রাবণীর দিকনির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্রের করনীতি, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও আর্থিক সেবায় সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সঠিক কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং ব্যবসায়িক সফলতার পথ সুগম করতে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের ব্রুম কাউন্টির বাংলাদেশি অধ্যুষিত বিংহ্যামটন শহরের এন্ডিকট এলাকায় এক তথ্যবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৩ জুন ২০২৬, শনিবার ৩২ ওয়াশিংটন অ্যাভিনিউয়ে অবস্থিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েলটর এমডি জুনায়েদের অফিস হলরুমে অনুষ্ঠিত এই সভার আয়োজন করেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েলটর এমডি জুনায়েদ, লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েলটর শাখাওয়াত হোসেন (হাওয়ার্ড হান্না), সাজল বড়ুয়া এবং তন্ময় মজুমদার। অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সার্টিফায়েড পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CPA) শ্রাবণী, যিনি ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অলাভজনক সংস্থার ট্যাক্স পরিকল্পনা, অ্যাকাউন্টিং, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক সেবা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি একজন অনুমোদিত IRS e-file Provider হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কর আইন, সঠিকভাবে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের গুরুত্ব, ট্যাক্স পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থিক সাশ্রয়, ব্যবসায়িক হিসাবরক্ষণ এবং নন-প্রফিট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক ট্যাক্স সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন উত্থাপন করলে সিপিএ শ্রাবণী বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও কার্যকর সমাধান তুলে ধরেন। তাঁর উপস্থাপনা প্রবাসী বাংলাদেশি উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েলটর এমডি জুনায়েদ, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী কামরুল ওয়াদুদ, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট

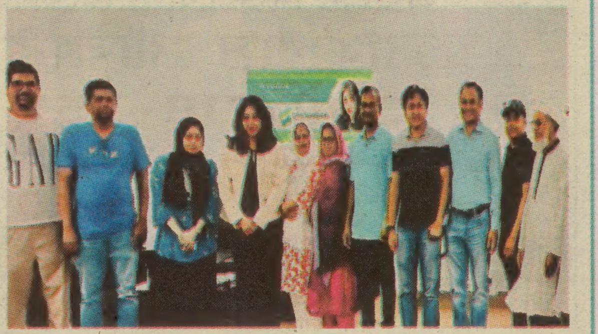

শাখাওয়াত হোসেন টিপু, সাংবাদিক মাহফুজসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও কমিউনিটির সদস্যরা।

বক্তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জটিল করব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন এবং আইনসম্মত আর্থিক পরিকল্পনা প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ কমিউনিটির অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতেও এ ধরনের শিক্ষামূলক সেমিনার, পেশাভিত্তিক কর্মশালা ও মতবিনিময় সভা নিয়মিত আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, জ্ঞান বিনিময় এবং পেশাগত নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

নিউইয়র্কের যেকোন স্থানে
বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য
একজন নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
নাজমুস সাকিব সালাম
Call: 718-751-6088
EXIT REALTY PRIME
BUY. SELL. RENT. INVEST
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
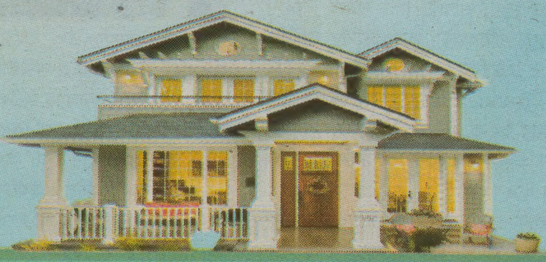

NAJMUS SAKIB SALAM
Licensed Real Estate Agent
718.751.6088(Cell), 718-262-0205 (Office)
Najmus17011@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E, Hollis, NY 11423
Each office is independently owned and operated.

EXIT REALTY PRIME
SHAHIDUL HOQUE
NYS Licensed Realtor
929-710-2488
bestrealestateltdbd@gmail.com
www.EXITPrimeNY.com
EXIT REALTY PRIME
Each Office Is Independently Owned & Operated

Where Entrepreneurs Thrive

kw REALY NYC GROUP
KELLERWILLIAMS
SHUSANTA DEY
Licensed Real Estate Salesperson
9347-282-0849
718-697-6800 (Office)
shusantadey@kw.com
shusantadey.kw.com
Keller Williams Realty NYC Group
2300 Eastchester Rd, Bronx, NY 10469
Each Office Is Independently Owned & Operated

EXIT REALTY PRIME
Golam Hassan
Licensed Real. Estate Agent
9175 515 7872
189-10 Hillside Ave, Suite E,
Hollis, NY 11423
718-262-0205
golamhassannyc@gmail.com
www.exitprimeny.com
Each Office Is Independently Owned & Operated
Text HASSAN to 85377 for my Mobile Business Card

EXIT REALTY PRIME

SUMON ROY
NYS Licensed Realtor
Mobile : 646-591-5917
Phone : 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
E-mail : smnroy@yahoo.com
Web : www.EXITPrimeNY.com
Adress : 189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
Each Office Is Independently Owned & Operated

ইত্যাদি
ittadi
Garden & Grill
718-429-5555
Ittadi Group USA
Shakil Abu Numan
President & CEO
347-866-2923
abunuman3@gmail.com

ধান, নদী, খাল　　বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম　　এই তিনে বরিশাল

সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউএসএ, ইনক
SAMMILITO BARISAL BHIVAGBASHI USA INC.

ঐক্যই শক্তি　　রেজিঃ নং: 429433 | Since: July 1994

আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র পুরস্কার

EXIT 38

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

VENUE
BELMONT LAKE STATE PARK
PINE PAVILION LONG ISLAND

DATE 28 JUNE 2026 SUNDAY TIME 9.00 AM

র‍্যাফেল ড্র এর বিশেষ পুরস্কার
ডায়মন্ড নেকলেস
কালেকটিভ একাডেমী
স্বত্বাধিকারী: শিরীন আকতার

সুধী,
আসসালামুআলাইকুম,
আসছে ২৮ জুন রোজ রবিবার ২০২৬ইং বেলমন্ট লেক স্টেট পার্ক, পাইন প্যাভিলিয়ন, লংআইল্যান্ড সম্মিলিত বরিশাল বিভাগবাসী ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ২০২৬ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত বনভোজনে আপনার ও আপনার পরিবারের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগ করুন

শিল্পী
সবিতা দাস
ফরিদ রহমান
মোছাঃ শারমিন

চাঁদার হার
একক : ৪০ ডলার
পরিবার (৩-৪ জন): ১২০ ডলার
পরিবার (৫-৬ জন): ১৫০ ডলার

যাতায়াত: নিজস্ব পরিবহন

আমন্ত্রণে বনভোজন উদ্‌যাপন কমিটি

আহবায়ক	প্রধান সমন্বয়কারী	অর্থ সচিব	সদস্য সচিব	পৃষ্ঠপোষকতায়
মোঃ শাহ্ আলম	এম.এ সালাম আকন্দ	সালেহ উদ্দিন সোহেল	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিকী টিটু	সাঈদ রহমান
347-672-9751	951-742-0278	929-631-9583	347-210-8985	646-752-8316

যুগ্ম আহ্বায়ক
আমিনুল হাওলাদার
929-323-9170

সমন্বয়কারীঃ কামরুজ্জামান বাচ্চু, আবুল বাশার খান, শফিকুর রহমান, এ্যাডঃ মাসুদ সিকদার মোহাম্মদ নাছিম হাওলাদার, সাইদুর রহমান।

যুগ্ম সদস্য সচিব
টিএম রুহুল আমিন
347-358-2887

ক্রীড়া কমিটি
নজরুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ শাহ্ আলম
এমডি নজরুল ইসলাম সুমন, নূরে আলম মিলন, মোহাম্মদ জসিম

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:
মোঃ গোলাম তালুকদার, ডাঃ আবুল সবুর, জসিম চৌধুরী, সোয়েব সরদার, আলামিন বাবু, স্বপন মোহাম্মদ সরদার, জালাল আহমেদ কমিশনার, মামুনুর রশিদ, সাঈদুর রহমান, আবু নকিব খান, তরিকুল ইসলাম (প্রিন্স), মোস্তাক আলম চৌধুরী, শফিকুর রহমান, শিরিন আক্তার, দেলোয়ার হোসেন মোল্লা।

ক্রয় কমিটি
গোলাম কিবরিয়া বাচ্চু
মোঃ হাসিব হোসেন
সোহরাব হোসেন সরদার
আবু বকর সিদ্দিক টিটু

আপ্যায়নে
ফয়সাল আহমেদ, সাইফুল ইসলাম
হাসান মাহমুদ, মোছাঃ রাশিদা বেবি
মোছাঃ শারমিন, ফরিদা খান
এ্যাডঃ মাসুদ সিকদার
নাহিন খান নিলয়।

অভ্যর্থনায়:
বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন,
বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকাত আকবর রিচি
বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল খান আনসারি,
তাহের ইসলাম তালুকদার, এ্যাডঃ জাকির হোসেন
হিরা লাল দাস, আনোয়ার হোসেন।

স্বেচ্ছাসেবক
এমডি নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন
কে.এম কাউসার হামিদ, মিজানুর রহমান
খন্দকার জাহিদুল ইসলাম, মিজানুর রহমান
হাসান মাহমুদ, আমিনুল ইসলাম

সহযোগিতায়	সহযোগিতায়	সহযোগিতায়	সহযোগিতায়	সহযোগিতায়	সহযোগিতায়	সহযোগিতায়	সহযোগিতায়	সহযোগিতায়	সহযোগিতায়
কামরুজ্জামান বাচ্চু	কাজী রবিউজ্জামান	সোহরাব হোসেন সরদার	গোলাম কিবরিয়া বাচ্চু	টি এম রুহুল আমিন	আতাউর রহমান তালুকদার	মোঃ ফয়সাল আহমেদ	রফিকুল ইসলাম বিপ্লব	মঞ্জুর হাসান বিপ্লব	নজরুল আলম চৌধুরী
347-465-3220	929-323-9170	646-696-6213	347-698-6816	347-358-2887	929-302-0108	646-684-5966	718-310-9077	347-691-8984	347-255-4843

ধন্যবাদান্তে

সভাপতি
কায়কোবাদ খান
Ph: 315-758-3001

সাধারণ সম্পাদক
লস্কর মইজুর রহমান জুয়েল
Ph: 646-249-4990

প্রচারে: শরীয়ত উল্লাহ খলিফা রাব্বি, ফোন: 929-545-8892, মঞ্জুর হাসান বিপ্লব ফোন: 347-691-8984

বিশ্ব শান্তি ও মানবকল্যাণ কামনায় নিউইয়র্কে মহামায়া মন্দিরের দিনব্যাপী বার্ষিক হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত

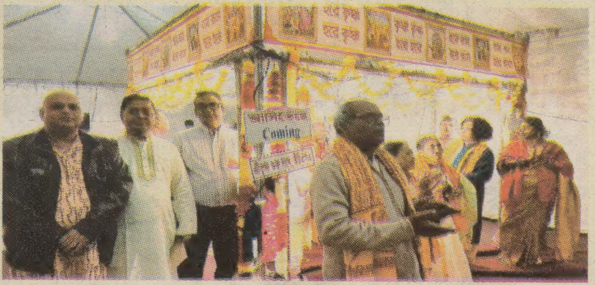

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, ভক্তিময় পরিবেশ এবং বিশ্ব শান্তি, মানবকল্যাণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রার্থনার মধ্য দিয়ে গত ২৩ মে ২০২৬, শনিবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকার মহামায়া মন্দিরে দিনব্যাপী বার্ষিক হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমেরিকান বাঙালি হিন্দু ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই মহাযজ্ঞে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মন্দির, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে আগত জনপ্রিয় কীর্তনীয়া দলগুলো সারাদিনব্যাপী ভগবানের নামগুণ কীর্তন পরিবেশন করেন। "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" মহামন্ত্রের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন আত্মশুদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি ও ঈশ্বরচিন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সেই চেতনাকে ধারণ করেই বিশ্বব্যাপী শান্তি, সম্প্রীতি, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সকল জীবের মঙ্গল কামনায় এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শতশত সনাতনী ভক্ত, নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ভক্তরা নামসংকীর্তন শ্রবণ, পূজা-অর্চনা, আরতি, গীতা পাঠ এবং ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নিয়ে এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহের সৃষ্টি করেন। কীর্তনের প্রতিটি পর্বে ভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

মহামায়া মন্দিরের মেম্বার সেক্রেটারি প্রিয় তোষ দে, সভাপতি রনজিৎ সাহা এবং সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দ দাস উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "ভক্তরাই মন্দিরের প্রাণ। নানা সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আমরা মন্দিরের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। আমরা বিশ্বাস করি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। বিশ্ব শান্তি, মানবকল্যাণ এবং সনাতনী ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যেই প্রতিবছর আমরা এই বার্ষিক হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞের আয়োজন করে থাকি।"

তারা আরও বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে সনাতন ধর্মের আদর্শ, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাযজ্ঞের আহ্বায়ক সমর রায়, যুগ্ম **আহ্বায়ক** গোবিন্দ জি বানিয়া, মিটু নাথ, মৃন্ময় ব্যানার্জী, বিষ্ণু-আরতী **ফাউন্ডেশনের** সিইও বিশ্বজিৎ দে, মিষ্টি রানী দে-সহ নিউইয়র্কের **বিভিন্ন** মন্দির ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট সনাতনী **ব্যক্তিবর্গ**।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। ভক্তরা মহাপ্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পূর্ণতা লাভ করেন এবং আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অংশগ্রহণকারী ভক্তবৃন্দ বলেন, প্রবাসের ব্যস্ত জীবনযাত্রার মাঝে এ ধরনের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আয়োজন তাদের মানসিক প্রশান্তি, আত্মিক শক্তি এবং সামাজিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। পাশাপাশি সনাতনী সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য ও ধর্মীয় চেতনা বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিশ্ব শান্তি, মানবকল্যাণ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে মহামায়া মন্দিরের এই বার্ষিক হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ প্রবাসী সনাতনী সমাজের এক মহামিলনমেলায় পরিণত হয়, যা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে গভীর ভক্তি, অনুপ্রেরণা ও আধ্যাত্মিক আবেশের সৃষ্টি করে।

পঞ্চম মেয়াদে সিনেটর হওয়ার পথে শেখ রহমান চন্দন

জর্জিয়া স্টেট সিনেটের ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে বিপুল ভোটে বিজয়

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের রাজনীতিতে আবারও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখলেন বাংলাদেশি-আমেরিকান রাজনীতিক শেখ রহমান চন্দন। জর্জিয়া স্টেট সিনেটের ডিস্ট্রিক্ট-৫ আসনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে পঞ্চম মেয়াদের জন্য মনোনয়ন লাভ করেছেন তিনি। গত ১৯ মে অনুষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে শেখ রহমান চন্দন তাঁর জনপ্রিয়তা ও জনআস্থার প্রমাণ দিয়েছেন। নির্বাচনের প্রায় এক মাস আগে একটি দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত পাওয়ায় তিনি স্বাভাবিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে পারেননি। তবুও ভোটারদের ব্যাপক সমর্থন তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মনিষ্ঠা ও জনসেবার স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রাইমারিতে বিজয়ের পর ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেখ রহমান চন্দন বলেন, "সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও জনগণের সেবার আদর্শ নিয়ে সবসময় কাজ করেছি। এলাকার মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি বলেই তারা আমাকে নিজেদের একজন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে মানুষের কল্যাণে কাজ করাই আমার রাজনৈতিক দর্শন। ভবিষ্যতেও সেই আদর্শ নিয়েই জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই।"

বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার সরারচরের সন্তান শেখ রহমান চন্দন ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো জর্জিয়া স্টেট সিনেটের ডিস্ট্রিক্ট-৫ আসন থেকে নির্বাচিত হন। সে সময় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রবিন ম্যাককয়কে এক হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে ভোটারদের আস্থা অর্জন করে তিনি এখন পঞ্চম মেয়াদের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন।

আগামী ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে তাঁর বিজয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কারণ ডিস্ট্রিক্ট-৫ এলাকায় ডেমোক্র্যাট ভোটারের সংখ্যাই বেশি। বর্তমান মেয়াদ আগামী বছরের ১১ জানুয়ারি শেষ হওয়ার পর তিনি পঞ্চম মেয়াদের জন্য শপথ গ্রহণ করবেন।

জর্জিয়া স্টেট সিনেটে শেখ রহমান চন্দন সরকার-সংক্রান্ত তদারকি কমিটি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পর্যটন, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ এবং নগর উন্নয়নবিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী কর্মকাণ্ডেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী প্রচার টিমের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

এদিকে, জর্জিয়া স্টেট সিনেটের ডিস্ট্রিক্ট-৭ আসনের সিনেটর নাবিলা ইসলাম পারকেস লেফট্যানেন্ট গভর্নর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে তাঁর বর্তমান পদ ছেড়েছেন। ২০২২ সালে নির্বাচিত হয়ে তিনি জর্জিয়ার ইতিহাসে প্রথম মুসলিম নারী এবং সর্বকনিষ্ঠ স্টেট সিনেটর হিসেবে ব্যাপক আলোচনায় আসেন।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নাবিলা ইসলাম পারকেস যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারার অন্যতম তরুণ মুখ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তরুণ ভোটারদের সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে তিনি লেফট্যানেন্ট গভর্নর পদে বিজয়ী হলে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে এ পদ অলংকৃত করার গৌরব অর্জন করবেন।

সূত্র : হাকিকুল ইসলাম খোকন।

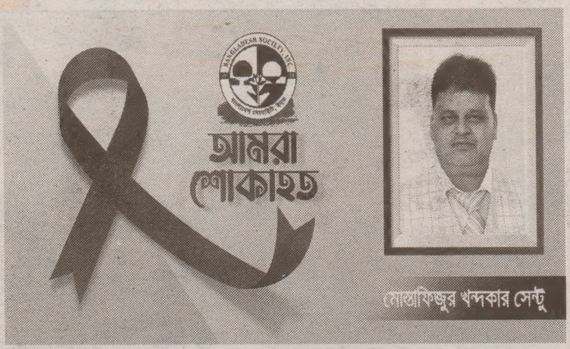

জ্যাকসন হাইটসের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর খন্দকার সেন্টুর ইন্তেকালে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া

বাংলাদেশ সোসাইটির গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্কের বাংলাদেশ অধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটসের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী নেতা মোস্তাফিজুর খন্দকার সেন্টুর ইন্তেকালে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গত ২৭ মে নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে কমিউনিটির বিভিন্ন মহলে শোকের আবহ সৃষ্টি হয়।

মরহুম মোস্তাফিজুর খন্দকার সেন্টু দীর্ঘদিন ধরে জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়িক অঙ্গনে সুপরিচিত মুখ ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে প্রবাসী সমাজে একজন সজ্জন ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

এক শোকবার্তায় বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভুঁইয়া এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। তারা সকল প্রবাসী বাংলাদেশির কাছে দোয়া কামনা করে বলেন, মহান আল্লাহ যেন মরহুমকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন এবং শোকাহত পরিবারকে এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি প্রদান করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ একই সঙ্গে মরহুমের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি আবুল বাছিতের ইন্তেকালে শোকের ছায়া

কমিউনিটিতে শোকের আবহ, জানাজার সময় পরে জানানো হবে

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সাবেক সভাপতি জনাব আবুল বাছিতের ইন্তেকালে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ ভোর ৭টা ২৪ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে নিউইয়র্কের ব্রংক্সের লিংকন হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের পক্ষ থেকে মরহুমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়েছে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

এক শোকবার্তায় সংগঠনের সভাপতি মঈনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ বলেন, আবুল বাছিত ছিলেন কমিউনিটির একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যু প্রবাসী সমাজের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

মরহুমের নামাজে জানাজার সময় ও স্থান পরে জানানো হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা

প্রথম পাতার পর

এসংক্রান্ত আলোচনায় সহযোগিতা করার জন্য ইসরায়েলের চিরবৈরী দেশ তুরস্ক, কাতার ও সৌদি আরবকে ধন্যবাদ জানান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে এ চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হবে।

পাকিস্তানের এই ঘোষণার পরপরই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানড়উভয় পক্ষই চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, চুক্তিটি 'সম্পূর্ণ' হয়েছে। অন্যদিকে ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিভাবাদি জানান, আগামী ৬০ দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে।

পাকিস্তান ও ইরান উভয় দেশ জানিয়েছে, এ চুক্তির মধ্যে লেবাননসহ সব ফ্রন্টে বা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুতা অবসানের বিষয়টি রয়েছে। তবে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা এ শর্তটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ইসরায়েল এই চুক্তির শর্ত মানতে বাধ্য নয়। এ বক্তব্যের পরপরই সোমবার ইসরায়েলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননজুড়ে ধারাবাহিক হামলা চালিয়েছে।

'মানতে বাধ্য নই'

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেট গতকাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এখনো এই চুক্তির বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলেছেন, ইসরায়েল এই চুক্তি মানতে বাধ্য নয় এবং লেবানন নিয়ে ইরানের কোনো শর্ত তাঁরা মানবেন না।

নেতানিয়াহুর এ বক্তব্যের সুর ধরে গতকাল ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ বলেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী কোনো সময়সীমা ছাড়াই লেবানন, সিরিয়া এবং গাজার নিরাপত্তা অঞ্চলগুলোতে অবস্থান করবে।

কাৎজ আরও বলেন, ইসরায়েলের দখলে থাকা এলাকাগুলো থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়া হবে। ওই এলাকার বেসামরিক বাড়িঘরগুলো 'সন্ত্রাসী অবকাঠামো' হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, সেগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

চুক্তিটি নিয়ে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করে এক্স অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেছেন চরম কট্টরপন্থী ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ।

স্মোট্রিচ লিখেছেন, 'ইরানের সঙ্গে এ চুক্তি ইসরায়েল এবং পুরো মুক্ত বিশ্বের জন্য ক্ষতিকর।' তিনি আরও বলেন, ইসরায়েলকে এখন একাই ইরানের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান চালিয়ে যেতে হবে।

সম্প্রতি লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর হামলার জবাবে বৈরুতের ভবনগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন স্মোট্রিচ। এখন এই চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও লেবাননে সেনাবাহিনীকে 'পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করার' অনুমতি দেওয়া অব্যাহত রাখবেন বলে জানান তিনি।

এদিকে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভির এক্সে লিখেছেন, 'ট্রাম্পের চুক্তি আমাদের ওপর বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অধীন রাষ্ট্র নয়, আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।' এই উগ্রপন্থী মন্ত্রী আরও দাবি করেন, এই চুক্তি ইসরায়েলের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবে না। ইসরায়েল কোনো 'বানানা রিপাবলিক (দুর্বল বা পুতুল রাষ্ট্র) নয় উল্লেখ করে বেন গভির বলেন, 'এ চুক্তি আমাদের কোনোভাবেই বেঁধে রাখতে পারে না।' ইসরায়েল সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তাও চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও ইরানে হামলা চালানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সংস্কৃতিমন্ত্রী মিকি জোহর ওয়াইনেটকে বলেন, তাঁদের সরকার শুধু একটি বিষয়েই আগ্রহীড়ইরানের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে, কি নেই।

জোহর দাবি করেন, 'ইসরায়েল যদি দেখে যে তার নিরাপত্তা বিপন্ন, তবে সে ইরানের ওপর তীব্র আঘাত হানবে।' তিনি আরও বলেন, এ আঘাতের ফলে ইরানিরা 'শুধু হাঁটু গেড়েই বসবেন না, বরং তাঁদের মাথাও নত করতে হবে।'

'বিশ্বাসঘাতক আমেরিকা'

ইসরায়েলের মন্ত্রীরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরাসরি সমালোচনা এড়িয়ে গেলেও, বিরোধী দল ও ডানপন্থী শিবিরের নেতাদের মধ্যে তীব্র ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এমনকি নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত সাংবাদিকেরা ট্রাম্পের ওপর চরম ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

ইসরায়েলের 'চ্যানেল ১৪ নিউজ'-এর সাংবাদিক ইনন মাগাল, যাঁকে ইসরায়েলে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র হিসেবে গণ্য করা হয়, এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ইরান ও লেবাননের যুদ্ধে ইসরায়েলকে একা ফেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি ট্রাম্পকে পরাজিত ব্যক্তি এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে ঘৃণ্য ব্যক্তি বলে আখ্যা দেন।

ইনন মাগাল মধ্যপ্রাচ্যে নিযুক্ত মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারকে ইঙ্গিত করে একটি সাধারণ ইহুদিবিদ্বেষী গালি ব্যবহার করে 'লিটল জিউস' (ছোট ইহুদি) বলে উল্লেখ করেন।

একই টেলিভিশন চ্যানেলের আরেক সাংবাদিক শিমন রিকলিন গতকাল বলেন, 'এ মুহূর্তে ইসরায়েলের সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন, তা হলো নিজের সার্বভৌমত্ব।' তিনি বলেন, ইসরায়েলের যে নিজস্ব স্বার্থ আছে, তা এই 'বিশ্বাসঘাতক আমেরিকা'কে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই সার্বভৌমত্ব প্রয়োজন।

ইসরায়েলের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান 'ইসরায়েল ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি ফোরাম' (আইডিএসএফ) গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ইরানের "সন্ত্রাসী" সরকারের সঙ্গে যেকোনো চুক্তিই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং বর্তমান চুক্তিটির পরিণতিও ভিন্ন কিছু হবে না।'

আইডিএসএফ আরও বলেছে, 'এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর, সামনে কী আসছে তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার এবং লেবানন ও ইরান থেকে হুমকি দূর করার ক্ষেত্রে ইসরায়েলের স্বার্থের প্রশ্নে কোনো আপস না করার উপযুক্ত সময়।'

অন্যদিকে অনেকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ওপরও চড়াও হয়েছেন। নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা এই সুযোগে তাঁর নেতৃত্ব ও যুদ্ধনীতির তীব্র সমালোচনা শুরু করেছেন।

মধ্য-বামপন্থী দল 'দ্য ডেমোক্র্যাটস'-এর নেতা ইয়ার গোলান নেতানিয়াহুকে 'দুর্বল, অসুস্থ, জনবিচ্ছিন্ন ও প্রভাবহীন' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন, যা ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি বহাল রেখেই দেশটির শত কোটি ডলারের অবরুদ্ধ সম্পদ তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবে।

গোলানের মতে, এ নতুন চুক্তি ইরানের সঙ্গে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে নেতানিয়াহুর বহু বছরের ভুল নীতির ব্যর্থতার প্রতিফলন। এর ফলে ইসরায়েল এখন আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ও সাবেক সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকোট বলেন, এই চুক্তি ইসরায়েলের নিরাপত্তা উদ্বেগের কোনো সমাধান করতে পারেনি। তিনি বলেন, ৭ অক্টোবরের 'মহাবিপর্যয়ের' (ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের হামলা) পর গত প্রায় তিন বছরের যুদ্ধ (গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন) একটি ব্যর্থ সরকারের নির্মম ফলাফল বয়ে এনেছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটও নেতানিয়াহু সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'এ সরকার কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম এবং আমাদের একটি ক্ষয়িষ্ণু ও স্থবির যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে।'

বেনেট আগামী নির্বাচনে নেতানিয়াহুকে সরিয়ে দেওয়ার এবং তাঁর ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, ইরানের নেতৃত্বকে উৎখাত করার জন্য তাঁর কাছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে 'লেখকের অঙ্গন'-এর ২৫তম আসর অনুষ্ঠিত

৪২ পাতার পর

বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে এই প্রেমকাহিনির পরিণতি উন্মোচিত হয়েছে।

স্টিফেন ক্রেনস্কির রচিত শিশুতোষ জীবনীগ্রন্থ 'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি' নিয়ে আলোচনা করেন আরিফ মাহমুদ শৈবাল।

তিনি উল্লেখ করেন, ২০২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ১২৮ পৃষ্ঠার এই বইটি ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য রচিত। এতে ইতালীয় বহুবিদ্যাবিশারদ লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবন, শিল্পচর্চা এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারা সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী গ্রামে তাঁর শৈশব, 'মোনা লিসা'র মতো কালজয়ী শিল্পকর্ম এবং প্যারাসুট, হেলিকপ্টার ও সাঁজোয়া ট্যাঙ্কের মতো যুগান্তকারী ধারণাগুলোর উল্লেখ বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। আলোচনায় আরিফ মাহমুদ শৈবাল বলেন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শিল্পচর্চার মূল অনুপ্রেরণা ছিল বিজ্ঞান, এবং তিনি তাঁর শিল্পকর্মে 'আর্ট ফর রিজন'-এর আদর্শকে ধারণ করেছিলেন।

এ কারণেই তাঁর শিল্পকর্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী শিল্পপ্রেমী ও শিল্পীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

এ.বি.এম. সালেহ উদ্দিন গবেষক ওবায়দুল্লাহ মামুন সম্পাদিত 'একুশের কথা, একুশের চেতনা' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ২১ জন সক্রিয় ভাষাসৈনিকের স্মৃতিচারণধর্মী ২১টি প্রবন্ধের এক অনন্য সংকলন এই বই।

অমর একুশ কেবল একটি তারিখ বা সংখ্যা নয়; এটি বাঙালির চেতনা ও অস্তিত্বের প্রতীক। একুশের আদর্শ থেকেই অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সরদার ফজলুল করিম, তাজউদ্দীন আহমদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ এবং এম. আর. আখতার মুকুলসহ ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ ও প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বহু অজানা তথ্য এবং দুর্লভ স্মৃতি উঠে এসেছে।

এসব রচনা নতুন প্রজন্মকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত হতে অনুপ্রাণিত করে।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওবায়দুল্লাহ মামুন, সৈকত, বদরুন নাহার, শৈবালসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পরিশেষে অনুষ্ঠানের পরিচালক নীরা কাদরী তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর ও দ্রুতগতির এই বিশ্বে সাহিত্য একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

সাহিত্য মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটায়, মানবিকতা ও সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়তা করে। শিল্প-সাহিত্য মানব অভিজ্ঞতার সার্বজনীন ভাষা হিসেবে কাজ করে এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

তাই বই পড়া হোক আমাদের নিত্যদিনের প্রিয় অভ্যাস।

সূত্র : প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী পালিত
১২০০ মানুষের মাঝে তবারক ও ৩০০ কম্বল বিতরণ

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে দোয়া মাহফিল, তবারক বিতরণ ও কম্বল বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৩০ মে শনিবার বিকেল ৫টায় জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর উদ্যোগে সর্বদলীয় সামাজিক সংগঠনের আয়োজনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১২০০ জন মানুষের মাঝে তবারক বিতরণ এবং ৩০০টি কম্বল বিতরণ করা হয় বলে আয়োজকরা জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অবস্থানকালে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার গুলিবর্ষণে শহীদ হন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব আমানত হোসেন আমান। দোয়ায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ প্রয়াত জাতীয় নেতৃবৃন্দের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। একই সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টিবোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এম আজিজ, কমিউনিটি লিডার ও ব্যবসায়ী ফাহাদ সোলায়মান, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নি মঈন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক আলাউদ্দিন বুলু, গিয়াস আহমেদ, জসিম ভূইয়া, গিয়াস উদ্দিন, আবু সাঈদ আহমদ, গোলাম ফারুক শাহীন, আমিনুল ইসলাম স্বপন, সৈয়দা মাহামুদা শিরিন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সভাপতি শাকিল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নমী, প্রধান সমন্বয়কারী সারোয়ার খান বাবু, আহ্বায়ক দেওয়ান মনির, তত্ত্বাবধায়ক এজাজুল ইসলাম নাঈমসহ আরও অনেকে।

বক্তারা বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন সৎ, দেশপ্রেমিক ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, যিনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা প্রবাসে এ ধরনের সামাজিক ও মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে একদিকে তবারক বিতরণ এবং অন্যদিকে পৃথক লাইনে আগ্রহীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়, যা প্রবাসী কমিউনিটিতে মানবিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

ছবি ও তথ্য : পরিচয় ও সনজীবন সরকার।

প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চার এক উজ্জ্বল বাতিঘর
নিউইয়র্কে সাহিত্য একাডেমির মাসিক সাহিত্য আসর
গল্প, কবিতা, আবৃত্তি ও সাহিত্য আলোচনায় প্রাণবন্ত সন্ধ্যা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক। সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে গত ২৯ মে ২০২৬, শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সংগঠনটির নিয়মিত মাসিক সাহিত্য আসর। সাহিত্যপ্রেমী, কবি, লেখক, আবৃত্তিশিল্পী ও সংস্কৃতিমনা মানুষের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে আয়োজনটি পরিণত হয় এক অনন্য সাহিত্যিক মিলনমেলায়।

সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ আসরে গল্প পাঠ, কবিতা আবৃত্তি, স্বরচিত রচনা উপস্থাপন এবং সাহিত্য বিষয়ক মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের সৃষ্টিশীল ভাবনা, সাহিত্যকর্ম ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগির মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে করে তোলেন সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য।

সাহিত্য আসরে অংশগ্রহণ করেন হোসাইন কবির, শামস আল মমীন, আবেদীন কাদের, জিল্লুর রহমান, নীরা কাদেরী, হুসনে আরা, এবিএম সালেহউদ্দিন, পলি শাহীনা, স্বপন বিশ্বাস, বেনুজির সিকদার, সুরীত বড়ুয়া, মুনমুন সাহা প্রমুখ। তাঁদের কবিতা, গল্প, আবৃত্তি ও সাহিত্য ভাবনার উপস্থাপনা উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে এবং প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রাণশক্তিকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে।

আলোচনা পর্বে বক্তারা বাংলা সাহিত্যচর্চার বর্তমান প্রেক্ষাপট, প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার, সাহিত্যচর্চার নানা চ্যালেঞ্জ এবং নতুন প্রজন্মকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কার্যকর উপায় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সাহিত্য একাডেমির মতো সংগঠনগুলোর নিয়মিত সাহিত্যভিত্তিক উদ্যোগ প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির শেকড়কে আরও সুদৃঢ় করছে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষা ও সাহিত্যপ্রেম জাগিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে বরাবরের মতো অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পাঠের জন্য বই বিতরণ করা হয়। জ্ঞানচর্চা, পাঠাভ্যাস এবং সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহিত করার এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ উপস্থিত সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য একাডেমি যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চার পরিবেশ গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে, বই বিতরণের এই কর্মসূচি তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপস্থিত সাহিত্যপ্রেমী ও সংস্কৃতিকর্মীরা বলেন, সাহিত্য একাডেমির এ ধরনের নিয়মিত আয়োজন শুধু সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রই সম্প্রসারিত করছে না, বরং প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তাঁদের মতে, সাহিত্য একাডেমি আজ প্রবাসে বাংলা সাহিত্যচর্চার একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর কর্মকাণ্ড বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

সার্বিকভাবে, সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্কের মাসিক সাহিত্য আসর প্রমাণ করেছে যে, ভৌগোলিক দূরত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যপ্রেমকে ম্লান করতে পারে না; বরং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা এবং সৃজনশীল চর্চার মাধ্যমে প্রবাসেও বাংলা সাহিত্য তার স্বকীয় দীপ্তি নিয়ে বিকশিত হতে পারে।র

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রকৃতির রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন

গান, আবৃত্তি, নৃত্য ও আলোচনা সভায় মুখর প্রবাসী বাঙালির সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্কে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা ও রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম স্বনামধন্য সংগঠন 'প্রকৃতি' বর্ণাঢ্য আয়োজনে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করেছে। গত রবিবার (১৭ এপ্রিল ২০২৬) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে গান, আবৃত্তি, নৃত্য, আলোচনা এবং সমবেত পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠানস্থল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিল্পীরা মঞ্চে দুই সারিতে অবস্থান নিলে আবৃত্তিকার মৃদুল আহমেদের আহ্বানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংগীতশিল্পী ও শিক্ষক অনুপ বড়ুয়া। এ সময় তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতাকে আরও সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানান।

এরপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে রতন ধর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯৩০ সালে নিউইয়র্কের ম্যানহ্যাটানে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে ঐতিহাসিক সাক্ষাতের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত সেই আলোচনার খবরের শিরোনামে চারবার 'এম' অক্ষরের শব্দ ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম এবং অবজেকটিভ রিয়েলিটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের ভাবনার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন।

কবি হাসানআল আবদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের গ্রহণযোগ্যতা ও সাহিত্যিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাকসুর সাবেক জিএস এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর।

পরে কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং উপস্থিত দর্শকদের স্বাগত জানিয়ে সমবেত কণ্ঠে প্রকৃতির শিল্পীরা পরিবেশন করেন রবীন্দ্রসংগীত 'হে নূতন দেখা দিক আরবার'। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পরিবেশনা ছিল আবৃত্তিকার মিথুন আহমেদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কবিতা আবৃত্তি। এরপর সমবেত কণ্ঠে 'জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি জয় তোমার' গানটি পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন শিল্পীরা।

পুরো অনুষ্ঠানে মোট ২৬টি গান পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে ১২টি যা ছিল সমবেত কণ্ঠে এবং ১৪টি একক পরিবেশনা। একক কণ্ঠে গান পরিবেশন করেন নাসিমা শাহীন, দিঠি হাসনাত, মৌগন্ধা আচার্য্য, কার্তিক চন্দ্র, চন্দ্রিকা দে সেঁজুতি, মুক্তি সরকার, মিনি কাদির, জলি কর, শর্মিষ্ঠা মৌ, রূপালি ঘোষ, জোসেফিন মিষ্টি, সোনিয়া মুত্তালিব এবং রেজা রহমান।

সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত উল্লেখযোগ্য গানগুলোর মধ্যে ছিলড় আকাশ ভরা সূর্যতারা, বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে, তোমার পতাকা যারে দাও, মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে, তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে, শুনলো শুনলো বালিকা, ঝরো ঝরো ঝরো ঝরো ঝরে রঙের ঝরনা, অন্ধকারের উৎস হতে এবং বাঁধ ভেঙে দাও। অনুষ্ঠানের শেষ পরিবেশনা ছিল সমবেত জাতীয় সংগীত। সমবেত সংগীত পরিবেশনায় শিল্পীদের চর্চা ও প্রস্তুতির ছাপ ছিল স্পষ্ট। বিশেষ করে 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' এবং 'ঝরো ঝরো ঝরো ঝরো ঝরে রঙের ঝরনা' গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। তবে নৃত্যগুলো মঞ্চের সামনের ফ্লোরে পরিবেশিত হওয়ায় পেছনের সারির কিছু দর্শক পুরো পরিবেশনা উপভোগ করতে পারেননি।

অনুষ্ঠানজুড়ে ধারাবর্ণনা দেন অসীম সাহা ও নাজনীন সীমন। তারা বিভিন্ন গানের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরে অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন।

সঙ্গীত পরিবেশনায় তবলায় সংগত করেন পিনাকপানি গোস্বামী, কীবোর্ডে ছিলেন মাসুদ রহমান এবং মন্দিরায় শহীদ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, নবেন্দু দে, বিদ্যুৎ সরকার, শিক্ষাবিদ গিতালী তালুকদার, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ও সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, দফতর সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ বখতির আলী, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এম এ করিম জাহাঙ্গীর, আওয়ামী লীগ নেতা আকতার হোসেন, মনজুর চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক রুমানা আক্তার, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, মানবাধিকারকর্মী ও শিল্পী-কলাকুশলীরা।

প্রায় তিন শতাধিক প্রবাসী বাঙালির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সমবেত জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে রাত সাড়ে ১১টায় শেষ হয়।

সূত্র: হাকিকুল ইসলাম খোকন।

"এনওয়াইপিডিতে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের গৌরবোজ্জ্বল অগ্রযাত্রা তিন কর্মকর্তার পদোন্নতিতে কমিউনিটিতে উচ্ছ্বাস" বাপার অভিনন্দন

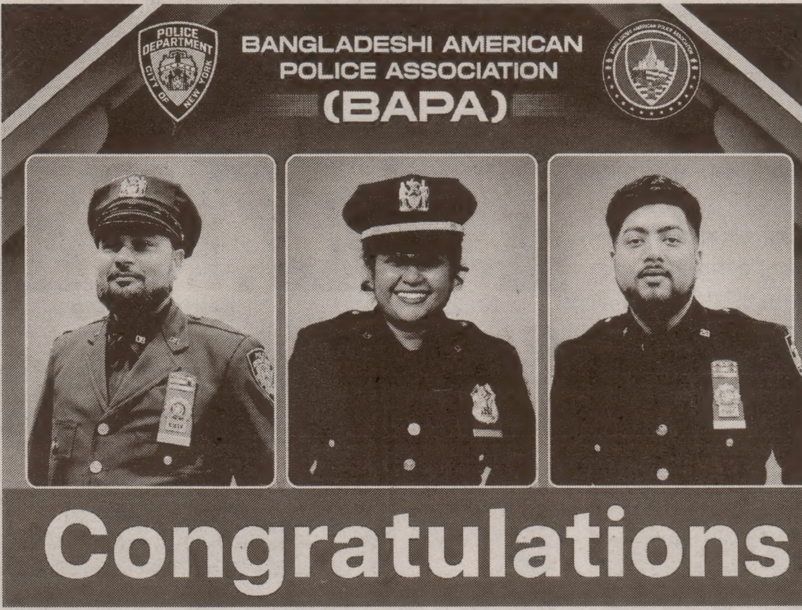

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি)-তে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হয়েছে আরও একটি গৌরবোজ্জ্বল পালক। গত ২৮ মে নিউইয়র্ক পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তার পদোন্নতি ঘোষণা করা হয়। এতে বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন (বাপা)-এর তিন সদস্য গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি লাভ করায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনওয়াইপিডি পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ। তাঁর হাত থেকে পদোন্নতির সনদ গ্রহণ করেন বাপার তিন সদস্য।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেনড় পুলিশ অফিসার তান্নি চন্দা, যিনি সার্জেন্ট পদে উন্নীত হয়েছেন; পুলিশ অফিসার সাফায়েত জামিল এবং পুলিশ অফিসার আশফাকুর রহমান, যারা ডিটেকটিভ পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন।

এই গৌরবময় অর্জনে বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন একেএম আলম, ভাইস প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট ডিটেকটিভ এরশাদুর সিদ্দিক এবং সেক্রেটারি ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার এক যৌথ শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, "এই সাফল্য শুধু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তাঁদের নিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব আগামী প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।"

বাপার মিডিয়া লিয়াজোঁ সার্জেন্ট জসিম মিয়া বলেন, "কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং পেশাগত উৎকর্ষের স্বীকৃতি হিসেবেই এই পদোন্নতি এসেছে। তাঁদের এই সাফল্য তরুণ বাংলাদেশী-আমেরিকানদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাবে।"

অনুষ্ঠানে বাপার সাবেক সার্জেন্ট-অ্যাট-আর্মস পুলিশ অফিসার মাহবুব জুয়েলসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পেশাজীবী, শুভানুধ্যায়ী এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা জানান।

কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ মনে করেন, নিউইয়র্কের মতো একটি বিশ্বনন্দিত মহানগরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ও সাফল্য দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। তাঁদের এই অর্জন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নেতৃত্ব, দেশপ্রেম এবং জনসেবামূলক পেশায় এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর চেতনার দীপ্ত উচ্চারণ

নিউইয়র্কে তিনদিনব্যাপী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলার বর্ণাঢ্য সফল সমাপ্তি

সাহিত্য, মুক্তিযুদ্ধ, সংস্কৃতি ও নতুন প্রজন্মের মিলনমেলায় মুখর ছিল নিউইয়র্ক

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক সমাজে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রবাসে চিরজাগ্রত রাখার প্রত্যয়ে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো তিনদিনব্যাপী 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা'। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহামিলনে সফলভাবে শেষ হয়েছে এবারের বর্ণাঢ্য আয়োজন।

গত ১৫, ১৬ ও ১৭ মে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল ক্রিস্টিয়ান সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই বইমেলা ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক অনন্য সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। 'বই হোক একাত্তরের শাণিত বর্ম'ড় এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এবারের মেলায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেখক, প্রকাশক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রবাসী বাঙালিরা অংশগ্রহণ করেন।

শুক্রবার বিকেলে এক ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনের মধ্য দিয়ে বইমেলার উদ্বোধন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন কবি ও অনুবাদক ক্যারোলিন রাইট। বইমেলার আহ্বায়ক বিজ্ঞানী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ড. নুরুন নবীর নেতৃত্বে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা, ঢোল-মন্দিরার বাদ্য, নৃত্য পরিবেশনা ও লাল ফিতা কেটে উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হয় আয়োজন।

এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র অভিবাদন পুরো অনুষ্ঠানে এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই অভিবাদনে নেতৃত্ব দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম। পরে সুসজ্জিত মিলনায়তনে অতিথিরা আসন গ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, সাবেক এমপি ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো. কাদের মিয়া, ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম, ময়নুজ্জামান চৌধুরী, আতিকুল ইসলাম জাকির, সমাজ সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার মো. ফজলুল হক, রাজনীতিক জাকারিয়া চৌধুরী, ইফজাল চৌধুরীসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রবাসের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বিপা'র শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। পরে পরিবেশিত হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত। অতিথিদের ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. নুরুন নবী বলেন, প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে এই বইমেলা। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের চেতনাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনদিনব্যাপী এই বইমেলায় ছিল প্রায় ২২টি বইয়ের স্টল। সময় প্রকাশন, নালন্দা, বাতিঘর, অন্বয়, বিদ্যাপ্রকাশ, কবি প্রকাশনী, কালিক, মুক্তমনাসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেয়। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের ইতিহাসভিত্তিক বইয়ের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি।

মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল আয়োজকদের মধ্যে গোপাল স্যানালের উদ্যোগে নির্মিত অভিজিৎ রায়ের স্মরণে বিশেষ বুক স্টল, যা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যদিও প্রথম দিনে বই বিক্রি কিছুটা কম ছিল, তবে সাংস্কৃতিক আয়োজন, আলোচনা সভা এবং সাহিত্যভিত্তিক অনুষ্ঠানমালায় ছিল ব্যাপক দর্শক সমাগম ও প্রাণচাঞ্চল্য। ধীরে ধীরে পুরো মেলা প্রাঙ্গণ পরিণত হয় প্রবাসী বাঙালির এক মিলনমেলায়।

মেলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা ও সিম্পোজিয়ামে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তারা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রক্ষায় বিশ্বব্যাপী বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

সমাপনী দিনে 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা ও নবী-জিনাত ফাউন্ডেশন সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট লেখক ও বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল দুই হাজার মার্কিন ডলার এবং একটি সম্মাননা ক্রেস্ট। বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করায় তাঁর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন 'একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন'-এর সদস্য সচিব স্বীকৃতি বড়ুয়া।

এবারের সাহিত্য পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ড. নুরুন নবী, বিশিষ্ট লেখক তাজুল মোহাম্মদ (কানাডা), কথাসাহিত্যিক ড. আতাউল করিম (যুক্তরাষ্ট্র), কথাসাহিত্যিক সালমা বাণী (কানাডা), লেখক ডা. সেজান মাহমুদ, কবি ফকির ইলিয়াস এবং স্বীকৃতি বড়ুয়া।

তিনদিনের বইমেলায় অংশ নেন খ্যাতিমান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রেয়া গুহঠাকুরতা, লোকসংগীত শিল্পী জয় শংকর, শিল্পী দীনাত জাহান মুন্নী, বাউল শিল্পী কালা মিয়া, নতুন প্রজন্মের শিল্পী আলভান চৌধুরীসহ অসংখ্য শিল্পী।

সংগীত পরিবেশন করেন তাজুল ইমাম, বিপ্লব মুখার্জি, রাজীব ভট্টাচার্য, সেলিমা আশরাফ, শাহ মাহবুব, নীলুফার জাহান, অনিন্দিতা চৌধুরী, করিম হাওলাদার, পন্ডিত কৃশান মহারাজ, মোরশেদ খান অপু, সেজান মাহমুদ, তাহমিনা শহীদ, স্বপন দত্ত, ফাহমিদা এনি, তপন মোদক, শারমিন আক্তার, সাগ্নিক মজুমদার, মুনমুন সাহা, শুক্লা রায়, প্রতিমা বসু, পারভীন সুলতানা, সুতপা মন্ডল, ক্রিস্টিনা রোজারিওসহ অনেকে।

তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ ছিল এবারের বইমেলার অন্যতম শক্তি। নাহিয়ান ইলিয়াস, জনম সাহা, দানিয়া সৈয়দ দিয়া, গুঞ্জরী সাহাসহ নতুন প্রজন্মের অনেকেই আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ও সৃজনশীল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

শিশু-কিশোরদের জন্য ছিল ছবি আঁকা, নাচ, গান, আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি বিশিষ্ট আলোকচিত্রী পাভেল রহমানের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং নৃত্যশিল্পী এনি ফেরদৌসের বিশেষ পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

বিপা, উদীচী, আনন্দধ্বনি, তালতরঙ্গ, মিথান ড্যান্স একাডেমি, কৃষ্টি ও বিকেপিএসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় অংশ নেয়।

পরিচালক নাদিম ইকবাল ও শামীম আল আমীন বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করেন, যা দর্শকদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে।

মেলায় ছিল নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, প্রকাশকদের মুখোমুখি আলোচনা, প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং 'মায়েদের কথা' শীর্ষক বিশেষ আয়োজন। পুরো আয়োজনজুড়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল মুখ্য বিষয়।

বিশিষ্ট উপস্থাপক স্বাধীন মজুমদারের নেতৃত্বে তাহরীন প্রীতি, পিংকি চৌধুরী ও বিথী রায়ের সমন্বয়ে একটি দক্ষ সঞ্চালক দল পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। শব্দজন মনজুর কাদের নবীন-প্রবীণ ও 'মায়েদের অভিজ্ঞতা' পর্ব উপস্থাপনা করেন।

বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত সাহিত্য ম্যাগাজিন 'উত্থান'ও ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। সম্পাদনায় ছিলেন আসলাম আহমাদ খান। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী তাজুল ইমাম।

পুরো বইমেলার সমন্বয় ও পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন উত্তর আমেরিকার বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা ও তাঁর টিম।

শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা এবং শনি ও রবিবার সকাল ১০টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর ছিল পুরো মেলা প্রাঙ্গণ। সাহিত্য, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংস্কৃতির সম্মিলিত শক্তিতে এবারের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়, ঐতিহ্য ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন অংশগ্রহণকারীরা।

মিডিয়া পার্টনার হিসেবে 'প্রজ্ঞা নিউজ' পুরো আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।র

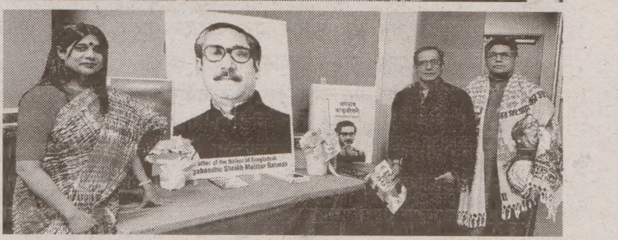

Brooklyn College Honors Academic Excellence at 2026 School of Education Scholarships and Awards Ceremony

Progga News Desk| New York : The School of Education at Brooklyn College, City University of New York, hosted its annual Scholarships and Awards Ceremony 2026 on Wednesday, June 3, recognizing outstanding students for academic excellence, leadership, perseverance, and dedication to the field of education.

The ceremony was held from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. in Brooklyn College and was organized by the Department of Childhood, Bilingual, and Special Educatioyn.

The program opened with welcoming remarks by CBSE Department Chairperson Dr. Hanna Haydar, who highlighted the transformative power of education and commended the award recipients as future educators and community leaders.

Faculty presentations were delivered by Dr. Laura Ascenzi-Moreno, Undergraduate Deputy and Program Coordinator, Dr. Meral Kaya, Dr. Jessica Velez, and Dr. Stella Kyprianou along with Dr. Fritzy Sannon-Brown. The faculty members formally presented the scholarships and congratulated students on their outstanding academic achievements.

A series of prestigious scholarships and awards were distributed during the ceremony:

Amber Flores received the Emil L. & Suzanne Sullivan Battaglia Memorial Scholarship for her commitment to teaching English as a Second Language.

Asma Chali and Alyssa Curiale received the Fannie K. & Harold Beyer Scholarship for promising new education students.

Leslie Olivan, Dana Osborn, and Munmun Saha received the Irwin E. & Esther W. Blum Scholarship for students preparing for careers in elementary, middle, and secondary education.

Kyarah Perez was awarded the Sidney '37 Boxer Memorial Scholarship for her strong academic record and interest in social work.

Valentina Velez Valencia received the Dorothy Geddes Memorial Award for excellence in mathematics education.

Danny Dupont and Sultana Begum received the Rose Goldstein Memorial Scholarship for outstanding achievement in education.

Thea Burnett was honored with the Frances Goodman Memorial Scholarship for her intention to pursue a career in public school teaching.

Mahnoor Nadeem received the Carlee Grant Memorial Award for excellence in language arts education.

Ashley Polanco was awarded the Jay E. Greene Memorial Scholarship on the basis of academic merit.

Ramya Ramaswamy and Yen Li Tsao received the Barbara Kydd Graves '57 Scholarship for outstanding master's candidates in elementary education.

Tashalee Mclean and Linbin Zhou received the Charles A. Mastronardi Scholarship for students in special education.

Sheena Pellicier received the Dr. Geraldine Miller Markowitz Scholarship for graduate study in special education and art education, and also the Ruth Rosalind Zittell '75 Memorial Scholarship.

Jesse Koranteng received the Maryam Mirzakhani Scholarship for commitment to mathematics education.

Alicia Walker received the Israel and Roslyn Nachman Memorial Scholarship for strong dedication to the teaching profession.

Malaika Malik received the Anne and Herbert Newman Scholarship for excellence in education and health-related studies.

Juanita Moe received the PALS of the Class of '68 Scholarship for pursuing a career in teaching.

Albert Ortiz received the Rabinowitz Education Scholarship for outstanding academic achievement as a transfer student.

Michelle Navarrete received the Geraldine Resnick Charner '42 Memorial Award for advanced study in special education.

Matthew Oliveras received the Elise Zimmering Prize in Elementary Education as an outstanding graduating senior and future educator.

The ceremony brought together faculty members, students, parents, and guests in a warm and celebratory atmosphere. Speakers emphasized that these awards not only recognize academic excellence but also encourage students to continue contributing meaningfully to education and society.

The program concluded with heartfelt congratulations to all recipients and best wishes for their continued academic and professional success

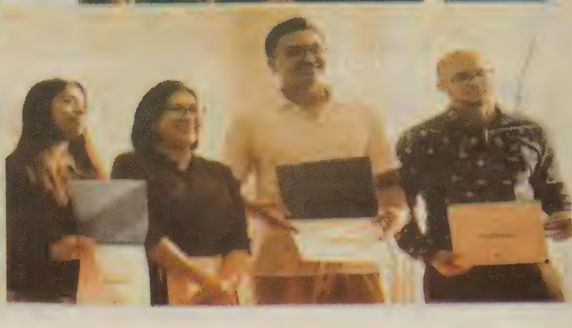

এক পলকে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬

প্রবাসে 'মন মাঝে পঞ্চ কবি'

রবীন্দ্র একাডেমি অব ইউএসএ-এর ব্যতিক্রমী আয়োজনে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অনন্য উৎসব, জীবন চৌধুরী পেলেন লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মাননা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্কের প্রবাসী বাঙালিদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল রবীন্দ্র একাডেমি অব ইউএসএ। সংগঠনটির উদ্যোগে গত ৭ জুন ২০২৬ রোববার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয় ব্যতিক্রমী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'প্রবাসে মন মাঝে পঞ্চ কবি'। বিকেল ৩টা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলা এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের সমন্বয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে পুরো মিলনায়তন।

বাংলা সাহিত্যের পাঁচ মহীরুহ– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, দ্বীজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন ও রজনীকান্ত সেনের সাহিত্য ও দর্শনকে প্রবাসে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই ছিল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম ও বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি এবং শেকড়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বার্তা ছিল পুরো আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এরপর রবীন্দ্র একাডেমি অব ইউএসএ-এর সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রুমা চৌধুরী স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক চর্চা অব্যাহত রাখতে এবং আগামী প্রজন্মের হাতে সেই ঐতিহ্য তুলে দিতে রবীন্দ্র একাডেমি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে বক্তারা রবীন্দ্র একাডেমির কার্যক্রম এবং রুমা চৌধুরীর সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ প্রবাসে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট লেখক, কবি, গীতিকার ও নাট্যকার জীবন চৌধুরীকে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান। দীর্ঘদিনের সাহিত্য সাধনা, সৃজনশীল কর্মযজ্ঞ এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা গ্রহণের সময় উপস্থিত দর্শকদের করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো হলরুম।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ডা. প্রভাত দাস, খান'স টিউটোরিয়ালের চেয়ার ডা. নায়িমা খান, আরটিভি বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান, ডেমোক্র্যাটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ডা. দিলীপ নাথ এবং সিতাংশু গুহ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. উৎপল চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রীনা সাহা, ব্যবসায়ী সুমি রায় এবং প্রজ্ঞা নিউজের সম্পাদক ও প্রকাশক উত্তম কুমার সাহাসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সাংস্কৃতিক পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও জসীমউদ্দীনের কালজয়ী কবিতা, গান ও দর্শনের আলোকে পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, একক ও দলীয় সঙ্গীত, নৃত্য এবং নৃত্যনাট্য। বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি দর্শকদের মুগ্ধ করে এবং বাংলা সংস্কৃতির প্রতি তাদের অনুরাগের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটায়।

অনুষ্ঠানজুড়ে পঞ্চ কবির সাহিত্য, দর্শন ও মানবিক চেতনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। কবিদের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে প্রেম, দেশপ্রেম, সাম্য, মানবতা ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের বার্তা নতুন প্রজন্মের সামনে উপস্থাপন করা হয়, যা অনুষ্ঠানে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করে। পাশাপাশি ছিল পঞ্চ কবিকে নিয়ে আলোচনা, স্মৃতিচারণ এবং তাঁদের সৃষ্টিকর্মের তাৎপর্য নিয়ে মনোজ্ঞ উপস্থাপনা।

রবীন্দ্র একাডেমি অব ইউএসএ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রুমা চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক দীপক দাসের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। কনভেনর সুশীল সিনহা, প্রধান উপদেষ্টা ডা. সবিতা দাস, সমন্বয়ক স্বপন দত্ত, সহ-কনভেনর পারিজাত দাস, অর্থ সম্পাদক গণেশ ভৌমিক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুনা রায় ও সামসুন নাহার মিলি, সাংগঠনিক সম্পাদক অরুণা সাহা ও রত্না দাস, সাহিত্য সম্পাদক সুমিত্রা সেন ও শিখা রানী ঠাকুর, যুব সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঋত্বিকা ব্যানার্জী এবং যুব সমন্বয়ক শুভজিৎ রায় চৌধুরীসহ আয়োজক কমিটির সদস্যরা অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথি ও দর্শনার্থীদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত অতিথিরা বলেন, প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দিতে এ ধরনের উদ্যোগ নিয়মিত আয়োজন করা সময়ের দাবি।

'প্রবাসে মন মাঝে পঞ্চ কবি' কেবল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়; এটি ছিল বাংলা সাহিত্য, সৃজনশীলতা, বাঙালিয়ানা ও শেকড়ের প্রতি প্রবাসী সমাজের গভীর ভালোবাসা এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গীকারের এক উজ্জ্বল প্রকাশ। প্রবাসের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতির এই মহোৎসব নতুন প্রজন্মকে নিজেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখার পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ভিত্তিও নির্মাণ করেছে।

LAW OFFICE

H.BRUCE FISCHER ESQ P.C

ACCIDENT CASES? CALL US NOW!

24 HOURS, 7 DAYS A WEEK: 212-957-3634

এক্সিডেন্ট (দুর্ঘটনা) কেইসেস?

- গাড়ী
- সাবওয়ে
- উড়োজাহাজ
- কাজের জায়গায় আঘাত
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- কনস্টাকশন সাইটে

এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত

MANHATTAN OFFICE
45 Rockefeller Plaza,
Suite #2088,
NY 10111
TEL: 212-957-3634

QUEENS OFFICE
76-03 Roosevelt
Ave, 2nd Floor,
Jackson heights,
NY 11373

H. Bruce Fischer
Attorney at Law
Call: 212-957-3634

BRONX
1222 White
Plains Road,
Bronx,
NY 10472

Rockland
88 Main Street
Tappan,
NY 10982

আমরা বাংলাদেশী ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন ডলার আদায় করেছি

Medical Mal Practice :
2,000.000+ in a structured
settlement
Accident at Home:
$419.000 pay out to the child
for lead paint in a Stf Lit:hired
Settlement.
$215,000 A Manhattan Woman
Hit by piece of ceiling at supermarket

Auto Accidents:
$650,000 Back Injury -$300,000 Head-
$250.000 Back Injury (No Surgery)
$150,000 Knce Injury
$105,000 Back Injury (No Surgery)
$75,000 Knce Injury
$65,000 Rib Injury (No Surgery)

Trip and Fall
$135,000 Ankle Injury
$190,000 Knee Injury

Zeenat Zavin
Queens Office Manager
Jamaica, New York

Past results don't guaranlee future outcomes

A different breed of mortagage

GoRascal

- No-income Check Loans
- Mixed-use Properties
- Commercial Properties
- VA Loans-100% Financing

SHAMEEM MAJUMDER
Loan Officer

LOW INTEREST Rate

Company Services Include:

- 24 to 48-hour approvals
- Available 7 days a week
- Quick Pre-Approval
- Wholesale rates

Please contact for details:
Phone : 516-806-9073
E-mail : shameem@gorascal.com
Website : gorascal.com

Purchase Refinance

ind nmls 2395755   co nmls 2072896

A J TAX & ACCOUNTING SVCS CORP.

Accounting Taxes and Business Consultants

Anjan k. Bhattacharjee
MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant

We Provide Broad Services in

Computerised Book-keeping and Accounting Services
New Business Set Up Corporation, LLC PC.
Not for Profit and Tax Exempt Status.
Business Taxes Including Corporation and Partnership
Individual Taxes.
Payroll, Sales and local Taxes
Not for Profit Including Tax Exampt Organization
Audit and Certified Financial Statement.

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
38 Years Experienced Year Round Ser

We also Provide Following Services :

Obtain Text Identification Number (TIN),WIC License, Lotto.
Application, Food Processing License Cigarette and Sales
Text Registration Bear License and all Other Related License and Permits
We File Out Immigration Forms Like Citizenship, Affidavit of Support etc
We Can Help You File Joint Return Even If Your Spouse is Not Living in the USA

IRS approved, E-File PROVIDER, NOTARY PUBLIC

167-09 Hillside Avenue (2nd floor) Jamaica, New York 11432
Cell : 917-371-3633, Tel : 718-658-8767, 718-658-8764, Fax : 718-658-8765
eFax : 718-412-1727, E-mail : abhattacharjee921@gmail.com

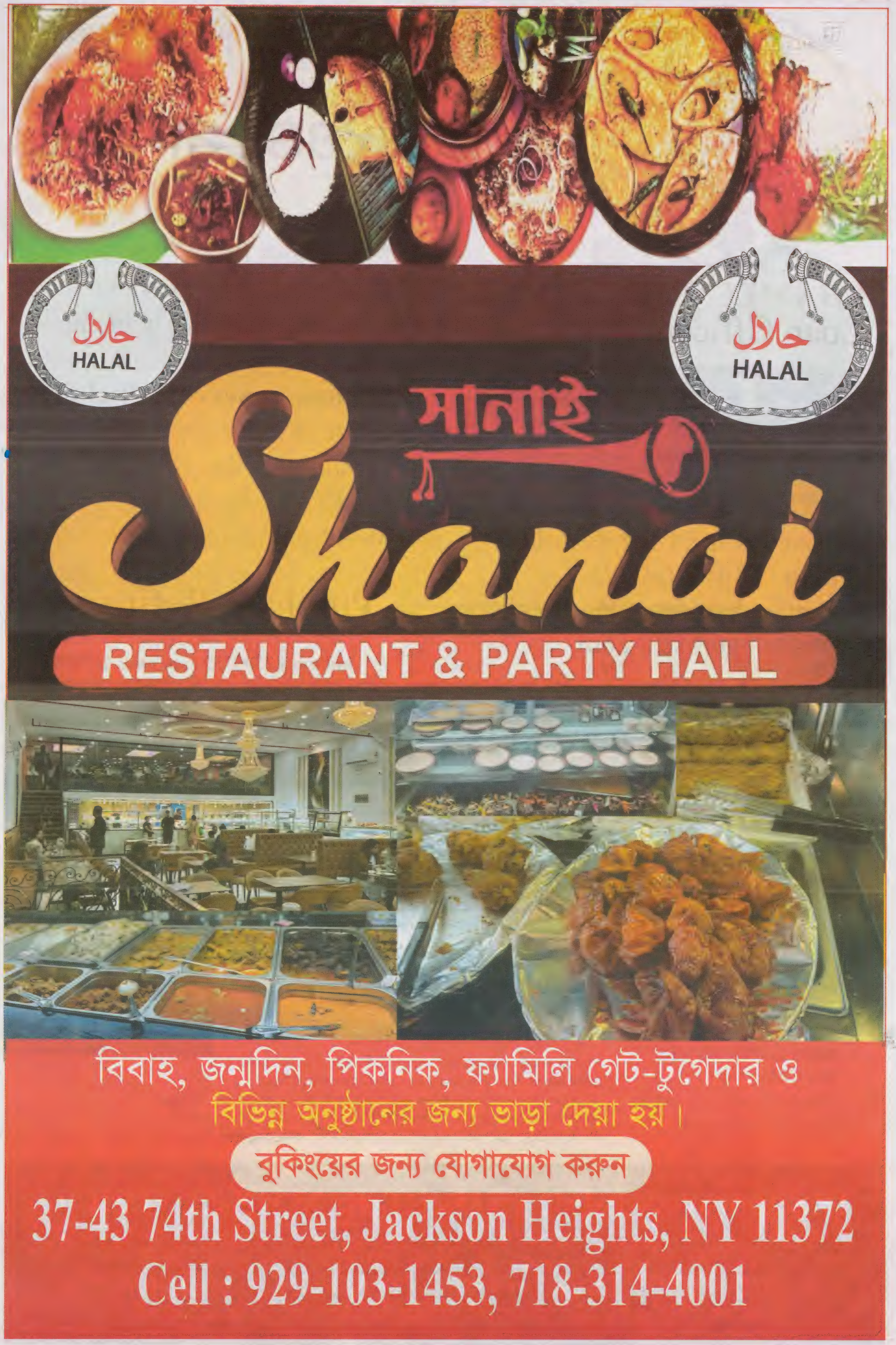
حلال
HALAL
حلال
HALAL
সানাই
Shanai
RESTAURANT & PARTY HALL
বিবাহ, জন্মদিন, পিকনিক, ফ্যামিলি গেট-টুগেদার ও
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেয়া হয়।
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
37-43 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
Cell : 929-103-1453, 718-314-4001

নিউইয়র্কে স্বনামধন্য বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician (Emergency)-New York Community Hospital,
Broklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়

TREATMENT/SERVICES	পরিসেবা/চিকিৎসা
COMPLETE PHYSICAL	ফিজিক্যাল এক্সাম
HIGH BLOOD PRESSURE	স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
SCHOLL/JOB PHYSICAL	টিএলসি এক্সাম
HIGH CHOLESTEROL	হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
TLC	চর্মরোগ
ASTHMA	ডায়াবেটিস
VACCINATION	উচ্চ রক্তচাপ
SKIN PROBLEM	থাইয়েড
DIABETES	এজমা
EKG	বাতের ব্যথা
	যৌন রোগ

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

Jamaica office
167-02 Highland Ave. 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005

Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005

Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday 9am-3pm
Wednesday & Friday 5pm-9pm

Please call for Appointment At# 917-503-5002

Sunday: Lab. Work only. 9am-1pm

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373
167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 917-503-5002 Fax: 917-503-5004, 718-297-4444

REPAIR & COLLISION

DOMESTIC FOREIGN & HYBIRD CAR SPECIALIST

BD AUTO
REPAIR & COLLISION

MD. ALAMGIR HOSSAIN

BD AUTO REPAIR & COLLISION

43-31 36th Street, Long Island City, NY 11101
Tel : 347-448-6651, Cell : 646-387-2124
E-mail : bdautorepair36@gmail.com

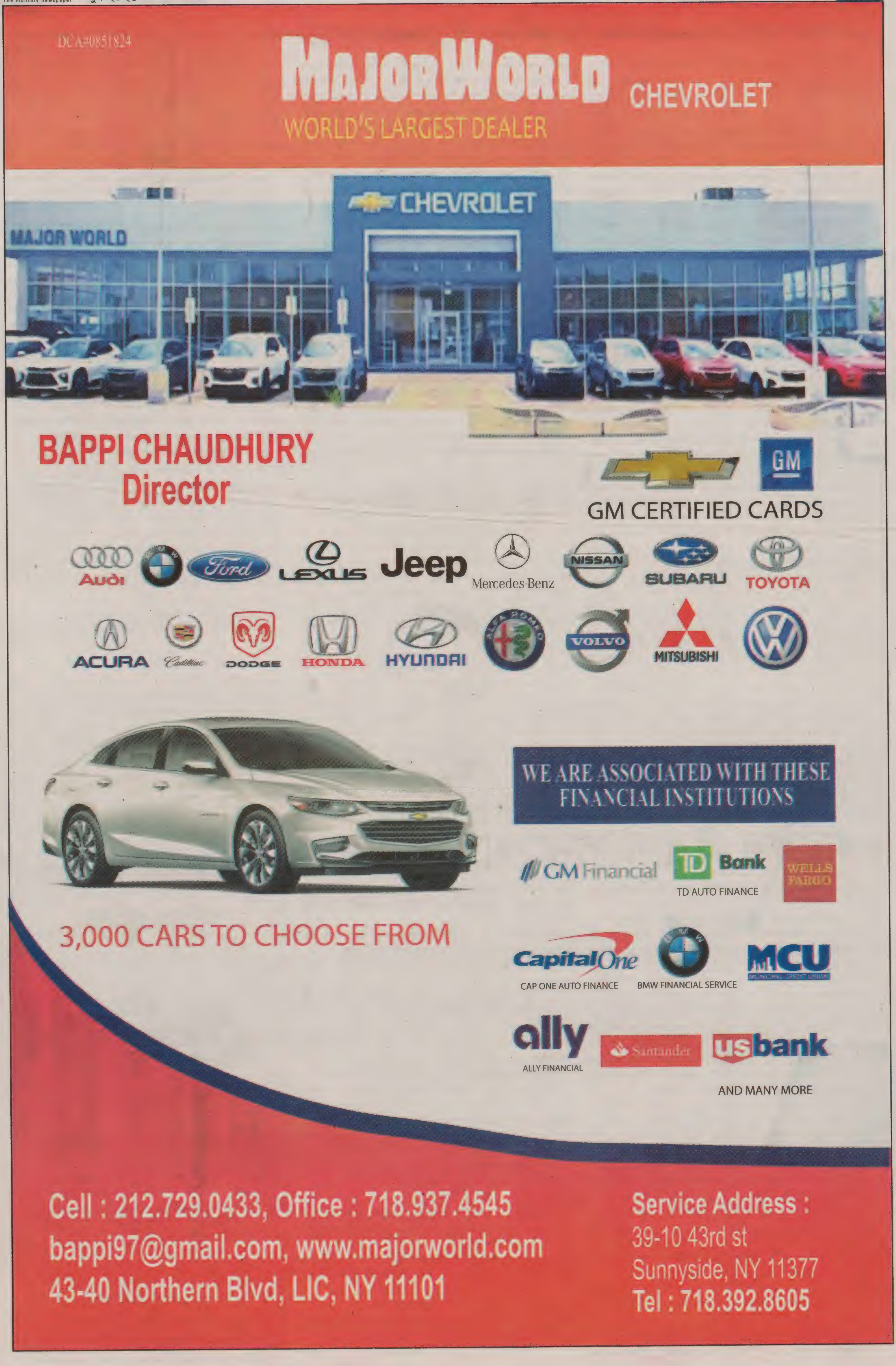
DCA#0851824
MAJORWORLD
CHEVROLET
WORLD'S LARGEST DEALER
CHEVROLET
MAJOR WORLD
BAPPI CHAUDHURY
Director
GM
GM CERTIFIED CARDS
Audi
Ford
LEXUS
Jeep
Mercedes-Benz
NISSAN
SUBARU
TOYOTA
ACURA
Cadillac
DODGE
HONDA
HYUNDAI
ALFA ROMEO
VOLVO
MITSUBISHI
WE ARE ASSOCIATED WITH THESE FINANCIAL INSTITUTIONS
GM Financial
TD Bank
TD AUTO FINANCE
WELLS FARGO
3,000 CARS TO CHOOSE FROM
CapitalOne
CAP ONE AUTO FINANCE
BMW FINANCIAL SERVICE
MCU
ally
ALLY FINANCIAL
Santander
usbank
AND MANY MORE
Cell : 212.729.0433, Office : 718.937.4545
bappi97@gmail.com, www.majorworld.com
43-40 Northern Blvd, LIC, NY 11101
Service Address :
39-10 43rd st
Sunnyside, NY 11377
Tel : 718.392.8605

বিশ্বকাপ ফুটবল ও ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা উন্মাদনার মনস্তত্ত্ব

প্রথম পাতার পর

সম্পর্কেই বেশি আশঙ্কাজনক বার্তা দেয়। দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, আহত হন অন্তত ৫০ জন। হাজার মাইল দূরের দুই লাতিন দেশের ফুটবল-আবেগ বাংলাদেশের একটি গ্রামে রক্ত ঝরানোর কারণ হয়ে উঠল। এরপর ৯ জুন মানিকগঞ্জ সদরে পছন্দের দলের পতাকা টাঙাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারাল এক কিশোর।

২০২২ সালের বিশ্বকাপের সময়ও দেশের বিভিন্ন স্থানে ফুটবল সমর্থনকে কেন্দ্র করে এমন বহু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছিল। কয়েকটি এলাকায় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সমর্থকদের বিরোধ হাতাহাতি, ভাঙচুর ও রক্তপাতে গড়ায়। কোথাও পতাকা টাঙানো নিয়ে, কোথাও-বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কটূক্তিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়।

ঘটনাগুলো যতটা দুঃখজনক, তার চেয়ে বেশি বিস্ময়করভাবে আমাদের এই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, যে তরুণ হাসপাতালের বিছানায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, তিনি কখনো ব্রাজিলে যাননি; যাঁর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছে, তিনিও আর্জেন্টিনার মাটিতে পা রাখেননি কোনো দিন। অথচ তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন। এখানেই আমাদের একটু থমকে দাঁড়ানো দরকার।

ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। কিন্তু এর সমর্থনকে কেন্দ্র করে আমরা মাঝেমধ্যে এমন অসহিষ্ণু হয়ে পড়ি, যার সঙ্গে খেলার প্রকৃত দর্শনের দূরতম সম্পর্ক নেই। কেউ হয়তো যুক্তি দিতে পারেন, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা দিয়ে পুরো ফুটবল-সংস্কৃতিকে বিচার করা ঠিক নয়। তা সত্য বটে, কিন্তু এসব ঘটনা যে সামাজিক অসহিষ্ণুতার দিক উন্মোচিত করে, তা তো অস্বীকার করার জো নেই।

খেলার জন্ম আনন্দে, বৈরিতায় নয় : ফুটবলের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। ইতিহাসবিদেরা এর শিকড় খুঁজে পান প্রাচীন চীনের 'চুজু' নামের এক খেলায়। পরে ইংল্যান্ডে আধুনিক ফুটবলের যাত্রা এবং অল্প সময়ের মধ্যে এটি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তার চূড়ায় পৌছায়। কিন্তু ফুটবলের প্রকৃত শক্তি ইতিহাসে নয়, এর সরলতায়। একটি বল আর একটু খোলা জায়গাড়এ দুয়ের ব্যবস্থা হলেই বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষ একই আনন্দে শামিল হতে পারে। উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত অঞ্চল, যান্ত্রিক শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামড়ফুটবল সবার জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত। এ কারণেই অনেক সমাজবিজ্ঞানী ফুটবলকে সবচেয়ে 'গণতান্ত্রিক খেলা' আখ্যা দিয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু সেই সত্য বহু আগেই আবিষ্কার করেছে। গ্রামবাংলায় শৈশব-কৈশোরে অনেকেরই কাছে 'জাম্বুরা' ছিল ফুটবল, কারও কাছে পুরোনো ছেঁড়া কাপড় গুটিয়ে বানানো 'বল'ই ছিল ভরসা। বর্ষার কাদামাখা মাঠে, ধান কাটা জমিতে, স্কুলপ্রাঙ্গণে কিংবা বাড়ির উঠোনে খালি পায়ে ছুটে বেড়ানো হাজারো শিশু-কিশোরের নস্টালজিয়ার নাম ফুটবল। যে শিশুটি দামি খেলনা কেনার সামর্থ্য রাখত না, তারও থাকত এ খেলায় সমান হিস্যা। অর্থ বা আভিজাত্য নয়, সাম্য আর আনন্দই এর মূলধন। দুঃখের কথা, সেই অকৃত্রিমতা আজ ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে।

সীমিত হচ্ছে খেলাধুলার পরিসর : আজকের বাংলাদেশে ফুটবলকে ঘিরে সবচেয়ে বড় বৈপরীত্য সম্ভবত এখানেইড়আমরা খেলা নিয়ে তর্ক-বিতর্কে যতটা বুঁদ হয়ে থাকি, খেলার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ায় ততটা ভাবিত নই। এক ঢাকা মহানগরের দিকে তাকালেই চমকে উঠতে হয়। এক হিসাব বলছে, রাজধানীতে মোট ২৩৫টি খেলার মাঠ থাকলেও সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত মাত্র ৪২টি। উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১২৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪১টিতে কোনো মাঠই নেই। ঢাকার বাইরের শহরগুলোর চিত্রেও খুব বেশি রকমফের নেই। এমনকি গ্রামাঞ্চলেও খেলার সুযোগ দিনকে দিন সংকুচিত হয়ে আসছে।

অর্থাৎ আমরা এমন এক সমাজ গড়ে তুলছি, যেখানে শিশু-কিশোরেরা মাঠে গিয়ে খেলাধুলার সুযোগ পাচ্ছে না, কিন্তু 'গেম' খেলায় পারদর্শী হচ্ছে। আর সেটা অনলাইনে, ভার্চুয়াল দুনিয়ায়। এ এক অদ্ভুত বিদ্রূপ! ফুটবল তো শুধু খেলা নয়; এটি কায়িক ও মানসিক সুস্থতার অন্যতম মাধ্যমও বটে। খেলাধুলা শরীরকে সক্রিয় রাখে, হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ রাখে, মানসিক চাপ কমায়। একই সঙ্গে তা দলগত কাজ, নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, সহনশীলতা ও সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলে। একটি কিশোর মাঠে খেলতে গিয়ে শুধু গোল করতে শেখে না; সে সতীর্থকে সহযোগিতা করতে শেখে, পরাজয়কে হাসিমুখে মেনে নিতে শেখে এবং পরের দিন নতুন উদ্যমে মাঠে ফিরে আসার শিক্ষা পায়। অথচ মাঠ হাপিস করে দিয়ে সেই জীবনমুখী শিক্ষাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করছি।

যে শিক্ষা খেলার মাঠ দিতে পারে, তা কখনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। আজকের শিশু-কিশোরেরা মাঠে দৌড়ানোর আগে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারে বেশি পোক্ত হয়ে উঠছে। তাই তাদের মাঠে ফিরিয়ে নেওয়ার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। পরিবারে-সমাজে এমন পরিবেশ থাকবে, যেখানে হার-জিত নিয়ে সুস্থ হাসিঠাট্টা হতে পারে, কিন্তু কোনো বিদ্বেষ থাকবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সংযম ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেওয়াও সমান জরুরি।

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা উন্মাদনার মনস্তত্ত্ব : বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্ট এলেই বাংলাদেশের দৃশ্যপট রাতারাতি বদলে যায়। শহরে তো বটেই, প্রত্যন্ত গ্রামেও বাড়ির ছাদে, গাছের মগডালে প্রিয় দলের পতাকা ওড়ে। মাইলের পর মাইল রাস্তা রঙিন হয়ে ওঠে। চায়ের দোকানে বিতর্ক জমে, অফিস-আদালত-কাছারিতেও চলে চুলচেরা বিশ্লেষণ। রাত জেগে প্রজেক্টরে খেলা দেখার আয়োজন হয়।

বাংলাদেশের এই ফুটবল উন্মাদনা বিশ্ব মিডিয়ার কাছেও বিস্ময়। নিজেদের দল বৈশ্বিক মঞ্চে না থাকলেও এ দেশের মানুষ লাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে এমনভাবে ধারণ করে, যেন ওটাই নিজেদের দল! এর পেছনের কারণকেও অবশ্য খাটো করে দেখার সুযোগ কম।

গত শতকের ষাট, সত্তর ও আশির দশকে এ দেশের মানুষ যখন টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্বকাপের স্বাদ পায়, তখন ব্রাজিলের 'জোগো বোনিতো' বা নান্দনিক ফুটবল এবং পেলের কিংবদন্তি তাদের মোহাচ্ছন্ন করে। এরপর ম্যারাডোনার প্রতিভার বিচ্ছুরণ মানুষকে আবেগপ্রবণ করে তোলে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সেই উত্তরাধিকার ছড়িয়ে পড়ছেড়বাবার দল ছেলের দল হচ্ছে, বড় ভাইয়ের দল হচ্ছে ছোট ভাইয়ের।

আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও রয়েছে এখানে। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মানুষ প্রায়ই লাতিন আমেরিকার আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়। উপনিবেশবাদের ইতিহাস, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই, স্বপ্ন, আবেগ, অসমতাড়এই বাস্তবতা দুই দিকেই প্রায় অভিন্ন। ফলে ফুটবল শুধু খেলা থাকে না; হয়ে ওঠে মানুষের স্বপ্নপূরণের এক মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক। অবশ্য আজকাল ফ্রান্স, স্পেন বা জার্মানির মতো দেশেরও উল্লেখযোগ্য সমর্থকগোষ্ঠী বাংলাদেশে গড়ে উঠছে। এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকই আছে। কিন্তু সংকট তৈরি হয় তখনই, যখন সুস্থ সমর্থন ও নিখাদ ভালোবাসা রূপ নেয় অন্ধ আনুগত্যে।

সংকট ফুটবলের নয়, সামাজিক অসহিষ্ণুতার : একজন ব্রাজিলকে সমর্থন করবেন, অন্যজন আর্জেন্টিনাকেড়এটিই স্বাভাবিক, বৈচিত্র্যও এখানে। কিন্তু আমি যদি মনে করি, আপনার দলকে বা আপনাকে অপমান করাই আমার কাজ, কিংবা আমার পছন্দকে আপনি বিন্দুমাত্র সম্মান দেবেন না, তখন তা আর খেলার সংস্কৃতি থাকে না, তা রূপান্তরিত হয় কদর্যতায়, অসহিষ্ণুতায়। সত্যি বলতে, ফুটবলকে কেন্দ্র করে যে সহিংসতা আমরা দেখি, তা কিন্তু ফুটবলের সংকট নয়; বরং সেটি আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ। এমন এক অসহিষ্ণু সমাজ গড়ে উঠছে, যেখানে ভিন্নমত বা প্রতিপক্ষকে ধারণ করার ন্যূনতম মানসিকতাও উবে যাচ্ছে। রাজনীতি, ধর্ম বা বিশ্বাসড়সব ক্ষেত্রেই সামান্য মতভেদকে আমরা বৈরিতায় রূপ দিচ্ছি। ফুটবল সেখানে বারুদ ছিটানোর উপলক্ষমাত্র।

আগে পাড়া-মহল্লার চায়ের দোকানের তর্ক একটু মৃদু হাসি কিংবা চায়ের চুমুকে শেষ হতো। এখন ফেসবুকের একটি উসকানিমূলক পোস্ট, ব্যঙ্গাত্মক মিম কিংবা কটূ মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায়। ভার্চুয়াল দুনিয়ার লাইক-কমেন্টের অ্যালগরিদম যুক্তির চেয়ে তাৎক্ষণিক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় বেশি আগ্রহী করে তোলে। আর এটিই এ সময়ের বড় উদ্বেগ।

ফুটবলের সবচেয়ে বড় শিক্ষা : অথচ ফুটবল সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা দেয়। ব্রাজিল এ পর্যন্ত পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে, কিন্তু সেই পরাশক্তিকেই ২০১৪ সালে নিজেদের মাটিতে জার্মানির কাছে লজ্জাজনক পরাজয় মেনে নিতে হয়েছিল। বহুবার ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হতে হয়েছে আর্জেন্টিনাকেও।

ফুটবল-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো জয় যেমন চিরস্থায়ী নয়, পরাজয়ও শেষ কথা নয়। আজ যে দল মুকুট পরছে, কাল সে-ই ধুলায় লুটাতে পারে। আজ যিনি নায়ক, কাল তিনিই হতে পারেন সমালোচিত। ফুটবল শেখায় বিনয়, শেখায় অনিশ্চয়তার মধ্যেও বুক বেঁধে লড়াই করার মন্ত্র, সর্বোপরি প্রতিপক্ষকে সম্মান করা। কিন্তু আমরা দর্শক হিসেবে অনেক সময় এমন আচরণ করি, যেন একটি ম্যাচের ফলাফল আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ও সম্মানের প্রশ্ন! এ মনস্তত্ত্বই সবার আগে বদলাতে হবে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের আর্জেন্টিনা-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তৈরি করেছিল। আর্জেন্টিনার মানুষ ও সংবাদমাধ্যম এটা জেনে রোমাঞ্চিত হয়েছিল যে বিশ্বের অন্য প্রান্তে তাদের জন্য এত ভালোবাসা জমা আছে! সেই অনন্য মুহূর্তে দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছিল। সেটিই ফুটবলের প্রকৃত শক্তি, আসল সৌন্দর্য। বাংলাদেশে ফুটবল উন্মাদনার আরেকটি ভালো দিক রয়েছে। বিশ্বকাপ এলে আমাদের অভ্যন্তরীণ 'মৌসুমি অর্থনীতি' চাঙা হয়। রাজধানী থেকে জেলা শহর, এমনকি গ্রামের বাজারগুলোতেও পতাকা, জার্সিসহ নানা ক্রীড়াসামগ্রী দেদার বিক্রি হয়। দরজির দোকানে কাজের চাপ বাড়ে, প্রিন্টিং প্রেসগুলোতে আসে অতিরিক্ত ফরমাশ। ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা, ফুটপাতের দোকানি থেকে শুরু করে অনলাইন উদ্যোক্তারাও নতুন ক্রেতার দেখা পান।

খেলার এই অর্থনৈতিক প্রাণচাঞ্চল্য সমাজের জন্য ইতিবাচক। যে পতাকা একজন খুদে ব্যবসায়ীর সংসারে দুমুঠো ভাতের হাসি ফোটায়, সেই পতাকাকে কেন্দ্র করে যদি ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তারক্তি হয়, তবে তাতে খেলার প্রকৃত অর্থই মিছে হয়ে যায়।

সম্প্রীতিই প্রথম ও শেষ কথা : বিশ্বকাপ যাবে, আবার আসবে। নতুন নতুন তারকার জন্ম হবে। নতুন কোনো দেশ ট্রফি উঁচিয়ে ধরবে। চায়ের টেবিলে বা ফেসবুকের ওয়ালে নতুন বিতর্কও দানা বাঁধবে। কিন্তু খেলাকে কেন্দ্র করে একজনের শারীরিক পঙ্গুত্ব, ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক কিংবা অকালে হারিয়ে যাওয়া প্রাণড়কোনো ট্রফিই কি ফিরিয়ে দিতে পারবে?

প্রিয় দলকে সমর্থন করুন, পতাকা ওড়ান, জার্সি পরুন, রাত জেগে খেলা দেখুন। কিন্তু দিনশেষে এই সত্য মনে রাখতে হবেড়খেলার চেয়ে জীবন বড়, জয়ের চেয়ে মানবিকতা বড়। দুনিয়ার কোনো খেলা জেতার মূল্যই সামাজিক সম্প্রীতির চেয়ে বেশি হতে পারে না।

মার্কিন-ইরান সমঝোতা স্মারক

শেষের পাতার পর

এরপর ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম গারিবাবাদি আনুষ্ঠানিকভাবে এটি প্রকাশ করবেন।

তবে প্রশ্ন উঠেছে, চুক্তিতে দুই দেশ কোন কোন বিষয়ে একমত হয়েছে? এই চুক্তির সব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। তাদের তথ্য অনুযায়ী ঐকমত্যের বিষয়গুলোকে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

সামরিক অভিযানের সমাপ্তি ও লেবানন পরিস্থিতি : উভয় পক্ষই তাৎক্ষণিক এবং স্থায়ীভাবে সব ধরনের সামরিক অভিযান বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল জানিয়েছে, সোমবার রাত থেকেই লেবাননসহ অন্যান্য অঞ্চলে সামরিক অভিযান স্থায়ীভাবে বন্ধ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, চুক্তির পর লেবাননে ইসরায়েলের আর কোনো হামলা হবে না এবং ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী হিজবুল্লাহও ইসরায়েলে পাল্টা কোনো হামলা চালাবে না।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচিও লেবাননে সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলি হামলা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন এবং চুক্তি বাস্তবায়নের দায়ভার যুক্তরাষ্ট্রের ওপর দিয়েছেন।

তবে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী লেবানন, সিরিয়া ও গাজার দখলকৃত নিরাপত্তা অঞ্চলগুলোতে আপাতত অবস্থান করবে এবং প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এই বিষয়টি ট্রাম্পকে পরিষ্কার করেছেন।

হরমুজ প্রণালি ও বন্দর অবরোধ প্রত্যাহার : প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া হবে এবং ইরানের বন্দরগুলোর ওপর থেকে মার্কিন অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে। একজন উর্ধ্বতন ইরানি কর্মকর্তার মতে, স্মারক সই হওয়ার পর সব বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য এই পথ খুলে দেওয়া হবে।

ইরানের আধা-সরকারি বার্তাসংস্থা ফারস জানিয়েছে, চুক্তির অধীনে ওমানের সঙ্গে সমন্বয় করে হরমুজ প্রণালিতে নৌ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে ইরান।

পরমাণু কর্মসূচিতে লাগাম : ইরান পুনরায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি বা অর্জন করবে না। চূড়ান্ত চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ইরান তাদের পারমাণবিক কার্যক্রম স্থগিত রাখবে, নতুন করে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করবে না। সেইসঙ্গে পারমাণবিক স্থাপনাও বাড়াবে না।

এছাড়া ভবিষ্যতে একটি বড় চুক্তির আওতায় ইরান তার দেশে থাকা উচ্চ-মাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত কমাতে রাজি হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের পারমাণবিক উপাদানগুলো এখনই দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার কোনো তাড়া নেই। পরিস্থিতি যখন সম্পূর্ণ শান্ত হবে, তখন যুক্তরাষ্ট্র সেটি উদ্ধার করবে। এর বিনিময়ে ইরানে একটি শক্তিশালী পরিদর্শন বা ইন্সপেকশন ব্যবস্থা চালু করা হবে।

তবে মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম জানিয়েছেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যেকোনো চূড়ান্ত চুক্তি অবশ্যই মার্কিন কংগ্রেসের মাধ্যমে পর্যালোচনা ও অনুমোদিত হতে হবে।

২৫ বিলিয়ন ডলার ছাড় নিয়ে দ্বিমত : চূড়ান্ত চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ইরানের ওপর নতুন করে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞাও শিথিল করা হবে। চূড়ান্ত চুক্তির পর যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে।

তবে ইরানের আটকে থাকা ২৫ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ছাড় করা নিয়ে দুই পক্ষের ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া গেছে।

একজন উর্ধ্বতন ইরানি কর্মকর্তার দাবি, এই নগদ অর্থ আঞ্চলিক দেশগুলোর সহযোগিতা ও ফাইন্যান্সিয়াল ক্রেডিট লাইনের মাধ্যমে ছাড় করা হবে।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানকে কোনো নগদ অর্থ দেওয়া হবে না। তবে তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সম্ভাব্যভাবে প্রত্যাহার করা হতে পারে।

ইরানের পুনর্গঠন পরিকল্পনা : যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে ইরানের জন্য একটি পুনর্গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে। আগামী ৬০ দিনের মধ্যে ইরানের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে এটি।

প্রাথমিক এই সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার পর, আগামী ৬০ দিন ধরে পরমাণু ইস্যু ও নিষেধাজ্ঞার মতো অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়গুলো নিয়ে চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে আলোচনা চলবে।

নিউইয়র্কের জনপ্রিয়
মাসিক পত্রিকা

প্রজ্ঞা PROGGA
The monthly newspaper

নিয়মিত পড়ুন
বিজ্ঞাপন দিন

Office : 5101 39th Avenue, New York, USA
Telephone : 1-917-310-3248, 1-917-302-5051
E-mail : progganews.us@gmail.com
Web : www.progganews.us

সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়ের অবিলম্বে মুক্তির দাবি

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং নেত্রকোনার জনপ্রিয় জননেতা আরিফ খান জয়ের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা, সমাজসেবক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কর্মী নয়ন বিশ্বাস রকি।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, নেত্রকোনার মাটি ও মানুষের নেতা হিসেবে আরিফ খান জয় দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের আস্থা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। ক্রীড়া, সমাজসেবা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি নেত্রকোনা ছাড়িয়ে সারা দেশে পরিচিতি লাভ করেছেন।

বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা হত্যা মামলাটি ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও হয়রানিমূলক। মামলায় কোনো গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখা হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

নয়ন বিশ্বাস রকি বলেন, "আরিফ খান জয় একজন জনপ্রিয় ক্রীড়া সংগঠক ও জননেতা। তাঁকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রেখে শুধু নেত্রকোনাবাসীকেই নয়, দেশের অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী, শুভানুধ্যায়ী এবং তাঁর রাজনৈতিক অনুসারীদেরও কষ্ট দেওয়া হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রাখেন। একজন বিচারাধীন ব্যক্তির আইনি অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কিন্তু আরিফ খান জয়ের ক্ষেত্রে সেই অধিকার যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না বলে আমরা উদ্বিগ্ন।"

বিবৃতিতে দেশ-বিদেশের মানবাধিকার সংগঠন, গণমাধ্যম এবং সচেতন নাগরিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়।

দাবিতে অবিলম্বে আরিফ খান জয়ের নিঃশর্ত মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে, তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে, তাঁকে স্বাভাবিক রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ দিতে হবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কার্যকর হস্তক্ষেপ কামনা করা হচ্ছে।

নয়ন বিশ্বাস রকি বলেন, "সর্বস্তরের মানুষের প্রাণের দাবি– আরিফ খান জয়কে ন্যায়বিচার প্রদান করা হোক। একজন জনপ্রিয় নেতাকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটকে রাখা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।"

–নয়ন বিশ্বাস রকি, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা।

বাঙালি জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে তোফায়েল আহমেদকে

নিউইয়র্কে শোকসভায় বক্তারা; জাতীয় বীরের অবদান ইতিহাসে অম্লান থাকবে

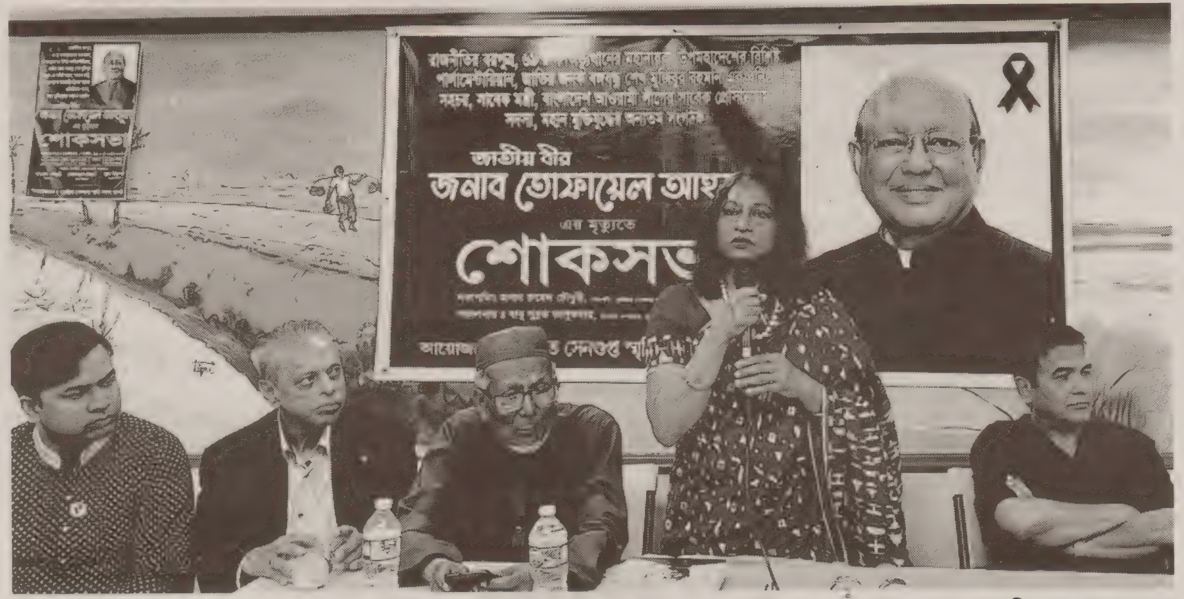

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বাংলাদেশের রাজনীতির বরপুত্র, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, জাতীয় বীর ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে নিউইয়র্কে এক আবেগঘন শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ জুন শনিবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মৃতি সংসদ-এর উদ্যোগে আয়োজিত এ শোকসভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাস, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তোফায়েল আহমেদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সংগঠনের সভাপতি রুহেল চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, ফোবানার চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহ-সভাপতি জাকারিয়া চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও ফোবানার উপদেষ্টা চেয়ারম্যান হাকিকুল ইসলাম খোকন, এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি সাখাওয়াত আলী।

সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গমাতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নিউইয়র্ক স্টেট কমান্ডার মঞ্জুর আহমদ, ডেপুটি কমান্ডার আবু জাফর, মদনমোহন কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি অ্যাডভোকেট শেখ মখলু মিয়া, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম জিকু, হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন, ছালেহা ইসলাম, সোহান আহমেদ টুটুল, হেলাল আহমেদ, শেখ শফিকুর রহমান, শেখ জামাল হোসেন, রেজা আব্দুল্লাহ, নুরুল ইসলাম, সাদিকুর রহমান, শ্যামল চন্দ্র চন্দ, হাবিবুর রহমান কামাল, আব্দুল গাফফার চৌধুরী খসরু, কবি সুধাংশু রঞ্জন মণ্ডল, শামীম আহমেদ, শেখ অলি আহাদ, ছাদেকুর রহমান, জহিরুল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, "বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় তোফায়েল আহমেদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতির সংকটময় মুহূর্তে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি জাতি চিরদিন তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।"

প্রধান বক্তা আমিনুল ইসলাম আমিন বলেন, "জাতীয় নেতা তোফায়েল আহমেদ শুধু একজন রাজনীতিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ও আদর্শের একনিষ্ঠ ধারক। বঙ্গবন্ধুকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করার ঐতিহাসিক ঘোষণার সঙ্গে তাঁর নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তোফায়েল আহমেদ এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।"

বক্তারা মরহুম তোফায়েল আহমেদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তাঁরা বলেন, "বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, ততদিন জাতীয় বীর তোফায়েল আহমেদের নাম জাতির হৃদয়ে অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর আদর্শ, নেতৃত্ব ও দেশপ্রেম আগামী প্রজন্মকে পথ দেখাবে।"

শোকসভার শেষে মরহুমের আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

–প্রেস বিজ্ঞপ্তি

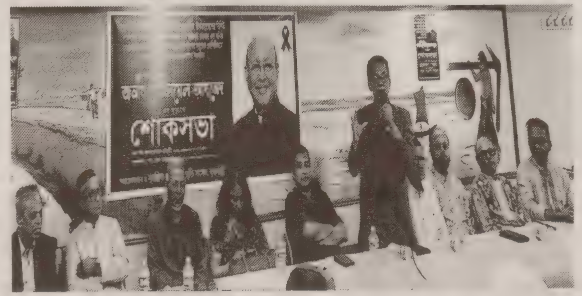

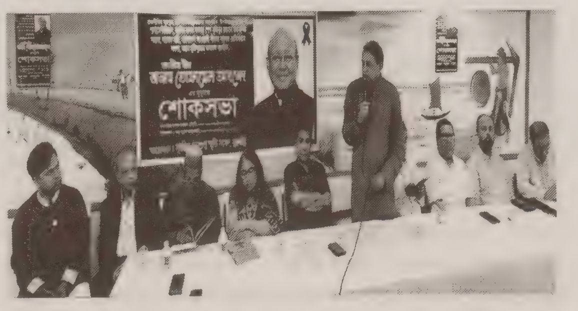

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি আব্দুল বাছিতকে স্মরণে নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিল ও স্মরণসভা

'তিনি ছিলেন প্রবাসী কমিউনিটির একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক ও অভিভাবক'

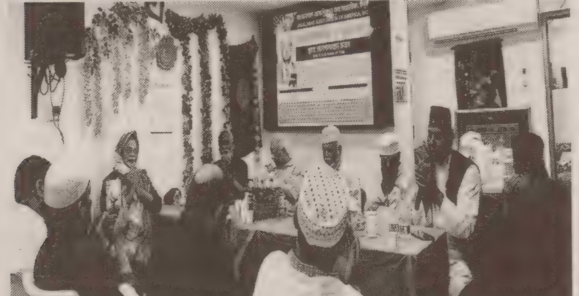

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সদ্যপ্রয়াত সভাপতি মরহুম আব্দুল বাছিত-এর স্মরণে এক দোয়া মাহফিল ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ জুন ২০২৬, রবিবার রাত ৮টায় সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত থেকে মরহুমের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন, নেতৃত্বগুণ ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করেন।

সংগঠনের সভাপতি মঈনুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন সংগঠনের সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও প্রবীণ কমিউনিটি নেতা সৈয়দ শওকত আলী, এম এ কাইয়ুম, শাহীন কামালি, আব্দুল মালেক খান লায়েক, আপ্তাব আলী, আল আমিন, ওসমান চৌধুরী, হাজী মনির আহমেদ, হাসনাত তালুকদারসহ আরও অনেকে।

এছাড়া মরহুমের কন্যা শিরীন আক্তার দিবা, জামাতা কাওসার মোমেন এবং ছোট ভাই মুক্তা আবেগঘন বক্তব্যে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন এবং পরিবারের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি মো. এ খায়ের, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীনুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক সাংবাদিক লায়েছ আহমেদ, মাসুক মিয়া, কোষাধ্যক্ষ ময়নু জামান চৌধুরীসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, মরহুম আব্দুল বাছিত ছিলেন একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও দূরদর্শী সংগঠক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব, আন্তরিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ কমিউনিটির মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ মে ২০২৬ ভোর ৭টা ২৪ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের লিংকন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমের মৃত্যুতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়।

এক শোকবার্তায় সংগঠনের সভাপতি মঈনুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ বলেন, "আব্দুল বাছিত ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক, দক্ষ সংগঠক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন অভিভাবকসুলভ নেতাকে হারালাম। এই শূন্যতা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।"

অনুষ্ঠানের শেষে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

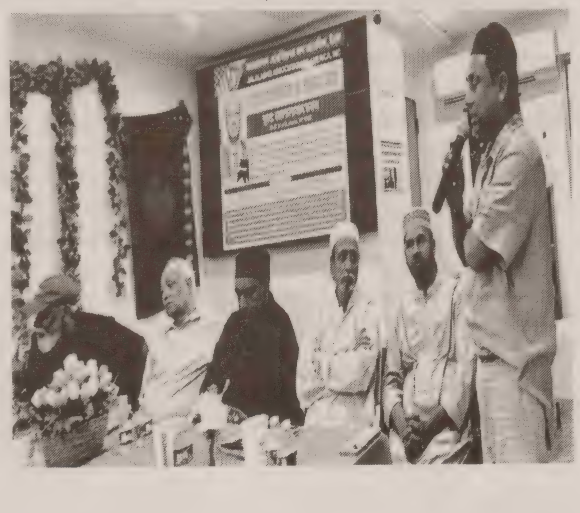

লালন দর্শনের আলোয় নিউইয়র্কে 'সাধু মেলা'

'মাটির গান'-এর ব্যতিক্রমী আয়োজনে বাউল সুর, মানবতার বাণী ও মননশীল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বাংলার লোকঐতিহ্য, মানবতাবাদী দর্শন ও বাউল চেতনার অগ্রদূত লালন সাঁইয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'সাধু মেলা'। সাংস্কৃতিক সংগঠন 'মাটির গান'-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানটি ছিল সংগঠনটির আত্মপ্রকাশের পর প্রথম বড় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, যা প্রবাসী দর্শক-শ্রোতাদের হৃদয়ে গভীর অনুরণন সৃষ্টি করে। গত ৭ জুন ২০২৬, রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এ আয়োজন লালন দর্শন, বাউল সংগীত ও মানবতার চেতনায় এক অনন্য মিলনমেলায় পরিণত হয়। সাদা পোশাকে সজ্জিত শিল্পী ও দর্শকদের উপস্থিতি এবং নীলাভ আলোকসজ্জা পুরো পরিবেশকে লালনের ভাবধারায় এক অন্যরকম আবহে রাঙিয়ে তোলে।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে যন্ত্রসংগীত শিল্পী দেবু চৌধুরী আলোক প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। লালন সংগীত শিল্পী দীন আফরোজ রেবা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। অডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানান কুষ্টিয়ার লালন আখড়ার অন্যতম খাদেম মোহাম্মদ আলী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি ও দর্শকদের স্বাগত জানান 'মাটির গান'-এর প্রধান বাউল শিল্পী শাহীন হোসেন।

অনুষ্ঠানে শিল্পীরা সমবেত ও এককভাবে পরিবেশন করেন লালনের কালজয়ী গানড় 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'কে বানাইলো এমন রঙমহলখানা', 'বাড়ির কাছে আরশিনগর', 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি', 'সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা', 'বিনা কার্যে ধন উপার্জন কে করিতে পারে', 'জাত গেল জাত গেল বলে' এবং 'অপার হয়ে বসে আছি'। দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন প্রতিটি পরিবেশনা।

শাহীন হোসেনের নেতৃত্বে সংগীত পরিবেশন করেন করিম হাওলাদার, মেরিয়ান রোজারিও, মলি দাস, তুলি বিশ্বাস, মনিকা দাস, খালেদা পারভীন, তমালিকা নন্দিনী, কানিজ লুনা, খ্রিস্টেলা কুইয়া ও সুশীল সিনহা। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন দেবু চৌধুরী, স্বপন দত্ত, শফিক, রঞ্জিত মণ্ডল, রুবেল, শহীদউদ্দিন ও শাহীন হোসেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাসুদ সুমন।

বক্তব্যে দেবু চৌধুরী বলেন, "লালন সাঁইয়ের প্রাসঙ্গিকতা সময়ের সঙ্গে আরও বেড়েছে। তাঁর দর্শন ও চিন্তাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে আরও গবেষণা ও সৃজনশীল কাজের প্রয়োজন। 'মাটির গান' সেই উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা করেছে।"

স্বাগত বক্তব্যে শাহীন হোসেন বলেন, "লালনকে দেখার জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ নতুনভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। তাঁর দর্শনকে বিশ্বমানের দার্শনিক আলোচনার পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব। আমরা সেই প্রচেষ্টার অংশ হতে চাই।"

অনুষ্ঠানে লালনের 'আমি, আত্মা ও পরম', 'দেহ, প্রকৃতি ও প্রেম' এবং 'ভাষা, ভাব ও উপলব্ধি' বিষয়ক গানগুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়। শিল্পীদের পরিবেশনায় লালনের দর্শনের গভীরতা, মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রাণবন্তভাবে ফুটে ওঠে।

বিশেষ করে শাহীন হোসেনের একক পরিবেশনাগুলো দর্শকদের প্রশংসা কুড়ায়। তাঁর কণ্ঠ, উপস্থাপনা ও লালন দর্শনের ব্যাখ্যায় সংগীত শিক্ষার গভীরতা ও শিল্পীসত্তার পরিপক্বতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যান্য শিল্পীরাও সুর, ভাব ও পরিবেশনায় সমান দক্ষতার পরিচয় দেন।

প্রথম আয়োজনেই 'মাটির গান' প্রমাণ করেছে যে, প্রবাসের মাটিতেও বাংলা লোকসংস্কৃতি, বাউল ঐতিহ্য ও মানবতার দর্শনকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠতে পারে। অনুষ্ঠান শেষে দর্শকদের মধ্যে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে এ ধরনের আয়োজনের প্রত্যাশা দেখা যায়।

লালনের অসাম্প্রদায়িক মানবতার বাণী ও বাউল দর্শনের আলোয় আলোকিত এই 'সাধু মেলা' নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক স্মরণীয় সন্ধ্যার জন্ম দিয়েছে। 'মাটির গান'-এর এই যাত্রা ভবিষ্যতে প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির আরও বিস্তৃত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে– এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন উপস্থিত সংস্কৃতিপ্রেমীরা।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে

অল কাউন্টি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের বিশেষ রিভার ক্রুজ

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপনকে স্মরণীয় করে রাখতে আগামী ৫ জুলাই ২০২৬, রবিবার সকাল ১১টায় বেঙ্গল ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত অল কাউন্টি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার রিভার ক্রুজ। এবারের আয়োজনটি উৎসর্গ করা হয়েছে ২৫০ জন সম্মানিত সিনিয়র সদস্যের জন্য, যেখানে আনন্দ, সম্প্রীতি, সম্মাননা ও মিলনমেলার এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি হবে। প্রতি বছরের মতো এবারও রিভার ক্রুজটি সিনিয়র নাগরিকদের জন্য এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতায় পরিণত করার লক্ষ্যে নানা আয়োজন রাখা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বর্ষপূর্তির তাৎপর্যকে সামনে রেখে আয়োজকরা এটিকে শুধু একটি ভ্রমণ নয়, বরং কমিউনিটির প্রবীণ সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনের এক বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করছেন। আয়োজক কর্তৃপক্ষ সকল সদস্যকে দ্রুত ৬৪৬-৪৪৪-২২৬৬ নম্বরে যোগাযোগ করে নিজেদের আসন নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে শুধুমাত্র একজন হোম হেলথ এইড (ঐঐঅ) অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

এছাড়াও, কমিউনিটির সম্মানিত সাংবাদিকদের প্রতিও আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আয়োজকরা তাঁদেরও অগ্রিম আসন সংরক্ষণের অনুরোধ করেছেন, যাতে তাঁরা এই ঐতিহাসিক ও ব্যতিক্রমী আয়োজনের অংশীদার হতে পারেন এবং অনুষ্ঠানটির স্মরণীয় মুহূর্তগুলো সবার কাছে তুলে ধরতে পারেন। আয়োজকদের বিশ্বাস, এই বিশেষ রিভার ক্রুজ সিনিয়র নাগরিকদের জন্য আনন্দ-বিনোদনের পাশাপাশি পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সামাজিক বন্ধন ও সম্মানবোধকে আরও সুদৃঢ় করবে। একই সঙ্গে এটি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপনের এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে কমিউনিটিতে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেবে।

এ প্রসঙ্গে অল কাউন্টি হেলথকেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ কাদের, সিআইপি বলেন,

"আমাদের লক্ষ্য প্রবীণ সদস্যদের জন্য একটি নিরাপদ, আনন্দময় ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়া। আমরা চাই তাঁরা পরিবারের মতো একসঙ্গে সময় কাটান, আনন্দ ভাগাভাগি করুন এবং যুক্তরাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক মাইলফলক উদযাপনের অংশ হন। সবাইকে আন্তরিকভাবে এই বিশেষ আয়োজনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

এই মহতী উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবীণদের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হচ্ছে, তা কমিউনিটির জন্য নিঃসন্দেহে একটি অনুকরণীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে।

সূত্র: বিজয় কুমার ঘোষ।

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র অন্তত ৪২টি বিমান হারিয়েছে : মার্কিন প্রতিবেদন

প্রজ্ঞা ডেস্ক : ইরান যুদ্ধে বোমারু বিমান, ড্রোন, নজরদারি বিমান, জ্বালানি সরবরাহ বিমানসহ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর অন্তত ৪২টি বিমান ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মার্কিন কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিসের (সিআরএস) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

তবে তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস, চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতি ও ক্ষয়ক্ষতির কারণ নির্ধারণের প্রক্রিয়ার মতো নানা কারণে এ ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে সামরিক অভিযান শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র এ অভিযানের নাম দিয়েছে 'অপারেশন এপিক ফিউরি'। হামলার ৪০ দিনের মাথায় গত ৮ এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগন সম্প্রতি জানিয়েছে, অপারেশন এপিক ফিউরির আওতায় ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ব্যয় এরই মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৯০০ কোটি (২৯ বিলিয়ন) ডলারে পৌঁছেছে।

১২ মে এক শুনানিতে পেন্টাগনের অর্থবিষয়ক প্রধান জুলস হার্স্ট বলেন, 'খরচ বেড়ে যাওয়ার বড় কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের যেসব অস্ত্রশস্ত্র বা যন্ত্রপাতি ভেঙেছে বা নষ্ট হয়েছে, সেগুলো মেরামত করতে অথবা সেগুলোর বদলে নতুন সরঞ্জাম কিনতে আসলে কত অর্থ লাগবে, তার একটি নিখুঁত হিসাব আমরা এখন পেয়েছি। ফলে মোট ব্যয় আগের অনুমানের চেয়ে বেড়ে গেছে।'

ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হওয়া বিমানের তালিকা

ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হওয়া বিমানগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ চারটি এফ-১৫ই স্ট্রাইক ঈগল যুদ্ধবিমান, একটি এফ-৩৫এ লাইটনিং টু যুদ্ধবিমান, একটি এ-১০ থান্ডারবোল্ট টু গ্রাউন্ড-অ্যাটাক বিমান, সাতটি কেসি-১৩৫ স্ট্রাটোট্যাংকার (আকাশে জ্বালানি সরবরাহের বিমান), একটি ই-৩ সেন্ট্রি আগাম সতর্কবার্তা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসংবলিত বিমান, দুটি এমসি-১৩০-জে কমান্ডো টু স্পেশাল অপারেশন বিমান, একটি এইচএইচ-৬০ ডব্লিউ জলি গ্রিন টু কমব্যাট সার্চ-অ্যান্ড-রেসকিউ হেলিকপ্টার, ২৪টি এমকিউ-৯ রিপার (মাঝারি উচ্চতায় দীর্ঘক্ষণ উড়তে সক্ষম ড্রোন) এবং একটি এমকিউ-৪সি ট্রাইটন (অধিক উচ্চতায় দীর্ঘক্ষণ উড়তে সক্ষম ড্রোন)।

পেন্টাগন এ পর্যন্ত এই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির কোনো পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন প্রকাশ করেনি। তবে মার্কিন কংগ্রেসকে নীতিনির্ধারণী ও আইনি তথ্য সরবরাহকারী গবেষণা সংস্থা কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিস (সিআরএস) জানিয়েছে, তারা মূলত প্রতিরক্ষা দপ্তর ও সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) বিভিন্ন বিবৃতি ও সংবাদ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ তালিকা তৈরি করেছে।

ইরানের হুঁশিয়ারি

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) সিআরএসের প্রতিবেদনটি শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, এপ্রিলের যুদ্ধবিরতির আগে যে যুদ্ধ হয়েছে, সেখান থেকে ইরান অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রই তা স্বীকার করেছে।

আরাগচি সতর্ক করে বলেন, ট্রাম্প যদি ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবারও সামরিক অভিযান শুরু করেন, তবে তেহরান তাদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মার্কিন বাহিনীর সামনে 'আরও অনেক চমক' হাজির করবে।

আরাগচি আরও লেখেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর কয়েক মাস পর মার্কিন কংগ্রেস বিলিয়ন ডলার মূল্যের ডজন ডজন বিমান হারানোর কথা স্বীকার করল। আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীই যে তাদের বহুল আলোচিত এফ-৩৫ প্রথম ভূপাতিত করেছে, সেটি এখন নিশ্চিত হলো।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির কাজ কী?

প্রজ্ঞা ডেস্ক : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান। এই পদের কাজ কী বা এই দায়িত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিয়ে মানুষের মাঝে বেশ আগ্রহ রয়েছে।

জাতিসংঘের সদস্য ১৯০টি দেশের গোপন ভোটাভুটিতে ৯৯ ভোট পেয়ে এই পদে জয়লাভ করেছেন মি. রহমান।

তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাইপ্রাসের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ দূত আন্দ্রেয়াস এস কাকোরিস পেয়েছেন ৯১ ভোট। অর্থাৎ আট ভোটে জিতেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এর মধ্য দিয়ে ৪০ বছর পরে সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসনে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের প্রতিনিধি বসতে যাচ্ছেন। এর আগে, ১৯৮৬ সালে সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী।

আগামী আটই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া ৮১তম অধিবেশনের এক বছরের মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন মি. রহমান।

মি. রহমান নির্বাচিত হওয়ার পরে ইউনাইটেড নেশনস নিউজ (ইউএন নিউজ) এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "এর মাধ্যমে তিনি ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সংকট, জাতিসংঘের সংস্কার প্রচেষ্টা এবং বড় ধরনের নেতৃত্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বছরে এই বিশ্ব সংস্থাটিকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বে এলেন।"

ফলে কৌতুহল তৈরি হয়েছে যে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে মি. রহমান কী কাজ করবেন? তার দায়িত্ব কী কী? এই দায়িত্বই বা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের সাবেক মূখ্য লেখক ও পরিচালক ড. সেলিম জাহান বলছেন, আপাতদৃষ্টিতে এই পদের ভূমিকা আলঙ্করিক মনে হলেও এই পদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের বেসরকারি ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এই অর্থনীতিবিদ।

"মোটামুটিভাবে ১৯৩ টি দেশ যেখানে সাধারণ পরিষদের সদস্য, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক-আলোচনা হয়, কিন্তু সেটাকে একটা পথের দিকে বা একটা উপসংহারের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সভাপতির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে" বলেন মি. জাহান।

সভাপতির কাজ কী?

ইউএন নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের পাঁচটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে এই সভাপতি পদে প্রতিনিধিত্ব করেন। এবারে সাধারণ পরিষদের এই ৮১তম অধিবেশনে সভাপতিত্বের দায়িত্ব পড়েছে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোষ্ঠীর ভাগে।

সেই হিসেবেই আগামী আটই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া অধিবেশনে এক বছর দায়িত্ব পালন করবেন মি. রহমান।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির প্রধান কাজ হলো, সাধারণ পরিষদের অধিবেশন পরিচালনা করা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আলোচনাকে সমন্বয় করা।

নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে সকল রাষ্ট্রকে আস্থায় এনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন সাধারণ পরিষদের সভাপতি।

জাতিসংঘের সাবেক পরিচালক মি. জাহান বলেন, "সভাপতির দায়িত্বের একটা বিশেষ দিক হচ্ছে, সভাপতি অত্যন্ত নির্মোহভাবে, নিরপেক্ষভাবে সাধারণ পরিষদের কার্যপ্রণালি সামনে নেবে। কখনোই যেন এটা মনে না হয় যে, সভাপতি একটি দিকে বা একটা গোষ্ঠীর দিকে কোন রকমের পক্ষপাত দেখাচ্ছেন।"

"এই জাতীয় নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ একটা নেতৃত্ব যখন তিনি দেন তখন কিন্তু তার যে নৈতিক ভার সেটা কিন্তু অত্যন্ত বেড়ে যায়। এবং সেই নৈতিক ভারের কারণে বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন বিবাদমান গোষ্ঠীকে একই জায়গায় নিয়ে আসতে পারেন এবং জাতিসংঘ যেদিকে যেতে চায় সেদিকে নিয়ে যেতে পারেন" বলেন মি. জাহান।

এদিকে, জাতিসংঘের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মি. রহমান এই এক বছরের দায়িত্ব পালন করবেন।

কেননা এ সময়ে জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেসের উত্তরসূরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মি. গুতেরেসের মেয়াদ এ বছরের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। সাধারণ পরিষদের সভাপতি জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী নন। জাতিসংঘের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

আর্থিক দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়

প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ১৬৫টির মতো 'এজেন্ডা বা আলোচ্য সূচি' থাকে বলে জানান বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক এম হুমায়ুন কবির।

"এখানে তার কাজ হলো (সাধারণ পরিষদের সভাপতি) এই এজেন্ডাগুলোর ওপর ডিসকাশন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেটা ভোটাভুটিতে হয় কনসেনশাসেও হয়," বলেন মি. কবির।

এই অধিবেশনে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানরা অংশ নেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ও আলোচনার পরে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কাজটিও করেন সভাপতি। সাধারণ পরিষদের গ্রহণ করা দুইটি সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান সাবেক এই কূটনীতিক। "একটা সিদ্ধান্ত মূলত খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে জাতিসংঘের যে পিস কিপিং বাজেট হয় সেটা হয় সাধারণ পরিষদে। এটা সাধারণত কনসেনশাস বেইজড হয়" বলেন মি. কবির। মি. কবির বলছেন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির এই কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটার ম্যান্ডেটটা হয় সিকিউরিটি কাউন্সিলে, তারপর বাজেটিংটা হয় সাধারণ পরিষদে।

"এটা সাধারণ পরিষদের খুবই শক্তিশালী একটা ক্ষমতা। এই পরিষদের যিনি সভাপতি থাকেন এখানে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে" বলেন মি. কবির।

প্রতি দুই বছর পর পর জাতিসংঘের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পুরো জাতিসংঘের অর্থাৎ এর অধীনে থাকা ছয়টি সংস্থার মোট বাজেট পরিচালনার কাজও করে থাকে সাধারণ পরিষদ।

"অর্থাৎ জাতিসংঘের অর্থ পরিচালনার কাজটা পুরোটাই মোটাদাগে সাধারণ পরিষদ করে এবং এখানে যিনি সভাপতি হন তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই দুটো ম্যান্ডেটরি বিষয় মানতে বাধ্য জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র" বলেন বাংলাদেশের সাবেক এই কূটনীতিক। এছাড়া সাধারণ পরিষদের বাকি অন্যান্য কাজগুলো সুপারিশ করার কাজ বলে জানান তিনি।

এছাড়াও সাধারণ পরিষদের আরেকটি ক্ষমতা আছে, যখন নিরাপত্তা পরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয় তখন সদস্য রাষ্ট্ররা সেই প্রস্তাবটিকে সাধারণ পরিষদে নিয়ে আসে।

"শান্তি ও নিরাপত্তা যেটা জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাজ, তারা ব্যর্থ হলে সেখানে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা রেয়ার হয় কিন্তু এরকম অবস্থা হলে সাধারণ পরিষদের সভাপতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হয়" বলেন কূটনীতিক মি. কবির।

অর্থাৎ এই তিনটি জায়গায় সাধারণ পরিষদের সভাপতির 'ম্যান্ডেটরি ও গুরুত্বপূর্ণ' ভূমিকা হয় বলে জানান তিনি।

আর্থিক বিষয়ে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো।

সভাপতি হিসেবে খলিলুর রহমানকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে : জাতিসংঘের বর্তমান সাধারণ পরিষদের সভাপতি আনালেনা বেয়ারবক বলেছেন, এই নির্বাচন এমন এক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো যখন বহুপাক্ষিক কূটনীতির জন্য একটি ব্যতিক্রমী কঠিন সময়।

ইউএন নিউজের প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, ভোটের পর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে মিজ বেয়ারবক বলেন, জাতিসংঘ কেবল "প্রতিকূল পরিস্থিতিরই মুখোমুখি হচ্ছে না, বরং প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছে।"

মিজ বেয়ারবক বলেছেন, "সাধারণ পরিষদের সভাপতির ভূমিকা এখন আর কেবল আনুষ্ঠানিক বা পদ্ধতিগত কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।" তিনি সতর্ক করে বলেন, আগামী বছরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সহজ হওয়ার সম্ভাবনা কম। এর কারণ উল্লেখ করে মিজ বেয়ারবক বলেন, সাধারণ পরিষদ প্যাক্ট ফর দ্য ফিউচার বা ভবিষ্যতের চুক্তি বাস্তবায়ন, 'ইউএন৮০' উদ্যোগের মাধ্যমে সংস্কার প্রচেষ্টা এগিয়ে নেওয়া এবং ব্যাপক ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন কাটিয়ে ওঠার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের নবনির্বাচিত সভাপতি মি. রহমানকে তার কাজের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন বর্তমান সভাপতি ও জাতিসংঘ মহাসচিব।

সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেসও এই চ্যালেঞ্জগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ধীরগতি, মানবিক কার্যক্রম ও উন্নয়নের জন্য তহবিল কমে যাওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো "আজকের বিশ্বের পরিবর্তে ১৯৪৫ সালের মতো সেই পুরোনো বিশ্বেই আটকে রয়েছে" বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

এই পদ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই পদ অত্যন্ত সম্মানের ও গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিসংঘের কর্মকর্তা মি. জাহান বলছিলেন, এই পদ অত্যন্ত মর্যাদামূলক, কারণ মনে রাখতে হবে যে, ১৯০টি দেশ সবাই তাকে ভোট দেয়নি কিন্তু ৯৯টি দেশ অর্থাৎ সংখ্যাগুরু দেশ বাংলাদেশের ওপর আস্থা রেখেছে।

"এর আগে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব করেছিলেন যখন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। আমার মনে হয় এটার অন্য রকমের একটা মর্যাদামূলক দিক আছে এবং এটা আসলে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যে অবস্থান এবং বাংলাদেশের নীতি-নেতৃত্ব সেটারই একটা প্রতিফলন" বলেন মি. জাহান। একইধরনের মন্তব্য করেন সাবেক কূটনীতিক মি. কবিরও।

"ভাবমূর্তির দিক থেকে অবশ্যই এটা প্রেস্টিজিয়াস। এটার জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। কাজেই এটার একটা ভাবমূর্তিগত ইতিবাচকতা আছে, দেশের সম্মান রক্ষার্থে এটা গুরুত্বপূর্ণ" বলেন তিনি।

যে ছয়টি লক্ষ্যে কাজ করবেন খলিলুর রহমান

সভাপতি পদে প্রার্থিতার সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান তার ভিশন স্টেটমেন্টে ছয়টি লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন।

তার এই ভিশন স্টেটমেন্টের শিরোনাম, "রিস্টোরিং ট্রাস্ট, ম্যানেজিং ট্রান্সফরমেশনঃ এ ইউনাইটেড ন্যাশনস দ্যাট ডেলিভারস ফর অল।"

সভাপতি নির্বাচনের আগে দেওয়া এই স্টেটমেন্টে মি. রহমান জানিয়েছেন, শান্তি, নিরাপত্তা ও সকলের জন্য ন্যায়বিচার, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার(এসডিজিএস) অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং জলবায়ু পদক্ষেপ ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে কাজ করবেন তিনি।

একইসঙ্গে, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম, অভিবাসী ও শরণার্থী এবং মানবাধিকার, অন্তর্ভূক্তিমূলক উদ্ভাবনের আওতায় ডিজিটাল গভর্নেন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ উদীয়মান প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ এবং জাতিসংঘের সংস্কার করার কথাও জানিয়েছিলেন মি. রহমান।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরোধমূলক কূটনীতি, শান্তি বিনির্মাণ এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড পেতে হলে অস্থায়ী ভিসাধারীদের দেশে ফিরতে হবে

প্রজ্ঞা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ী ভিসা নিয়ে যাওয়া বিদেশি নাগরিকদের স্থায়ীভাবে বসবাসের (গ্রিন কার্ড) আবেদন করতে হলে নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে। ট্রাম্প প্রশাসন এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

বর্তমান বৈধ অভিবাসনব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ নীতির উদ্দেশ্য হলো, গ্রিন কার্ডের আবেদনগুলো যেন অভিবাসনের স্বাভাবিক ও নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে সম্পন্ন হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের মতে, বিদ্যমান ব্যবস্থার 'আইনি ফাঁকফোকর' ব্যবহার করে স্থায়ী মর্যাদার আবেদন করার সময় বিদেশি নাগরিকেরা যাতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) বলেছে, 'যেসব বিদেশি নাগরিক সাময়িকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন ও গ্রিন কার্ড চান, তাঁদের আবেদন করার জন্য নিজ দেশে অবশ্যই ফিরতে হবে। মার্কিন অভিবাসনব্যবস্থাকে আইনি ফাঁকফোকরের সুবিধা নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে আইন অনুযায়ী কাজ করতে সহায়তা করবে এ নীতি।'

গতকাল শুক্রবার মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা বিভাগ (ইউএসসিআইএস) একটি নতুন নির্দেশনা জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে থেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের মর্যাদা পরিবর্তন (অ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস) কোনো স্বয়ংক্রিয় অধিকার নয়, বরং এটি কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

ইউএসসিআইএস জানিয়েছে, মার্কিন অভিবাসনব্যবস্থা সাধারণত এমনভাবে তৈরি, যেখানে সাময়িক ভিসাধারীদের সফরের উদ্দেশ্য শেষে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে অভিবাসন কর্মকর্তারা প্রতিটি আবেদন আলাদাভাবে ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে (কেস বাই কেস) মূল্যায়ন করবেন। এর অর্থ, গ্রিন কার্ডের নতুন নিয়ম সবার জন্য ঢালাওভাবে কার্যকর করা হবে না। প্রত্যেক আবেদনকারীর নিজস্ব পরিস্থিতি ও কাগজপত্র একজন অভিবাসন কর্মকর্তা আলাদা ও স্বাধীনভাবে খতিয়ে দেখবেন।

অভিবাসন কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশনায় বলা হয়েছে, আবেদন মূল্যায়নকালে কিছু বিষয় কঠোরভাবে বিবেচনা করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছেভিসার শর্ত লঙ্ঘন, অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে বেশি সময় অবস্থান, অনুমতি ছাড়া চাকরি করা, জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া ও আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় দেওয়া শর্তগুলো ঠিকমতো মেনে চলেছেন কি না ইত্যাদি।

তবে ইউএসসিআইএস কিছু ব্যতিক্রমের কথাও স্বীকার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 'ডুয়াল ইনটেন্ট' বা দ্বৈত উদ্দেশ্য অনুমোদিত কিছু ভিসার ক্যাটাগরি। অর্থাৎ কিছু সাময়িক ভিসাধারীর ক্ষেত্রে আইনিভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার পাশাপাশি স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা বা গ্রিন কার্ড খোঁজার অনুমতি রয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, এই ক্যাটাগরিগুলো গ্রিন কার্ড পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা দেয় না। তা ছাড়া সফরের উদ্দেশ্য শেষ হলে বিদেশি নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হবেড়কংগ্রেসের এই প্রত্যাশাকেও এটি পরিবর্তন করে না।

সংস্থাটি আরও জানায়, এ নতুন ও পরিমার্জিত নির্দেশনার ফলে অন্যান্য অভিবাসন মামলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সম্পদ পাওয়া যাবে।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নিন্দা

অভিবাসী অধিকার রক্ষাবিষয়ক সংগঠনগুলো সরকারের এ পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছে। তারা সতর্ক করে বলেছে, এ নিয়মের কারণে অনেক অসহায় মানুষ তাদের গ্রিন কার্ডের আবেদনের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করার সময় ঝুঁকিপূর্ণ বা অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হতে পারেন।

শরণার্থী ও অন্য অভিবাসীদের সহায়তাকারী অলাভজনক সংস্থা 'এইচআইএএস' বলেছে, এ নীতির কারণে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি এবং নির্যাতিত ও অবহেলিত শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ, স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রক্রিয়ার কিছু অংশ সম্পন্ন করার জন্য তাদেরও এখন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন আইন কঠোর করা এবং দেশটিতে দীর্ঘ মেয়াদে বসবাসের সুযোগ সীমিত করার যে বড় ধরনের চেষ্টা চলছে, এ নির্দেশনা তারই সর্বশেষ পদক্ষেপ।

এর আগে গত বছর ট্রাম্প প্রশাসন কিছু শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিদর্শক ও গণমাধ্যম কর্মীদের ভিসার মেয়াদ কমিয়ে আনার পদক্ষেপ নিয়েছিল। গত জানুয়ারি মাসে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ঘোষণা করে যে ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত এক লাখেরও বেশি ভিসা বাতিল করা হয়েছে।

পত্রিকা : 'দেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হতে চান হাসিনা'

প্রজ্ঞা ডেস্ক : মৃত্যুদণ্ডের আদেশ মাথায় নিয়ে দেশে ফিরতে চান ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; আইএমএফের চলমান ঋণ চুক্তি থেকে সরে আসতে যাচ্ছে সরকার এবং গঙ্গার পানি বন্টনে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চললেও নতুন চুক্তি নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছেড় শনিবার ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় এমন খবর গুরুত্ব পেয়েছে।

টাইমস অব বাংলাদেশের প্রধান সংবাদ– Hasina plans to face trial; অর্থাৎ দেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হতে চান হাসিনা।

এই খবরে বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশ মাথায় নিয়ে দেশে ফিরতে চান গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হতে চান বিচারের মুখোমুখি। সম্প্রতি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণকারী এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এমন একাধিক নেতা দৈনিকটিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দলীয় প্রধানের দেশে ফেরা উপলক্ষে নেতাকর্মীদের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যেও বলা হয়েছে বলে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ নেতারা শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়ে যাই বলছেন না কেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এটিকে স্ট্যান্টবাজি হিসেবে দেখছেন। তারা মনে করছেন, এটি দলের কর্মীদের চাঙ্গা রাখার কৌশল মাত্র। আসলে তিনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশে ফিরবেন না।

চব্বিশের পাঁচই অগাস্ট গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী ও গণহত্যা মামলায় ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ফাঁসির রায় দিয়েছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেছেন, 'শেখ হাসিনা দেশে দ্রুত সময়ে ফিরতে চান। সেজন্য যেসব প্রক্রিয়া গ্রহণ করা দরকার, তা আমরা করছি।'

সম্প্রতি শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইউরোপ আওয়ামী লীগের এক নেতা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান, দেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে শেখ হাসিনার মনোভাবের কথা ভারত সরকারকে জানানো হয়েছে। এমনকি তিনি আগামী ১৫ই অগাস্টের আগেই দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছে ট্রাভেল পাসও চাইতে পারেন। এতে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের শাসনামলে রাজধানীর অস্থায়ী পশুর হাটগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছিল দলটির নেতাকর্মীদের কাছে।

কে কত দর উল্লেখ করবেন, তা সমঝোতার মাধ্যমে ঠিক করে রাখা হতো। আওয়ামী লীগ বা দলটির ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বাইরে অন্য কেউ যাতে দরপত্র জমা দিতে না পারেন, সেই ব্যবস্থাও থাকত।

ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও পুরোনো সেই ধারা খুব বেশি বদলায়নি। এই নিয়ন্ত্রণ এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিএনপি ও তাদের ঘনিষ্ঠজনদের কাছে। এবার রাজধানীতে অস্থায়ী পশুর হাট বসবে ২১টি। এর মধ্যে ঢাকা উত্তরে ১১টি আর ঢাকা দক্ষিণে ১০টি। উত্তরের সব কটি অস্থায়ী হাট এবার ইজারা পেয়েছেন বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতারা।

অন্যদিকে ঢাকা দক্ষিণে অস্থায়ী ১০টি পশুর হাটের মধ্যে ৮টির ইজারাদার বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও তাদের ঘনিষ্ঠজনেরা।

একটি হাটের ইজারা পেয়েছে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এক ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান। আরেকটি হাটের ইজারাদার এনসিপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এক ব্যবসায়ী।

দ্য ডেইলি স্টারের দ্বিতীয় প্রধান খবর– Govt to pull out of $5.5b IMF loan deal; অর্থাৎ আইএমএফের পাঁচ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তি থেকে সরে আসবে সরকার।

এই খবরে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে বিদ্যমান পাঁচ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলারের ঋণ কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ঋণ নিয়ে আলোচনার দিকে আগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং আইএমএফের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাইজেল ক্লার্কের মধ্যে ভার্চুয়াল বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত জানানোর পর আইএমএফও নতুন ঋণ নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করতে রাজি হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতে, সরকার পাঁচ থেকে ছয় বিলিয়ন ডলারের তিন থেকে চার বছর মেয়াদী নতুন ঋণ কর্মসূচির বিষয়ে ভাবছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানালেন, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এ নিয়ে আইএমএফকে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হবে।

তিনি বলেছেন, সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা এবং নতুন ঋণ কর্মসূচির চূড়ান্ত আকার নির্ধারণ করতে আগামী জুলাই বা অগাস্টে আইএমএফের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা সফর করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই খবরে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তির বিষয়ে বলা হয়েছে। গঙ্গার পানি বন্টনে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি যে চুক্তি তার মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে চলতি বছর ডিসেম্বরে।

এরপর দুই দেশের মধ্যে গঙ্গার পানি বন্টনে বিদ্যমান চুক্তিটিই নবায়ন হবে নাকি নতুন করে চুক্তি হবে– এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দুই দেশের কারিগরি দল এ বিষয়ে প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শুরু করেছে। বেশকিছু বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, 'দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্যের মূল বিষয় হলো পানিপ্রবাহের ভিত্তি। ভারতীয় পক্ষ চাইছে ফারাক্কা পয়েন্টে পানিপ্রবাহের ভিত্তিতে চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করাতে, অন্যদিকে বাংলাদেশের দাবি পুরো নদীর প্রবাহকে বিবেচনায় নিয়ে পানি ভাগাভাগি করা। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে পানি বন্টনের ক্ষেত্রে সরকারের (বাংলাদেশের) একটি অগ্রাধিকার হলো ১৯৭৭ সালের সমঝোতা স্মারকের আলোকে চুক্তি সংশোধন করা।'

দেশের নদী গবেষকরা বলছেন, পানির ন্যায্য বন্টন নিশ্চিত করতে সমগ্র নদীর প্রবাহকেই বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু দ্বিপক্ষীয় চুক্তির পরিবর্তে সমগ্র গঙ্গা বেসিনকে বিবেচনা করে বাংলাদেশ-ভারত-নেপালের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

এই খবরে বলা হয়েছে, মানবাধিকার সংগঠন ও আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, দেশে গত এক দশকে অন্তত ৫ হাজার ৫৯৮ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে অন্তত ২৭৪ শিশুকে। এসব ঘটনায় করা অধিকাংশ মামলার বিচার এখনো শেষ হয়নি। আর যেসব মামলার বিচার শেষ হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে আসামিরা খালাস পেয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ও বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের যৌথ গবেষণা অনুযায়ী, নারী ও শিশু নির্যাতন-সংক্রান্ত মামলায় সাজার হার মাত্র ৩ শতাংশ। প্রায় ৭০ শতাংশ মামলায় আসামিরা খালাস পেয়ে যায়।

মানবাধিকারকর্মী, আইনজীবী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্র বলছে, বিচারহীনতার সংস্কৃতি অপরাধীদের বেপরোয়া করে তুলেছে।

দ্রুত ও কার্যকর বিচার নিশ্চিত করা গেলে এ ধরনের অপরাধ অনেকাংশে কমে আসতে পারত। এই খবরে বলা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রমে অনেকটা গতি ফিরলেও অভিযানে গিয়ে একের পর এক হামলার শিকার হওয়ায় ঘটছে ছন্দপতন।

এমনকি অবৈধ অস্ত্র, মাদক ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ১ মে থেকে শুরু হওয়া বিশেষ অভিযানের মধ্যেও থেমে নেই আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা।

চলতি মাসে এ পর্যন্ত ঢাকাসহ ৯ জেলায় অন্তত ১৩টি স্থানে হামলা হয়েছে। এতে আহত হন পুলিশ ও র‍্যাবের অন্তত ৩২ সদস্য।

এছাড়া, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে আরও ২১৩টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। পৃথক ঘটনায় সিলেট ও চট্টগ্রামে মারা গেছেন পুলিশ ও র‍্যাবের দুই সদস্য। আর অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সারাদেশে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে ৮৩৪টি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় 'মব' ও হামলার শিকার হয় পুলিশ। এতে তাদের মনোবল ভেঙে যায়। আবার অনেক পুলিশ সদস্য মামলা, সংযুক্তি, প্রত্যাহার ও চাকরি হারানোর আতঙ্কে রয়েছেন। তাই পুলিশ এখনও পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। তাই অপরাধীরা মনে করছে, পুলিশ এখনও দুর্বল অবস্থানে আছে।

এই খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরই মধ্যে স্থানীয় সরকার আইনে যেসব জায়গায় পরিবর্তন এসেছে, সে আলোকে বিধিমালা সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ইসির আইন ও বিধিমালা সংস্কার কমিটির বৈঠকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়। তার মধ্যে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনে ঋণখেলাপিরা যেন কোনোভাবেই অংশ নিতে না পারেন, সে ব্যাপারে আলাপ হয়।

এছাড়া, স্থানীয় নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের প্রভাব ঠেকাতে সব ধরনের উপায় খুঁজছে ইসি। আইন ও বিধিমালা সংস্কার কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, স্থানীয় নির্বাচনের আইনে স্পষ্ট করে বলা আছে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের কথা; স্থানীয় নির্বাচনে ঋণখেলাপির সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা জামিনদার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। এখন পর্যন্ত মোটামুটি কিছু বিষয় চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানান এই নির্বাচন কমিশনার। যার মধ্যে রয়েছে, প্রার্থীদের জামানত ও ব্যয়ের সীমা বৃদ্ধি, অনলাইনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমার সুযোগ বন্ধ, পোস্টার না রাখা এবং অনলাইনে প্রচারের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন। এই খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে থেকে এমনিতেই বিভিন্ন উপায়ে বিদেশে অর্থপাচার হয় এবং তার খুব কমই ফিরে আসে; সেখানে ক্রিপ্টোকারেন্সি আরেকটি মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কারণ, এই অন্ধকার গলিপথ দিয়ে অর্থপাচার হচ্ছে বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। কিন্তু অপর্যাপ্ত লজিস্টিকস ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে তা শনাক্ত করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) তথ্যমতে, ২০২৩ সালে মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জের (এমটিএফই) মাধ্যমে ১৩৬ মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সি পাচার করা হয়, যা ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০১ মিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ চুরির চেয়েও বড়।

মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পাচার হওয়া অর্থের মধ্যে সিআইডি চলতি বছরের মার্চে তিন দশমিক ছয় মিলিয়ন ডলার বা প্রায় সাড়ে ৪৪ কোটি টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। যা ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সাফল্য।

সিআইডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভার্চুয়াল এই মুদ্রার লেনদেনে জড়িত সন্দেহভাজনরা অনলাইন প্রতারণা, সাইবার হয়রানি ও অনলাইন জুয়ার মতো নানা অপরাধের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে।

তবে, ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কোনো সমঝোতা স্মারক না থাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এই ডিজিটাল অপরাধের চোরাগলি শনাক্ত করতে পারছেন না। এই খবরে বলা হয়েছে, সম্প্রতি একাধিক নারী ও শিশু নিপীড়ন-ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড, ডাকাতি-ছিনতাই, চুরি; এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সাংবাদিকের ওপর হামলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ও চাপা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সদর দফতরের হিসাব অনুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সারাদেশে শুধু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ১ হাজার ১৪২টি। নারী ও শিশুর প্রতি নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে ৫ হাজার ৯৫৮টি।

এছাড়া, ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ১৮৪টি। অপহরণের শিকার হয়েছেন ৩৪৭ জন। আর চুরির ঘটনা ঘটেছে ৪ হাজার ৯১টি।

আবার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন ২১৩ জন পুলিশ সদস্য। ২০২৫ সালে সারাদেশে খুন ও নৃশংস হত্যার ঘটনায় মামলা হয় ৩ হাজার ৭৮৬টি। যা ২০২৪ সালে ছিল ৩ হাজার ৪৪২ এবং ২০২৩ সালে ৩ হাজার ২৩টি। মানবাধিকার সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, বিগত ১৬ মাসে ৫২২ শিশু হত্যার শিকার হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বিচারহীনতার কারণে নারী-শিশুর প্রতি এমন ঘটনার জন্ম হচ্ছে প্রতিদিন। মাদককারবার নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারায়ও খুনাখুনি একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাখন, ঘি খাবেন নাকি অলিভ অয়েল, সূর্যমুখী তেল- কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো?

প্রজ্ঞা ডেস্ক : ইদানীং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায়ই এমন ভিডিও দেখা যায় যে, চিকিৎসকদের কেউ কেউ ভোজ্য তেল সয়াবিন ও সরিষার তেলের পরিবর্তে মাখন বা ঘি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তারা বলছেন, ওই তেলের চেয়ে প্রাণিজ এই ঘি বা মাখন বেশি উপকারী।

আবার এমন একটা ধারণাও প্রচলিত আছে, রেড মিট স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। মাংসে থাকা ফ্যাট বা চর্বি এই ক্ষতির কারণ।

ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদের সময় এমন চিন্তা অনেকেই করেন, "একদিনই তো, ঈদের সময় একটু মাংস(গরু বা খাসি) খেলে তেমন কিছু হয় না।"

গরু, মহিষ বা ছাগলের মতো স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাংসকে রেডমিট বলা হয়।

কিন্তু ফ্যাট বা চর্বি যে কেবল মাংস বা প্রাণি থেকেই পাওয়া যায় তা নয়, উদ্ভিদ বা সবজিতেও রয়েছে ফ্যাট।

প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাণিজ ফ্যাট বা চর্বি কী আসলেই ক্ষতিকর- নাকি উদ্ভিজ্জ ফ্যাট বেশি স্বাস্থ্যকর?

ঠিক কী পরিমাণ ফ্যাট শরীরের জন্য উপকারী বা ক্ষতিকর?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রাণিজ ফ্যাট "ব্যাড ফ্যাট বা খারাপ চর্বি" হিসেবে বিবেচিত হয়। আর উদ্ভিজ্জ ফ্যাট সবসময়ই স্বাস্থ্যকর হিসেবে পরীক্ষিত।

রেড মিট পরিমিত মাত্রার চেয়ে বেশি খেলে নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

একজন ব্যক্তি ঠিক কতটুকু পরিমাণ প্রাণিজ ফ্যাট খাচ্ছেন সেটির ওপর এর ক্ষতিকর মাত্রা নির্ভর করে বলে জানান পুষ্টিবিদরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মো. সায়েদুল আরেফিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এক কথায় যেটা বলা যায়, উদ্ভিজ্জ ফ্যাট বা চর্বি প্রাণিজ ফ্যাটের চেয়ে সবসময়ই অনেক বেশি ভালো। প্রাণিজ ফ্যাটও খেতে হবে তবে পরিমিত। এখন পর্যন্ত যত গবেষণা হয়েছে তাতে এটিই প্রমাণিত।"

ফ্যাট বা চর্বি শরীরের জন্য কেন প্রয়োজন?

বিভিন্ন গবেষণা ও পুষ্টিবিদদের তথ্য অনুযায়ী, শরীরের কার্যকারিতা বজায় রাখতে ফ্যাট বা চর্বি প্রয়োজন।

একটি সুস্থ এবং ব্যালেন্সড ডায়েট বা খাদ্যাভ্যাসে স্বল্প পরিমানে অপরিহার্য।

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বা স্বাস্থ্যসেবা সংস্থার (এনএইচএস) এ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্যাট শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে এবং শরীরকে ভিটামিন এ, ডি ও ই এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে সাহায্য করে।

এই ভিটামিনগুলো চর্বিতে দ্রবণীয় অর্থাৎ ফ্যাট ছাড়া এগুলো শরীরে শোষিত হতে পারে না।

একইসঙ্গে, ফ্যাট হরমোন তৈরি এবং শরীরের কোষ গঠন ও কাজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পুষ্টিবিদ অধ্যাপক আরেফিন বলেন, "ফ্যাট হলো এসেনশিয়াল ফ্যাটি এসিডের উৎস, যেটি শরীর নিজে তৈরি করতে পারে না।"

যে ফ্যাট শরীরের কোষ গঠনে ব্যবহৃত হয় না বা শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না, সেটি শরীরে মেদ হিসেবে জমা হয়।

যেমন : অব্যবহৃত কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনও শরীরে মেদ হিসেবে রূপান্তরিত হয়।

প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ, কোন ফ্যাট কোথায় পাওয়া যায়?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, খাদ্যাভ্যাসে ফ্যাটের পরিমাণ এবং এর উৎস সরাসরি হৃদযন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে।

খাবারে প্রধানত দুই ধরনের ফ্যাট থাকে। যেমন, স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত এবং আন-স্যাচুরেটেড বা অসম্পৃক্ত ফ্যাট।

ঢাবির অধ্যাপক আরেফিন বলেন, "এনিমেল ফ্যাটে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত ফ্যাট অনেক বেশি থাকে। সম্পৃক্ত ফ্যাট শরীরের জন্য যথেষ্ট খারাপ এবং শরীরের জন্য খুবই অল্প পরিমাণে গ্রহণ করা যায়।"

রেডমিটের মাধ্যমে খুব সহজেই দৈনন্দিন প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। এটি শরীরের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে ভূমিকা রাখে। সার্বিকভাবে রেডমিট স্বাস্থ্যকর খাবার হতে পারে, যদি মাংসের চর্বি বাদ দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করে খাওয়া যায়।

কম চর্বিযুক্ত রেডমিড শিশু, কিশোর, তরুণ ও গর্ভবতী নারীর জন্য পুষ্টিকর খাবার বলে জানান পুষ্টিবিদরা।

সব ধরনের ফ্যাটেই প্রচুর পরিমাণে শক্তি থাকে।

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বা স্বাস্থ্যসেবা সংস্থার (এনএইচএস) তথ্য অনুযায়ী, সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত যেই ফ্যাটই হোক না কেন, এক গ্রাম ফ্যাটে নয় ক্যালরি শক্তি থাকে।

আর তাতে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন থাকে মাত্র চার ক্যালোরি।

প্রাণিজ ফ্যাটের চেয়ে উদ্ভিজ্জ ফ্যাটই যে বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমায়, সেটি বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত ফ্যাট কী?

গবেষকরা বলছেন, মিষ্টি এবং নোনতা উভয় ধরনের খাবারেই এই প্রাণিজ বা স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত ফ্যাট বা চর্বি পাওয়া যায়।

প্রাণিজ উৎস থেকে যেমন: মাংস এবং দুগ্ধজাত পণ্য থেকেই বেশিরভাগ সময় এই ফ্যাট পাওয়া যায়।

যেসব খাবারে এই স্যাচুরেটেড ফ্যাট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেগুলো হলো :

মাংসের তৈরি খাবার যেমন : সসেজ ও পাই, মাখন, ঘি, পশুর চর্বি, পনির, আইসক্রিম, ক্রিম, নোনতা কিছু স্ন্যাকস বা খাবার, চকলেট জাতীয় মিষ্টি, বিস্কুট, কেক, পেস্ট্রি।

তবে, এনএইচএসের তথ্য অনুযায়ী, কিছু উদ্ভিদজাত খাবার যেমন: পাম অয়েল এবং নারিকেল তেলেও এই স্যাচুরেটেড ফ্যাট পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত সম্পৃক্ত চর্বি খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায় যেটি হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

প্রাণীজ প্রোটিনে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়ে গিটে ব্যথা হতে পারে। এতে কিডনির উপরও চাপ পড়ে। রেডমিট বেশি খেলে হজমে সমস্যা এবং গ্যাস্ট্রিক হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো বিরক্তিকর সমস্যা হতে পারে বলে জানান পুষ্টিবিদরা।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী, একজন পুরুষের দিনে ৩০ গ্রাম এবং একজন নারীর ২০ গ্রামের বেশি প্রাণিজ বা স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত ফ্যাট খাওয়া উচিত নয়।

আবার, ট্রান্স ফ্যাট বা প্রক্রিয়াজাত খাবারও স্যাচুরেটেড ফ্যাটের মতোই ক্ষতিকর।

এনএইচএসের তথ্য বলছে, দিনে পাঁচ গ্রামের বেশি ট্রান্স ফ্যাট খাওয়া একদমই উচিত নয়।

আন-স্যাচুরেটেড বা অসম্পৃক্ত ফ্যাট কী?

ঢাবির অধ্যাপক আরেফিন জানান, উদ্ভিজ্জ ফ্যাটে আনস্যাচুরেটেড বা অসম্পৃক্ত ফ্যাট বেশি থাকে।

এই অসম্পৃক্ত ফ্যাটের উৎস উদ্ভিজ্জ তেল, মাছ এবং মাছের তেল।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে প্রাণিজ ফ্যাটের চেয়ে উদ্ভিজ্জ ফ্যাট খাওয়া বেশি ভালো বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিদ অধ্যাপক আরেফিন বলেন, "অসম্পৃক্ত ফ্যাট মোটামুটি খাওয়া যায়। কোনো সমস্যা নাই, বাকিটা আমরা পূরণ করতে পারি। এই অসম্পৃক্ত ফ্যাট আবার দুই ভাগে বিভক্ত।"

এই দুটি ফ্যাট হলো : মনো-আনস্যাচুরেটেড এবং পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট।

"এই দুইটির মধ্যে আবার মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি ভালো। এটা আমরা অলিভ অয়েল, কাঠবাদাম বা চিনাবাদাম থেকে পেয়ে থাকি, উৎকৃষ্ট উৎস। এটি রক্তে ভালো কোলেস্টেরল বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটা খুবই হার্ট ফ্রেন্ডলি মানে কার্ডিয়াক ফ্রেন্ডলি বা হেলথ ফ্রেন্ডলি" বলেন অধ্যাপক আরেফিন।

এছাড়াও এই পুষ্টিবিদ জানান, "পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বা চর্বির উৎস পাওয়া যায়। যেমন: সূর্যমুখী তেল, সামুদ্রিক মাছ থেকে পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বা ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। এটা রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এটাও ভালো স্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট সবচেয়ে বেশি ভালো।"

প্রাণিজ নাকি উদ্ভিজ্জ, কোন ফ্যাট বেশি উপকারী?

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাণিজ ফ্যাট বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেমন: মাখন বা ঘিয়ের বদলে উদ্ভিজ্জ ফ্যাট বা আন-স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেমন: অলিভ অয়েল, সূর্যমুখী তেল ব্যবহারে স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

এ কারণে প্যাকেটজাত খাবার কেনার সময় সম্পৃক্ত ফ্যাটের পরিমাণ দেখে কেনার পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত একটি গবেষণা পরিচালিত হয়।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ-এএআরপি ডায়েট অ্যান্ড হেলথ স্টাডির আওতায় কয়েক লাখ নারী ও পুরুষের ওপর এই গবেষণা পরিচালিত হয়।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত গবেষণার তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এই গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, "উদ্ভিজ্জ ফ্যাট, বিশেষ করে শস্য এবং ভোজ্য তেল থেকে পাওয়া ফ্যাট বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে সামগ্রিক মৃত্যু ঝুঁকি এবং হৃদরোগজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি কিছুটা কমে।"

"অন্যদিকে, প্রাণিজ ফ্যাট যেমন: দুগ্ধজাত খাবার এবং ডিম থেকে পাওয়া চর্বি, বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে সামগ্রিক এবং হৃদরোগজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়" বলছে যুক্তরাষ্ট্রের এই গবেষণার ফলাফল।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায়ও একই ফলাফলের কথা বলা হয়েছে। হার্ভার্ড টি.এইচ.চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথ এর গবেষকরা ৯০ হাজারের বেশি মানুষের ২২ বছরের খাদ্যাভ্যাস পর্যালোচনা করেছেন।

এই গবেষণার ফলাফল বলছে, উদ্ভিজ্জ ফ্যাট বেশি গ্রহণে যে কোনো কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি ১৬ শতাংশ কমে যায়।

অন্যদিকে, প্রাণিজ ফ্যাট বেশি গ্রহণ করলে মৃত্যুর ঝুঁকি ২১ শতাংশ বেড়ে যায় বলে ওই গবেষণায় পাওয়া গেছে।

মায়ের বুকের দুধের উপকারিতা

প্রজ্ঞা ডেস্ক : মায়ের বুকের দুধই জীবনের ভিত্তি। শিশুর জীবনের শুভসূচনা মায়ের দুধের মাধ্যমে। মায়ের দুধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম খাবার এবং শালদুধ শিশুর জীবনের প্রথম টিকা। জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকে দিলে শিশু মায়ের দুধে তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয় এবং মায়ের দুধ তৈরি হতে সাহায্য করে। শিশুর জন্য, মায়ের নিজের জন্য, পরিবার ও সমাজের জন্য মায়ের দুধের উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না।

১. শিশুর জন্য উপকারিতা

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান মায়ের দুধেই আছে।

খাবার সহজে হজম হয় এবং অ্যালার্জি হয় না।

মায়ের দুধে অ্যান্টিবডি থাকে, যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ থেকে শিশুকে রক্ষা করে।

মায়ের দুধ খেলে শিশুর বুদ্ধি বাড়ে, কৌটার দুধ খাওয়া শিশুদের তুলনায় তাদের বুদ্ধি ৯ গুণ বেশি থাকে।

মায়ের সঙ্গে আত্মার বন্ধন তৈরি হয়।

শিশু ভালো মানুষ হয়ে বড় হয়, মায়ের মমতা ও ভালোবাসা পেয়ে বড় হওয়া শিশু সব মানুষকে ভালোবাসতে শেখে।

২. মায়ের জন্য উপকারিতা

মায়ের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়

মায়ের দুধ প্রাকৃতিক, যেকোনো অবস্থায়, যেকোনো সময় মা খাওয়াতে পারেন। কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে না।

শিশুর জন্মের পর মায়ের রক্তক্ষরণ কম হয়।

শুধু বুকের দুধ খাওয়ালে প্রাকৃতিকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজ করে।

মায়ের জরায়ু ও স্তন ক্যানসার রোধ করে।

মায়ের দুধ সত্যিকার অর্থেই শিশুর জীবনের ভিত্তি, শুভসূচনা। আমাদের শিশুদের সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আসুন আমরা সবাই যে যেখানে আছি, মাকে সাহায্য করি এবং পরিবারের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করি যেন তারা শিশুকে সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়াতে মাকে সহযোগিতা করেন।

দ্য ওয়ালকে শেখ হাসিনা : "কখন, কীভাবে দেশে ফিরব, সেই সিদ্ধান্ত একান্তই আমার"

দেশে ফেরার ঘোষণা ঘিরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক আলোচনা তুঙ্গে

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : দ্য ওয়ালে সাক্ষাৎকার; ভারতের পরামর্শে নয়, দেশে ফেরা নিয়ে হাসিনা বললেন, 'কখন, কীভাবে ফিরব সেই সিদ্ধান্ত একান্তই আমার ।

তিনি দ্রুতই দেশে ফিরে যাবেন বলে ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina, former Prime Minister of Bangladesh and President Bangladesh Awami League) । গত ১৭ মে আওয়ামী লিগের এক ভার্চুয়াল সভায় দলনেত্রী হাসিনা নাম না করে তারেক রহমানের সরকারের উদ্দেশে বলেন, 'আমার জন্য জেলখানা, ফাঁসির মঞ্চ রেডি করুন। আমার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিন। আমাকে নিয়ে যেতে বিমান পাঠান।' (Prepare a prison and gallows for me. Return my passport. Send a plane to take me away, says Sheikh Hasina)

প্রসঙ্গত, ২০২৪-এর ৫ অগস্ট বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর (Bangladesh Air Force) একটি বিমান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সুরক্ষা-সহ দিল্লির হিন্ডন বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। গত ১৭ মে দলের সভায় হাসিনা দাবি করেছেন, তাঁকে ভারতে পাঠানোর কথা প্রথমে জানানো হয়নি। পরে নিরাপত্তা আধিকারিকেরা তাঁকে বলেন, দেশে থাকলে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে বলেই দিল্লিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

১৯৮১-র ১৭ মে। শেখ হাসিনাকে বহনকারী বিমানটি ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করলে স্বাগত জানাতে মানুষ বিমানের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল।

১৭ মে তারিখটি শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লিগের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। ৪৫ বছর আগে ওই দিনে ভারত থেকে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন ৩৩ বছর বয়সি হাসিনা। দিল্লিতে সাড়ে ছয় বছর ভারত সরকারের রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা হাসিনাকে দেশে ফেরার আগেই তাঁর দল আওয়ামী লিগের সভাপতি ঘোষণা করেছিল। ৪৫ বছর পর আরও এক রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে সেই ভারতে অবস্থানরত শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা ইদুল আজহার উৎসবের আবহেও আলোচনার ঢেউ তুলেছে বাংলাদেশে। আওয়ামী লিগের নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা নেত্রীর ঘোষণায় উজ্জীবিত। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে চলছে সভা, পথসভা, মিছিল। সমাজমাধ্যমে ঢেউ উঠেছে শুভেচ্ছা বার্তার। বিরূপ মন্তব্য ধেয়ে আসছে সরকার ও আওয়ামী লিগ বিরোধ শিবির থেকে। পাশাপাশি জল্পনা শুরু হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত তিনি কি ভারত সরকারের পরামর্শে নিলেন? বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একাংশ এমনও দাবি করছে, ভারত সরকার আওয়ামী লিগ নেত্রীকে তৃতীয় কোনও দেশে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। যদিও ভারত সরকারের কোনও মহল থেকেই এমন খবরের সত্যতা মেলেনি।

দ্য ওয়াল-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লিগের সভাপতিকে প্রশ্ন করা হয়েছিলড় আপনি সম্প্রতি বলেছেন মাথা উঁচু করে দ্রুত দেশে ফিরে যাবেন। আপনার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা বিচারাধীন এবং একটি মামলায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনার মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার যখন আপনাকে ফেরাতে বাংলাদেশ সরকারের আর্জি উপেক্ষা করছে তখন আপনার পক্ষে কীভাবে দেশে ফেরা সম্ভব?

জবাবে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'প্রথমেই একটা কথা পরিষ্কার করা দরকার, যে ট্রাইব্যুনালে বিচারের নামে নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে সেটি আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠন করা হয়েছিলো। ইউনুসের অবৈধ অন্তর্বর্তী সরকার বেআইনিভাবে চারবার অধ্যাদেশ জারি করে এই আইনে ৩৭টি পরিবর্তন এনে ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই ট্রাইব্যুনালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধীদের বিচারক ও প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।'

দেশে ফিরলেও ধানমন্ডি ৩২-এর পৈতৃক বাড়িতে প্রবেশাধিকার পাননি হাসিনা। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ বঙ্গবন্ধু কন্যার।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়েছে সেটি কোনও বিচার নয়, এটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশোধ মাত্র।' প্রসঙ্গত, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মেনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের এই ট্রাইব্যুনালে বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন শেখ হাসিনা। অভিযুক্তদের ৭০ জনের মৃত্যুদণ্ড, ২৫ জনের যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা হয়। সেই ট্রাইব্যুনালেই এখন বিচার চলছে শেখ হাসিনা-সহ আওয়ামী লিগ নেতাদের। সেই ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, 'এই ক্যাঙ্গারু ট্রায়ালে ন্যায় বিচারের কোনও মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়নি। আমাকে আইনিভাবে মামলা মোকাবিলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। সাজানো সাক্ষ্য ও প্রমাণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে বিচারের নামে প্রহসন করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে আমাকে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লিগকে রাজনৈতিক ময়দান থেকে দূরে রাখার জন্য। এই ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যেই দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার।'

শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'আমার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭১ সালের পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি রেখে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সেলের পাশে কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তিনি মাথা নত করেননি। আমি তাঁরই কন্যা। আমার রক্তেও সেই শিক্ষা আছে। আমি ইতিপূর্বে দু'বার মামলা, মৃত্যুর হুমকি, রাষ্ট্রযন্ত্রের জেল-জুলুম নির্যাতনের হুলিয়া মাথায় নিয়ে দেশে ফিরেছি। আমাকে ১৯ বার হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনও কিছু আমাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। আমি মৃত্যুকে পরোয়া করি না। মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে আমাকে থামানো যায় না।'

তাঁর দেশে ফেরা নিয়ে ভারত সরকারের অবস্থান বা ভূমিকা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনার স্পষ্ট জবাব, 'ভারত একটি গণতান্ত্রিক ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। তারা তাদের নিজস্ব নিয়ম এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সিদ্ধান্ত একান্তই তাদের, এই বিষয়ে আমার বক্তব্য প্রদান সমীচীন হবে না। তবে আমি বলতে পারি আমি কখন, কীভাবে দেশে ফিরব সেই সিদ্ধান্ত একান্তই আমার। আমার শক্তি বাংলাদেশের জনগণ এবং তাঁদের ভালোবাসা। জনগণের শক্তিতে বলীয়ান হয়েই আমি ফিরব। কোন অবৈধ রায় কিংবা কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আমাকে রুখতে পারবে না। বাংলাদেশের মানুষের জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে আমি প্রস্তুত।' '(India is a democratic and sovereign state. They make decisions in accordance with their own laws and international norms. Their decisions are entirely their own; it would not be appropriate for me to offer any comments on this matter. However, I can state that the decision regarding when and how I return to my country is entirely mine. My strength lies in the people of Bangladesh and their love. Empowered by the strength of the people, I shall return. No unlawful verdict nor any political conspiracy can stop me. I am prepared to make any sacrifice for the people of Bangladesh.)'

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন আর প্রাণনাশের চেষ্টা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৮১-র পর ২০০৭ সালেও তিনি বাংলাদেশের তৎকালীন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফতোয়া উপেক্ষা করে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। তখনকার সরকার তাঁর প্রত্যাবর্তন আটকাতে এমনকী বিমান সংস্থাগুলিকে পর্যন্ত হুলিয়া জারি করে বলেছিল শেখ হাসিনাকে যেন বিমানে উঠতে না দেওয়া হয়। সেবার আমেরিকা প্রবাসী ছেলের বাড়ি থেকে দেশে ফেরছিলেন তিনি। বাংলাদেশে ডিপস্টেটের অংশ হিসাবে সেনাবাহিনী, শীর্ষ আমলা এবং কতিপয় প্রভাবশালী সংবাদপত্রের মালিক-সম্পাদকদের পরিকল্পনা মতো বহুচর্চিত 'মাইনাস-টু ফরমুলা' কার্যকরের চেষ্টা হয়েছিল আওয়ামী লিগ নেত্রীর দেশে ফেরা আটকে দিতে। সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি উপেক্ষা করে দেশে ফেরার পর কারাগারে যেতে হয়েছিল হাসিনাকে। সেবারের প্রত্যাবর্তন হয়েছিল, ২০০৭-এর ৭ মে। বিমান বন্দরে নেমে হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমাকে আসতে বাধা দিয়ে যে ভুল করেছে, আবার যদি এই রকম কিছু করতে যায় তবে আর একটা ভুলের মধ্যে পড়বে। এইটুকু বলতে পারি।'

তাঁর দল সেই প্রত্যাবর্তনকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার বলে বর্ণনা করে থাকে। এরপর আওয়ামী লিগের জন্য ছিল লম্বা সুদিন। পরের বছর অর্থাৎ ২০০৮-এর শেষ লগ্নে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফের ক্ষমতায় ফেরে আওয়ামী লিগ। সেই থেকে ২০২৪-এর অগস্ট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হাসিনা। এই প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে আওয়ামী লীগ নেত্রীকে 'দ্য ওয়াল'-এর প্রশ্ন ছিল, আপনার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে প্রাণনাশের চেষ্টা এবং প্রত্যাবর্তন– দুটি শব্দই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। আপনার আগের দুটি প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে আগামী প্রত্যাবর্তনের মৌলিক ফারাক কী হবে?

২০০৭-এর ৭ মে। ঢাকা বিমানবন্দর। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফতোয়া অগ্রাহ্য করে দেশে ফিরে আসেন শেখ হাসিনা।

হাসিনা এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'আমাকে ১৯ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আমার নেতাকর্মীদের আত্মত্যাগ এবং জনগণের ভালোবাসা আমাকে বারবার শত্রুর বুলেট, গ্রেনেড ও বোমা হামলা থেকে রক্ষা করেছে। ৫ অগস্টেও আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল। আমিই ছিলাম মূল টার্গেট। কেননা আমাকে হত্যা করতে পারলে দেশবিরোধী চক্র তাদের সকল ষড়যন্ত্র সহজে বাস্তবায়ন করতে পারতো। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা যেহেতু বাঁচিয়ে রেখেছেন, আমি আবারও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দেশকে সংকট থেকে উদ্ধার করব ও গণতন্ত্র পুনুরুদ্ধার করব।'

তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে হাসিনা বলেন, '১৯৮১ সালে সামরিক শাসকের (ক্ষমতায় তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পিতা তথা বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সেনা শাসক জিয়াউর রহমান) রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আমি প্রথমবার ফিরে এসেছিলাম। তখন আমি ছিলাম পরিবার পরিজনহারা এক নারী। কিন্তু আমাকে বরণ করে নিতে এসেছিল লক্ষ লক্ষ জনতা। আমাকে তারা তাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। সে প্রত্যাবর্তন ছিল পিতার স্বপ্নপূরণের শপথ নেওয়া এক কন্যার প্রত্যাবর্তন। ২০০৭ সালে আমি ফিরে এসেছিলাম জরুরি অবস্থার সময়, সেনা সমর্থিত সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে। সেটিও ছিল সংগ্রামের প্রত্যাবর্তন।' হাসিনার সেই প্রত্যাবর্তনের দিনটিতে ঢাকা শহর ও বিমানবন্দরে জনসমুদ্রের বর্ণনা আছে তাঁর স্বামী ওয়াজেদ মিয়ার লেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ শীর্ষক বইয়ে। শেরে বাংলা নগরের সংবর্ধনা সভায় হাসিনা বলেছিলেন, 'সব হারিয়ে আমি আপনাদের মাঝে এসেছি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে তার আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আমি জীবন উৎসর্গ করতে চাই।'

সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বিশদে জানিয়েছেন তাঁর আসন্ন তৃতীয় প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, 'এবারের প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবারের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, চ্যালেঞ্জ ভিন্ন, দায়িত্বও ভিন্ন। ১৯৮১ সালে আমি ফিরেছিলাম একটি দলকে পুনর্গঠন করতে। ২০০৭ সালে ফিরেছিলাম গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে। এবার আমাকে ফিরতে হবে একটি দেশকে পুনর্গঠনের জন্য। কেননা অবৈধ অন্তর্বর্তী সরকার এবং সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত বিএনপি সরকার দেশের প্রতিটা সেক্টর ধ্বংস করেছে। প্রতি মূহুর্তে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুলণ্ঠিত করছে, দেশের আবহমান সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, জাতিকে বিভক্ত করছে।'

আমি বাংলাদেশকে যে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলাম, দলমত নির্বিশেষে সকলের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটিয়েছিলাম, বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি সম্মাজনক অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলাম, ৫ অগস্ট পরবর্তী সময়ে সেটি ধ্বংস করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে আছে। দেশকে কূটনৈতিক ভাবে একঘরে করে ফেলা হচ্ছে। দেশকে রক্ষা করার জন্যই আমাকে ফিরতে হবে।

তিনি বলেন, 'এবারের আগের দুটি প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে এবারের প্রত্যাবর্তনের আরও এক ফারাক আছে। তাঁর কথায়, '১৯৮১ সালে আমি ফিরেছিলাম একজন শোকার্ত মেয়ে হিসেবে। কিন্তু এবার ফিরব একজন অভিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। আমি জানি দেশের মানুষ কী চায়, আমি জানি কীভাবে তাদের সেই চাওয়া পূরণ করতে হয়। আমি জানি কীভাবে সীমিত সামর্থ নিয়েও একে পর এক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে দেশকে জঙ্গি ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে হয়, কীভাবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে হয়। অতএব দেশ পূনর্গঠনের লক্ষ্যে আমার এবারের প্রত্যাবর্তন পরবর্তী যাত্রা কঠিন হলেও জনগনকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেটা বাস্তবায়ন করতে পারব। দেশের জনগণও সেটি বিশ্বাস করে।'

তথ্য সুত্রঃ হাকিকুল ইসলাম খোকন, দ্যা ওয়াল ।

'জয় বাংলা' কি অপরাধ?
রাষ্ট্রযন্ত্র, গণতন্ত্র ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

প্রাইমা হোসেন

'জয় বাংলা'– এটি শুধু একটি স্লোগান নয়; এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং একটি জাতির আত্মপরিচয়ের অংশ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই রণধ্বনি বুকে ধারণ করেই লাখো মানুষ স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক স্লোগান আজ যদি বিতর্ক, ভীতি কিংবা শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে– আমরা কোন পথে এগোচ্ছি?

সাম্প্রতিক সময়ে 'জয় বাংলা' স্লোগানকে কেন্দ্র করে কিছু গ্রেপ্তার ও আইনগত পদক্ষেপের ঘটনা জনমনে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে নাবালক শিশুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অভিযোগ সমাজের বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। শিশু অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের প্রশ্নে এ ধরনের ঘটনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি হলো ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার। রাজনৈতিক মতাদর্শ, স্লোগান কিংবা বিশ্বাসের কারণে কোনো নাগরিককে হয়রানির শিকার হতে হলে তা গণতন্ত্রের জন্য শুভ সংকেত নয়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা, মতপ্রকাশের সুযোগ সংরক্ষণ করা এবং আইনকে সমানভাবে প্রয়োগ করা।

বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করা হয়। কারণ রাষ্ট্র কোনো রাজনৈতিক দলের নয়; রাষ্ট্র সকল নাগরিকের। যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবিলার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে, তখন জনগণের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে।

আইনের শাসনের অন্যতম শর্ত হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। একজন নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা আদালতের মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে বিচার হওয়া উচিত। বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়া, জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনরায় গ্রেপ্তার কিংবা বিচারিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়। বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা রক্ষা করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। একইভাবে মানবাধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ– এগুলো একটি সুস্থ গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান। যদি নাগরিকেরা মনে করেন যে তাঁদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করা হচ্ছে বা মতপ্রকাশের ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে, তবে তা সমাজে অস্থিরতা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

'জয় বাংলা' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই স্লোগানকে অনেকে জাতীয় চেতনার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই এ বিষয়ে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উচিত সংবেদনশীলতা, ঐতিহাসিক সচেতনতা এবং আইনের সুষম প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

ইতিহাসের একটি শিক্ষা অত্যন্ত স্পষ্ট– দমন-পীড়ন করে কোনো আদর্শ, মতবাদ কিংবা জনমতকে স্থায়ীভাবে থামিয়ে রাখা যায় না। বরং সংলাপ, সহনশীলতা, ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক চর্চাই দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলতা ও সামাজিক শান্তি নিশ্চিত করতে পারে।

বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা একটি মানবিক, গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা; যেখানে আইনের শাসন থাকবে, মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকবে, গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে এবং প্রতিটি নাগরিক তার মতপ্রকাশের অধিকার ভোগ করবে।

একটি জাতির শক্তি তার সহনশীলতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে নিহিত। তাই আজ প্রয়োজন বিভাজন নয়, প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য; প্রতিহিংসা নয়, প্রয়োজন ন্যায়বিচার; দমন নয়, প্রয়োজন গণতান্ত্রিক সহাবস্থান।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাক গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের পথে– এই প্রত্যাশাই আজ কোটি মানুষের।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রাইমা হোসেন
বিশিষ্ট সমাজসেবিকা, সংগঠক ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কর্মী।

বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক চিরস্থায়ী

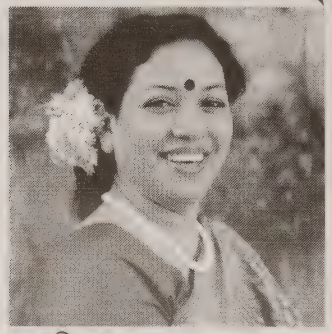
কাবেরী দাশ

বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি অধ্যায়ে নারীর অবদান এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত। যুগে যুগে এই বাংলার নারী শুধু সংসারের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, লোকজ ঐতিহ্য, কৃষি, শিল্পকলা এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাই বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক কেবল গভীর নয়, এটি চিরস্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য।

গ্রামবাংলার আঙিনায় শিশুর প্রথম ঘুমপাড়ানি গান, পিঠা-পুলির ঐতিহ্য, নকশিকাঁথার সেলাই, আলপনার রঙ, বৈশাখের আয়োজন কিংবা বিয়ের গীতভ়বকিছুর পেছনেই রয়েছে নারীর সৃজনশীল স্পর্শ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংস্কৃতির যে উত্তরাধিকার বহমান, তার প্রধান বাহকও এই নারীরাই। মায়ের কণ্ঠে শেখা ছড়া, দাদির মুখে শোনা রূপকথা কিংবা পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুমনে যে সাংস্কৃতিক বীজ রোপিত হয়, তার ভিত্তি গড়ে দেন একজন নারী।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও নারীর অবদান অনস্বীকার্য। বেগম রোকেয়া থেকে সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম থেকে শুরু করে অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তাঁদের মেধা ও সৃজনশীলতায় জাতির মননকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, সংস্কৃতি কেবল বিনোদনের বিষয় নয়; এটি সমাজ পরিবর্তন, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।

আজকের বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিও নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, ভোগবাদী মনোভাব এবং সামাজিক পরিবর্তনের কারণে অনেক ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই বাস্তবতায় নারীর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরিবারে সন্তানদের মাতৃভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁরাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিকড়ের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে পারেন।

প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজেও নারীরা বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহক। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, রবীন্দ্র-নজরুল চর্চা, নৃত্য, আবৃত্তি, সংগীত শিক্ষা এবং জাতীয় দিবস উদযাপনের মাধ্যমে তাঁরা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৌঁছে দিচ্ছেন। তাদের এই নিরলস প্রচেষ্টা প্রমাণ করে, ভৌগোলিক দূরত্ব সংস্কৃতির বন্ধনকে দুর্বল করতে পারে না।

নারীর ক্ষমতায়ন মানেই কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়; এটি সাংস্কৃতিক নেতৃত্বেরও প্রশ্ন।

একজন সচেতন নারী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে মানবিক, সহনশীল এবং মূল্যবোধসম্পন্ন করে তুলতে পারেন। তাই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে নারীর সৃজনশীলতা, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকে আরও বেশি সম্মান ও উৎসাহ দিতে হবে।

বাংলার সংস্কৃতি নদীর মতো বহমান। সেই প্রবাহের অন্যতম প্রাণশক্তি বাংলার নারী। তাঁর মমতা, সৃজনশীলতা, সংগ্রাম ও প্রজ্ঞা মিলিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন হিসেবে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক তাই সত্যিই চিরস্থায়ীড়এ সম্পর্ক ইতিহাসের, আত্মার এবং জাতিসত্তার।

কাবেরী দাশ : সংগীত শিক্ষক ও প্রেসিডেন্ট, সংগীত পরিষদ নিউইয়র্ক ।

নারী : পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী নীরব কবিতা

সুলেখা পাল

[illegible] নারী শুধু [illegible] একটি অনন্ত [illegible] নাম। তিনি কখনো মা, কখনো বোন, কখনো প্রিয়তমা, কখনো সহযোদ্ধা। কিন্তু প্রতিটি পরিচয়ের আড়ালে তিনি মূলত এক অবিনাশী সাহসের প্রতীক– যিনি নীরবে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখেন।

একজন নারী যখন মা হন, তখন তিনি নিজের ঘুম, স্বপ্ন, আরাম সবকিছু বিসর্জন দিয়ে একটি নতুন জীবনের ভবিষ্যৎ গড়েন। একজন নারী যখন সংসার সামলান, তখন তিনি অদৃশ্য এক স্থপতির মতো ভালোবাসা, ধৈর্য আর ত্যাগ দিয়ে একটি পরিবারকে ধরে রাখেন। আবার একজন নারী যখন কর্মক্ষেত্রে দাঁড়ান, তখন তাকে প্রমাণ করতে হয়ড়তিনি দুর্বল নন, তিনি সক্ষম। এই সমাজ নারীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে জানে, কিন্তু তার সংগ্রামের গল্প খুব কমই শুনতে চায়। অথচ প্রতিটি নারীর জীবনে অজস্র না-বলা যুদ্ধ লুকিয়ে থাকে। কখনো পরিবারে, কখনো সমাজে, কখনো কর্মস্থলে– তাকে প্রতিনিয়[illegible] এবং অস্তিত্বের জন্য। নারী কাঁদেন, [illegible] হারিয়ে যান না, বরং প্রতিটি আঘাতের পর আরও শক্ত হয়ে ফিরে আসেন। পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর সহনশীলতার নাম নারী। কারণ তিনি জানেন– ঝড়ের মধ্যেও কীভাবে আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়।

আজকের পৃথিবীতে নারীরা শুধু ঘর নয়, রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবুও কোথাও কোথাও নারী এখনো অবহেলিত, নির্যাতিত, অসমতার শিকার। তাই নারীর জন্য কোন দিবসের ফুল আর শুভেচ্ছা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সম্মান, নিরাপত্তা, সমঅধিকার এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

একটি সমাজ তখনই সত্যিকারের সভ্য হয়, যখন সেখানে নারীরা ভয় নয়, সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারেন। কারণ নারীকে পিছিয়ে রেখে কোনো জাতি কখনো সামনে এগোতে পারে না।

নারী কোনো দুর্বলতার নাম নয়। নারী মানে সৃষ্টি, মমতা, সাহস, আত্মত্যাগ এবং অনন্ত প্রেরণা। পৃথিবীর প্রতিটি সফলতার পেছনে কোথাও না কোথাও একজন নারীর নীরব অবদান জড়িয়ে আছে।

তাই নারীকে ভালোবাসা মানে শুধু একজন মানুষকে ভালোবাসা নয়– ভালোবাসা মানবতা, ভবিষ্যৎ এবং জীবনের সৌন্দর্যকে ভালোবাসা।

সুলেখা পাল, সাধারণ সম্পাদক, মহিলা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র ।

প্রস্তাবিত বাজেট ধনীদের আরও ধনী, গরিবদের আরও গরিব করবে : এম এ আলীম সরকার

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কার্যকর কোনো দিকনির্দেশনা নেই বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি (বিজিপি)-এর সভাপতি এম এ আলীম সরকার। তিনি দাবি করেন, এই বাজেটে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি এবং এটি মূলত ধনীকেন্দ্রিক একটি বাজেট।

রোববার (১৫ জুন) গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এম এ আলীম সরকার বলেন, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সংকটের মধ্যে দেশের কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষের প্রত্যাশা ছিল একটি জনকল্যাণমুখী ও গণমুখী বাজেট। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপের প্রতিফলন দেখা যায়নি।

তিনি বলেন, কৃষি খাতকে টেকসই করতে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং শ্রমজীবী মানুষের আয় ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারে আরও সুস্পষ্ট ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের ওপর করের চাপ এবং মূল্যস্ফীতির প্রভাব কমাতে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়ারও দাবি জানান তিনি।

এম এ আলীম সরকার আরও বলেন, "এ বাজেট ধনীক শ্রেণীর বাজেট। এর ফলে ধনীরা আরও ধনী হবে, আর গরিবরা আরও গরিব হয়ে পড়বে। সমাজে শ্রেণীবৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাবে।"

তিনি মনে করেন, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং আয়-বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে একটি টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলাই হওয়া উচিত ছিল জাতীয় বাজেটের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে সে ধরনের জনমুখী অগ্রাধিকার পর্যাপ্তভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

বিজিপি সভাপতি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাজেট পুনর্বিবেচনা করা উচিত। একই সঙ্গে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যহীন ও জনকল্যাণভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি জানান তিনি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি (বিজিপি)-এর সাধারণ সম্পাদক লেখক অমূল্য কুমার বৈদ্য।

ফিরবে না হরমুজ প্রণালি

◄ শেষের পাতার পর

সিন্ডিকেটের (আইএমএমএস) এই মহাসচিব আলজাজিরাকে বলেন, 'শতক ধরে এই প্রণালি বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। কিন্তু এই যুদ্ধ আগের সেই শৃঙ্খলা ও কাঠামো ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। এখন আমাদের একটি নতুন শৃঙ্খলা এবং এর উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোর আরো কার্যকর ভূমিকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

রেজায়েই জানান, বৈশ্বিক শিপিং বা নৌ-পরিবহন শিল্প মনে করে, এই প্রণালি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা একটি 'দীর্ঘ এবং অনিশ্চিত প্রক্রিয়া' হতে পারে। তার মতে, এই পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া 'টেকসই শান্তি, দৃশ্যমান হুমকি হ্রাস এবং কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ছাড়া বেশ কয়েকবার জাহাজ চলাচল সম্পন্ন হওয়ার' মতো যৌথ সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।

পুনরুদ্ধারের সুনির্দিষ্ট সময়সীমার বিষয়ে রেজায়েই উল্লেখ করেন, জাহাজের বিশাল জটলা এবং ক্রু বা নাবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কারণে এতে 'কয়েক মাস না হলেও, কয়েক সপ্তাহ' সময় লেগে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আইটিএফ।

তিনি আরো বলেন, 'এছাড়া, পারস্য উপসাগরের উভয় তীরের বন্দর ও পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য ও তেল কর্তৃপক্ষের বেশ কয়েকটি প্রধান স্থাপনা এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন।'

বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণের প্রার্থনায় নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস পূজা কমিটি ইনক-এর বর্ণাঢ্য বার্ষিক কীর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : গত ৩১ মে ২০২৬ রবিবার নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস বুরোর পাকচেষ্টারে নিউইয়র্কে ব্রঙ্কস পূজা কমিটি ইনক-এর আয়োজনে সকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে ৪র্থ প্রহর বর্ণাঢ্য বার্ষিক নাম সংকীর্তন মহাৎসব শুরু হওয়া রাত ১১টায় সফলভাবে সমাপ্ত হয় ।

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, ভক্তিময় পরিবেশ এবং বিশ্ব শান্তি, মানবকল্যাণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ব্রঙ্কস পূজা কমিটি ইনক উদ্যোগে আয়োজিত এই মহাযজ্ঞে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মন্দির, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে আগত জনপ্রিয় কীর্তনীয়া দলগুলো সারাদিনব্যাপী ভগবানের নামগুণ কীর্তন পরিবেশন করেন। "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" মহামন্ত্রের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন আত্মশুদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি ও ঈশ্বরচিন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সেই চেতনাকে ধারণ করেই বিশ্বব্যাপী শান্তি, সম্প্রীতি, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সকল জীবের মঙ্গল কামনায় এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শতশত সনাতনী ভক্ত, নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ভক্তরা নামসংকীর্তন শ্রবণ, পূজা-অর্চনা, আরতি, গীতা পাঠ এবং ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নিয়ে এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহের সৃষ্টি করেন। কীর্তনের প্রতিটি পর্বে ভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

ব্রঙ্কস পূজা কমিটি ইনক এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ভক্তরাই মন্দিরের প্রাণ। নানা সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আমরা মন্দিরের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। আমরা বিশ্বাস করি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। বিশ্ব শান্তি, মানবকল্যাণ এবং সনাতনী ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যেই প্রতিবছর আমরা এই বার্ষিক হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞের আয়োজন করে থাকি।

তারা আরও বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে সনাতন ধর্মের আদর্শ, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বার্ষিক নাম সংকীর্তন মহাৎসবে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড হিন্দুস অফ ইউএসএ এর চেয়ারম্যান প্রভাত দাস , মেম্বার সেক্রেটারি সুশীল সিনহা, সহ-সভাপতি নিতাই দেবনাথ, ঘণঝ ষরপবহংবফ জবধষঃড়ৎ মনোজ সরকার, জবধষঃড়ৎ সন্তোষ দে , বিপ্লব ভৌমিক, কবি বনানী সিনহা, জবধষঃড়ৎ প্রদীপ কুণ্ডু, গনেশ চন্দ্র ভৌমিক, প্রজ্ঞা নিউজের সম্পাদক ও প্রকাশক উত্তম কুমার সাহা সহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন মন্দির ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট সনাতনী ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। ভক্তরা মহাপ্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পূর্ণতা লাভ করেন এবং আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অংশগ্রহণকারী ভক্তবৃন্দ বলেন, প্রবাসের ব্যস্ত জীবনযাত্রার মাঝে এ ধরনের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আয়োজন তাদের মানসিক প্রশান্তি, আত্মিক শক্তি এবং সামাজিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। পাশাপাশি সনাতনী সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য ও ধর্মীয় চেতনা বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিশ্ব শান্তি, মানবকল্যাণ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে মহামায়া মন্দিরের এই বার্ষিক হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞ প্রবাসী সনাতনী সমাজের এক মহামিলনমেলায় পরিণত হয়, যা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে গভীর ভক্তি, অনুপ্রেরণা ও আধ্যাত্মিক আবেশের সৃষ্টি করে।

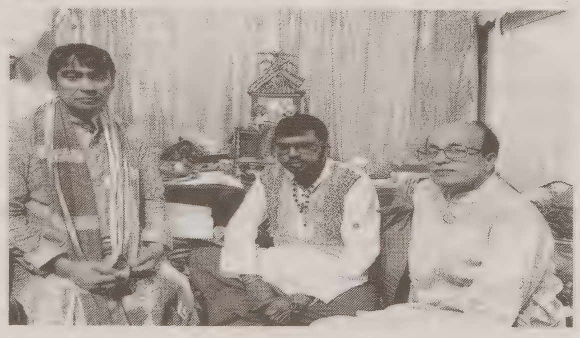

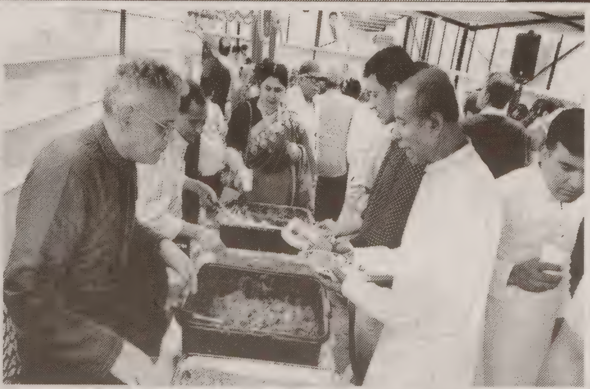

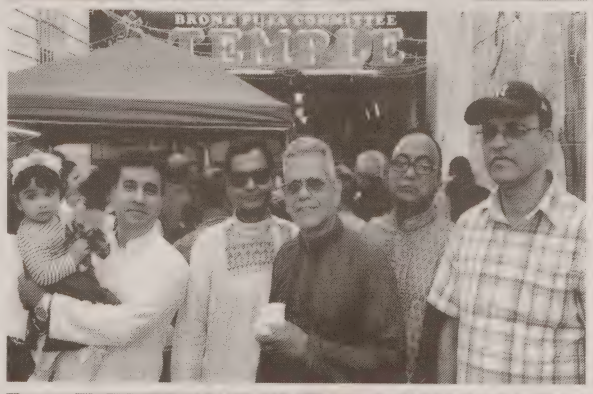

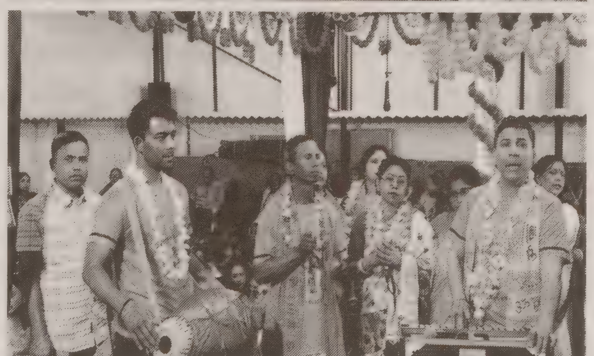

যুক্তরাষ্ট্রের অহংকার ভাঙল যেভাবে

শেষের পাতার পর

বা বন্ধুত্বে ফাটল ধরেছে। মধ্যপ্রাচ্যের চরম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আরব দেশগুলো নিজেদের 'স্থিতিশীলতার প্রতীক' হিসেবে গড়ে তুলেছিল। এটি ছিল তাদের ব্যবসায়িক মডেল বা মূল শক্তি। কিন্তু এ যুদ্ধের কারণে তাদের সেই স্থিতিশীলতার ভাবমূর্তি এতটাই নষ্ট হয়েছে যে তা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বা মেরামত করতে এখন বহু বছর লেগে যাবে।

এসব দেশের কর্মকর্তারা এখন গোপনে জোট পরিবর্তনের কথা বলছেন। তারা সমুদ্রের ওপারের দেশ ইরানের সঙ্গে মানিয়ে চলার পথ খোঁজার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রও তার বিপুল পরিমাণ আধুনিক অস্ত্র ফুরিয়ে ফেলেছে। সেই সঙ্গে তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অন্যদিকে চীন পুরো বিষয় খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছে।

শেষ মুহূর্তে বড় কোনো বাধা না এলে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান হবে। মূলত তেহরানের শক্তি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করেই এ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যুদ্ধের কারণে যাঁদের জীবন লন্ডভন্ড হয়েছে, তাঁরা এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। বিশেষ করে যুদ্ধের সামনের সারিতে থাকা বেসামরিক মানুষেরা বড় বাঁচা বাঁচবেন।

চলমান এ যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে শত শত মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। অসংখ্য ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে। হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেল, গ্যাস ও সার সরবরাহের কাজ ব্যাহত হয়েছে। ফলে বছরের শেষ নাগাদ গরিব দেশগুলোতে খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ অঞ্চলের দেশগুলো চরম ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের হওয়া সমঝোতাকে পূর্ণাঙ্গ 'শান্তিচুক্তি' বলা যাবে না। দুই পৃষ্ঠার এ দলিলে ১৪টি পয়েন্ট রয়েছে। এখনো এর পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ করা হয়নি। তবে এ সমঝোতা স্মারকের আওতায় হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ছে এবং ইরানি বন্দরগুলোতে মার্কিন নৌ অবরোধ উঠে যাচ্ছে।

সবচেয়ে জটিল ও কণ্টকাকীর্ণ বিষয়গুলো আপাতত ভবিষ্যতের আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে। ওই আলোচনার মূল সূচিতে থাকবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ভবিষ্যৎ। এ ছাড়া বিভিন্ন শর্ত মানার বিনিময়ে ইরান ঠিক কতটা নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পাবে, তা-ও পরে নির্ধারণ করা হবে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল, ওয়াশিংটনুতেহরান চুক্তির মধ্য দিয়ে অবশেষে তার ইতি ঘটছে।

একটু পেছনে ফেরা যাক। ২৭ ফেব্রুয়ারি। মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী তখন হামলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুদ্ধবিমানগুলোতে তোলা হচ্ছে গোলাবারুদ। ক্রুদের দেওয়া হচ্ছে শেষ মুহূর্তের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। ক্ষেপণাস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুও ঠিক করে ফেলা হয়েছে তখন।

জেনেভায় তখন ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক চলছিল। বিশ্ববাসী জানত, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণই এ আলোচনার মূল লক্ষ্য। একাধিক সূত্র বলেছে, ইরানি আলোচকেরা তখন আলোচনাটিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই নিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে নিজেদের দাবির পাশাপাশি ছাড় দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

যুদ্ধের আগে উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রবেশদ্বার হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত ছিল। বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস এই পথ দিয়েই সরবরাহ করা হতো। এ ছাড়া আধুনিক জীবনের অপরিহার্য উপকরণ যেমন সার এবং সেমিকন্ডাক্টরের কাঁচামালও এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে আসত।

এ সমঝোতা স্মারক পারমাণবিক আলোচনার পথ আবারও খুলে দিয়েছে। জাহাজগুলো আগের মতোই হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচল করতে পারবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে পরিস্থিতি যেখানে ছিল সবকিছু যেন সেখানেই ফিরে গেল।

যুদ্ধের শুরুতে অতর্কিতে কয়েকটি ধ্বংসাত্মক হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টারা নিহত হন। তদন্তে দেখা গেছে, প্রায় একই সময় দক্ষিণ ইরানের মিনাবে একটি স্কুলে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। এ হামলায় ১৫০ জনের বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ১২০ জন ছিল স্কুলশিক্ষার্থী। তাদের বেশির ভাগের বয়স ১২ বছরের নিচে।

যুদ্ধ শুরুর ঘোষণা দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ভিডিও বার্তায় ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন এ যুদ্ধ হবে সংক্ষিপ্ত এবং তাঁরা সহজেই জয়ী হবেন। তবে তাঁদের সেই হিসাব-নিকাশ পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

এ দুই নেতা তেহরানে সরকারের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবে সরকারের পতন তো হয়ইনি, উল্টো তারা আরও শক্তিশালী হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল চেয়েছিল ইরানে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাতে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তেহরানের টিকে যাওয়া শাসকেরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সাহসী হয়ে উঠেছেন।

আয়াতুল্লাহ খামেনি নিহত হওয়ার পর তাঁর ছেলে মোজতবা খামেনি দ্রুত দেশের দায়িত্ব নেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ইসলামি রেভোল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) একঝাঁক তরুণ কমান্ডার। তাঁরা আগের নেতাদের মতোই কট্টর আদর্শবাদী, তবে লড়াইয়ের ময়দানে অনেক বেশি বেপরোয়া। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় তাঁরা যেকোনো বড় ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আগ্রাসনের জবাবে ইরান পরিকল্পিতভাবে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। একই সঙ্গে তেহরান প্রতিবেশী আরব দেশগুলোসহ মার্কিন ঘাঁটি ও ইসরায়েলে হামলা চালায়।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিটার হেগসেথ দাবি করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় ইরানের সামরিক শক্তি পঙ্গু হয়ে গেছে। তবে তাঁর সেই যুদ্ধংদেহী দাবি অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই যুদ্ধে ইসরায়েল ছিল যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ অংশীদার। কিন্তু সমঝোতা স্মারক নিয়ে আলোচনার সময় তাদের দূরে রাখা হয়। ফলে এ চুক্তিকে এখন চরম হতাশার সঙ্গে দেখছে ইসরায়েল।

২৮ ফেব্রুয়ারি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, তিনি সারা জীবন এ সুযোগের (ইরান যুদ্ধ) জন্যই অপেক্ষা করেছেন। তিনি ইরানের বর্তমান সরকারকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তবে এখন উল্টো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দেশের নিরাপত্তাঝুঁকির মুখে ফেলার অভিযোগে এখন নিজ দেশের রাজনৈতিক বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েছেন তিনি।

আগামী অক্টোবর মাসের শেষে ইসরায়েলে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। নির্বাচনের আগপর্যন্ত নেতানিয়াহুকে ইরান যুদ্ধ নিয়ে নানা অভিযোগ ও যুদ্ধের পরিণাম সামলাতে হবে।

তবে যুদ্ধবিরতির চুক্তির পথে বড় বাধা হতে পারে লেবানন। ইসরায়েল লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের একটি বিশাল এলাকা দখল করে রাখার ঘোষণা দিয়েছে। সেখান থেকে তারা সাধারণ মানুষকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং হাজার হাজার ভবন ধ্বংস করেছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, লেবানন, সিরিয়া ও গাজায় তাঁদের দখলদারি 'অনির্দিষ্টকাল' চলবে।

নেতানিয়াহু এখন তাঁর মন্ত্রিসভার কট্টরপন্থী ও রাজনৈতিক বিরোধীদের চাপে আছেন। তাঁরা লেবাননে আরও হামলার দাবি তুলছেন। কেউ কেউ লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল স্থায়ীভাবে ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন। তবে ট্রাম্প ইদানীং নেতানিয়াহুর ওপর বেশ বিরক্ত। ট্রাম্পের অবাধ্য হয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক আরও খারাপ করতে পারবেন কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

রোববার বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলের বিমান হামলা ছিল মূলত শান্তি আলোচনা পণ্ড করার একটি চেষ্টা। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হয়েছে। হামলার ফলে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আলোচনার গতি উল্টো আরও বেড়েছে।

আপাতত দুই পক্ষই (ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র) একটু হাঁফ ছাড়ার সুযোগ পেয়েছে। তবে এ সমঝোতা স্মারক বড় কোনো চুক্তিতে রূপ নেবে কি না, তা বলার সময় এখনো আসেনি। এমন চুক্তি হলে মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা বদলে যেত। কিন্তু আস্থার সংকট ও আদর্শিক লড়াইয়ের কারণে এটি এখনো এক 'আকাশকুসুম কল্পনা' হয়ে আছে।

পুরো ঘটনা সবার জন্যই দুঃখজনক একটি অভিজ্ঞতা হয়ে আছে। ট্রাম্প ইরানি জনগণকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা এখনো সেই কঠোর শাসনের মধ্যে আছেন। তেহরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী গত জানুয়ারিতেও রাজপথের আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করেছে। তাতে প্রাণ গেছে অনেকের।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এখনো প্রবল। তবে ট্রাম্পের এ হুট করে যুদ্ধে জড়ানোর সিদ্ধান্ত একটি বার্তাই দিচ্ছে। আর তা হলো, পরিবর্তনশীল বিশ্বে নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে তারা হিমশিম খাচ্ছে।

ডা. চন্দন দাশ : এক গণ-সাংস্কৃতিক সংগঠকের নিঃসঙ্গ প্রস্থান

অলক দাশগুপ্ত : ২৯ মে ২০২৬ সকাল ১১টা, আমি তখন ঢাকার বাইরে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে একটা দুঃসংবাদ আমাকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিল। একে একে সব আপন জন চলে যাচ্ছে।তখনই ভাবলাম কতজনই চলে যায়,কার কে মন রাখে,কিন্তু কিছু মানুষের মৃত্যু যেন শুধু একজন মানুষের চলে যাওয়ার বিষয় নয়,তার সাথে একটি আদর্শ, একটি সময়, একটি স্বপ্ন, একটি সংগ্রামেরও অবসান। তেমনই এই মৃত্যুটি ছিল একজন স্বপ্নবান মানুষের মৃত্যু, তিনি হলেন ডা. চন্দন দাশ । তাঁর অসময়ে নিভৃতে চলে যাওয়ার খবর শুনে বারবার ফিরে যেতে হয়েছে সেই দিনগুলোর কাছে, যখন প্রগতিশীল সমাজ গড়ার স্বপ্নে উদীচীর কর্মীরা পথ চলতেন একসঙ্গে। চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন গণ মানুষের সাথে সংস্কৃতির মিলন ঘটানোর প্রত্যয়ে।

ডা. চন্দন দাশ ছিলেন একাধারে চিকিৎসক, সাংস্কৃতিক সংগঠক, গণসংগীতশিল্পী এবং বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী একজন সমাজমনস্ক মানুষ। চট্টগ্রামে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসেও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে। তিনি চট্টগ্রাম জেলা উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদের একজন এবং পরবর্তীতে সাধারণ সম্পাদক, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়েও তিনি সহ-সভাপতির মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

চন্দন দা'র সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। সালটি ঠিক মনে নেই । সেই অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম উদীচীর গণসংগীত পরিবেশনা আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। গণসংগীতের প্রতি আমার যে ভালোবাসার সূচনা; তার পেছনে ডা. চন্দন দাশ, রবীন দে সহ তাঁর সহযোদ্ধাদের অবদান অনস্বীকার্য। সেই ভালোবাসা আজও আমাকে গণসংগীতের বিশাল আকাশে বিচরণ করতে অনুপ্রাণিত করে।

চন্দনদাকে সবসময় দেখেছি একজন নিবেদিতপ্রাণ উদীচী কর্মী হিসেবে। উদীচীর কেন্দ্রীয় সম্মেলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সংগঠন ছিল তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় উদীচীর অভ্যন্তরে নানামুখী সাংগঠনিক সংকট ও মতপার্থক্য তৈরি হয়,যা চট্টগ্রাম উদীচী পর্যন্ত গড়ায়। আমি যখন উদীচী ছেড়ে আসি, চন্দনদা তখনো কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি।তারও বেশ কয়েক বছর পর একসময় খবর পাই, কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্তে চন্দন দা সহ চট্টগ্রাম উদীচীর অনেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন এবং চট্টগ্রাম উদীচী দ্বিধাবিভক্ত অবস্থায় পৌছেছে।এই ঘটনাগুলো তিনি কতটা মেনে নিতে পেরেছিলেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের মাধ্যমে জানা যায়, সংগঠন থেকে এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল নিজেকে একেবারে আলাদা করে গুটিয়ে নিয়েছিল। একসময় যিনি মঞ্চ, সংগঠন ও মানুষের মধ্যে প্রাণ খুঁজে পেতেন তিনি ধীরে ধীরে জনপরিসর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ক্রমেই নিভৃতচারী হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

চন্দনদার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল ভাইয়ের মত। সাংগঠনিক যোগাযোগের চেয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল অনেক বেশী, কারন তাঁর পেশার কারনে তাঁকে অনেক বিরক্ত করেছি এবং সবসময় হাসি মুখে আমাদের বিরক্ত সহ্য করেছে। একবার একটা তথ্য চিত্রের কাজে চন্দন দার সাথে অনেকবার যোগাযোগ করার পর একমাত্র আমি একাই থাকবো শর্তে চন্দনদা রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু চিত্র গ্রহণের অত্যাবশ্যকীয়তার কারনে চিত্র গ্রাহককে সাথে নেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। ভাবা যায় মানুষের সাহচর্যে বেড়ে উঠা একজন মানুষ সংগঠন থেকে কি পরিমান আঘাত পেলে নিজেকে কতটা একা করে ফেলে,তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ চন্দন দা।

জীবনের শেষদিকে তিনি ছেলের কাছে বিদেশে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি হটাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে।যতটুকু জেনেছি বাইরে তিনি চিকিৎসা করাতে রাজি হননি।তাই অসুস্থ হওয়ার পরও সেখানে চিকিৎসা না করিয়ে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হয়তো এই মাটির প্রতি, এই মানুষগুলোর প্রতি তাঁর টান ছিল অনেক গভীর।দেশে ফিরে তিনি অনেকটাই নির্জন জীবন কাটাতেন। কারো সাথে দেখা করতেও চাননি।এমনকি চিকিৎসা করাতে রাজী ছিলেন না।একমাত্র বৌদিই ছিল সার্বক্ষনিক সঙ্গী। দেশে ফিরে তিনি আগের মতোই নীরব জীবন কাটিয়েছেন। তারপর ২০২৬ সালের ২৯ মে তিনি চলে গেলেনড়অভিমান, বেদনা আর অনেক না-বলা কথা সঙ্গে নিয়ে।তাঁর প্রস্থান শুধুএকটি পরিবারের আপনজনের বিয়োগ ছিলো না, চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও এক অপূরণীয় ক্ষতি।

আজ তাঁর মৃত্যুর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই শোক প্রকাশ করছেন, শ্রদ্ধা জানাচ্ছে দেখে খুবই ভালো লাগছে। কিন্তু আমার বারবার মনে হয়েছে, তাঁর আদর্শ, সংগ্রাম এবং সাংস্কৃতিক চেতনার মূল্যায়ন যদি জীবদ্দশায় হতো! যদি তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া দূরত্বগুলো কমানোর আন্তরিক চেষ্টা হতো! যদি তাঁর হাতে গড়া সংগঠনের সংকট নিরসনে উদ্যোগ নিত! আজকের যে সাংগঠনিক বিভক্তির প্রকৃত কারন উদঘাটনে সবাই আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিত! তা হতো আরো বেশি আনন্দের। মতভেদ ও সাংগঠনিক বিরোধ কি এমন পর্যায়ে পৌছানো উচিত, যেখানে দীর্ঘদিনের একজন নিবেদিত কর্মী নিজেকে একাকী ও পরিত্যক্ত মনে মনে করতে বাধ্য হয়েছে ? সময়ের পরিক্রমায় সেই সংগঠন আজ দৃশ্যত দুধারায় বিভক্ত!এই বিভক্তি কি কোন আদর্শিক? এই বিয়োগাত্মক ঘটনা আমাদেরকে আত্মসমালোচনার এক উপলক্ষ্য এনে দিয়েছে। একটি সংগঠন, একটি রাজনৈতিক আদর্শিক দল কিংবা একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন তখনই শক্তিশালী হয়, যখন তারা তাদের নিবেদিত কর্মীদের সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারে। চন্দন দার এ মৃত্যু আমাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখে গেছে । এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা খুবই জরুরি।

ডা. চন্দন দাশ নেই, কিন্তু তাঁর হতে গড়া সংগঠন, কণ্ঠে গাওয়া গণসংগীত, তাঁর সাংস্কৃতিক সংগ্রাম এবং মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। আমার মতো অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন সেই অগ্নিঝরা দিনের গণসংগীতের কণ্ঠযোদ্ধা হয়ে।

বিদায় চন্দনদা। ভালো থাকুন অনন্তলোকে।

আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর প্রনাম জানাই।

নিউইয়র্কে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে ইস্কনের ৫০তম বার্ষিকীর রথযাত্রা উদযাপন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তন, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও প্রসাদ বিতরণে মুখরিত ম্যানহাটন

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : গভীর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, ভক্তিময় পরিবেশ এবং হাজারো ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গত ১৩ জুন ২০২৬, শনিবার নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন) আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা ও হরে কৃষ্ণ উৎসবের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার সুসজ্জিত রথকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এ মহোৎসবে নিউইয়র্কের বিভিন্ন প্রান্তসহ যুক্তরাষ্ট্রের নানা অঙ্গরাজ্য থেকে আগত হাজার হাজার ভক্ত, শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেন। জনসমুদ্রে পরিণত হওয়া ম্যানহাটনের রাজপথে শঙ্খধ্বনি, করতাল, মৃদঙ্গ ও হরিনাম সংকীর্তনের ধ্বনিতে সৃষ্টি হয় এক অনন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশ।

রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে ভক্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গৌরবগান, মহামন্ত্র কীর্তন এবং ভজন পরিবেশন করেন। "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে; হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে" মহামন্ত্রের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। ভক্তদের বিশ্বাস, এই পবিত্র নামসংকীর্তন মানুষের হৃদয়ে শান্তি, ভালোবাসা ও ঈশ্বরভক্তির বীজ বপন করে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সুসজ্জিত রথ টেনে নেওয়ার ঐতিহ্যবাহী আচার, যেখানে নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর এবং প্রবীণসহ সব বয়সের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভক্তদের মতে, রথের রশিতে স্পর্শ করা ও টান দেওয়া আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও পুণ্যলাভের প্রতীক।

উৎসবজুড়ে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে নিরামিষ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, যা ভক্তি, সেবা ও সাম্যের বার্তা বহন করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার ভেদাভেদ ভুলে সবাই একসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

আয়োজকরা জানান, রথযাত্রা কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি বিশ্বব্যাপী শান্তি, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মানবকল্যাণের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার এক মহৎ উদ্যোগ। তারা বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা মানুষের মধ্যে ন্যায়, প্রেম, করুণা ও আত্মিক উন্নতির পথ প্রদর্শন করে এবং আধুনিক সমাজে এই মূল্যবোধ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রথযাত্রা সমাপ্তির পর বিশ্বশান্তি, মানবকল্যাণ এবং সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনায় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকরা অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করা প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবক, ভক্তবৃন্দ ও উপস্থিত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ইস্কনের ৫০তম বার্ষিকীর এই রথযাত্রা শুধু নিউইয়র্কের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বরং বহুসাংস্কৃতিক এই নগরীতে ধর্মীয় সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Seeking Reliable Legal Counsel for Your Real Estate Transactions?

Our experienced team provides expert legal solutions for a seamless and secure experience.

OUR SERVICES

- Residential & Commercial Real Estate Transactions
- Business Formation & Contracts - for client opening LLC's or corporations
- Refinancing & CEMA Transactions
- Estate Planning Services - Wills & Trusts
- Family Law - Divorce & Separation Agreements
- Landlord-Tenant Disputes
- Power of Attorney

FAROOQUI
LAW FIRM, PLLC

87-87 Francis Lewis Blvd, Ste. 1, Queens Village, NY 11427
Phone: 718-569-5407 | Cell: 646-761-2949
Email: farooqui@mylegalcounsel.com
www.mylegalcounsel.com

Mirza Mohammad Hossin
Director of Sales | Real Estate Advisor | Investor Specialist
Exit Realty Continental
"Helping Clients & Investors Build Wealth Through Smart NYC Real Estate Decisions"
Cell: 862-888-1400
Email: Mohammadnyc1978@gmail.com
1134 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208
EXIT Realty

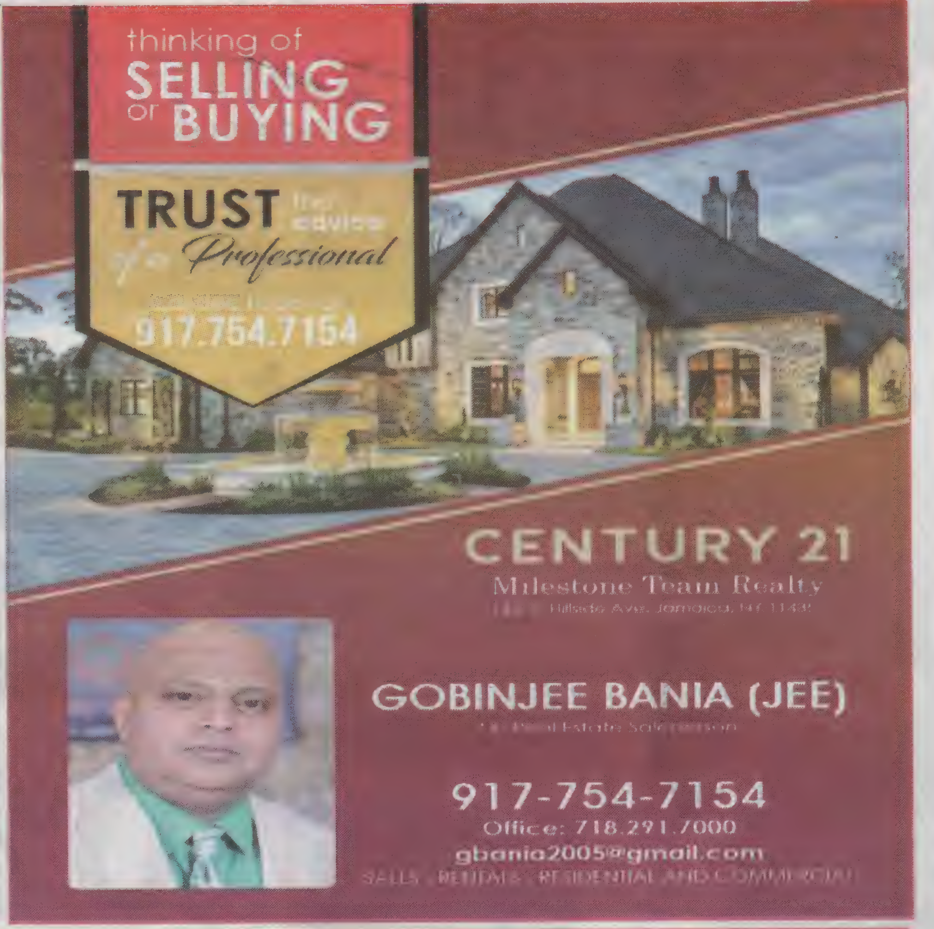
thinking of SELLING or BUYING
TRUST the advice of a Professional
917.754.7154
CENTURY 21
Milestone Team Realty
GOBINJEE BANIA (JEE)
917-754-7154
Office: 718.291.7000
gbania2005@gmail.com
SALES . RENTALS . RESIDENTIAL AND COMMERCIAL

CORE MULTI SERVICES
CREDIT REPAIR
"Free Credit Consultation"
যেকোন স্টেট থেকেই আমাদের সার্ভিস পেতে পারেন।
CREDIT SCORE RANGE
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ি-গাড়ি কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন...
Fix your credit within 6 Months or 7-10 Years Choice is yours.
Build A strong "Business Credit" with us and Get Business Funding. From 25k to 2 Million's
We can Help Remove
Late Payments
Repossessions
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
TAX Liens
Bankruptcy
Fix your Credit now
Debt Settlement/Debt Elemination
Call us:
646-775-7008
718-873-9855
Mohammad A Kashem
Credit Specialist and CEO
Core Multi Services Inc.
E-mail : kashem2003@gmail.com
www.coremultiserviceus.com
37-42, 72nd Street, Suite# ID
Jackson Heights NY 11372

NO GAMES OR GIMMICKS • FULL TRANSPARENCY

Top Google Rated Dealer in NYC

Call or Text: (718) 305-1197

Damian Corbett
General Manager

KIA John Starks Kia

0% APR Available on Select Models

WAC. See dealer for details.

The Easiest Way to Get Into a Kia in Queens.

- ✓ Clear numbers. No surprises.
- ✓ Fast approvals & real options.
- ✓ A team that treats you like family.

SHOWROOM (SALES)

139-03 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Call or Text: (718) 305-1197

Website: www.johnstarkskia.com
Social: @johnstarkskia
DCA# 2102469

Queens Proud. Everyone's Welcome.

0% APR on select models for qualified buyers. Offers subject to change. See dealer for full details.

NO GAMES OR GIMMICKS • FULL TRANSPARENCY
Top Google Rated Dealer in NYC
Call or Text: (718) 305-1197
Kia Service You Can Trust — Right Here in Queens.
Upfront recommendations. No pressure. No confusion.
✓ Factory-trained technicians
✓ Genuine Kia parts
✓ Quick scheduling by text
✓ We explain everything clearly.
We speak Bangla.আমরা বাংলায় কথা বলি।
KIA John Starks Kia
PARTS & SERVICE DEPARTMENT
92-12 172nd Street, Jamaica, NY 11433
Call or Text: (718) 305-1197
Service hours and availability may vary. Text us for the quickest response

গুটিয়ে আছি
উৎপল দত্ত

রাত গভীর; চাঁদ বলছে ঘুমাতে যাই
পাশের বাড়ির কুকুরটা ঝিমোচ্ছে
হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল
সবুজ ঘাসে পাতা ঝরার শব্দ।

নিজের মধ্যে নিজেই গুটিয়ে আছি
গোপন বেদনার গোপন জলধারা
শুষ্ক মাটিতে ক্ষত চিহ্ন রেখে
গোপনে বয়ে যায়।

দূর, বহুদূর থেকে একটি কিশোর
হুইসেল বাজিয়ে ডাকে, চলে আয়
বুকের ভেতর পোষা পাখিটা
পাখা ঝাপ্টিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

নির্জনতায় ঘুমিয়ে থাকা রাতে
চাঁদের আলো যখন নিভে আসে
দূর থেকে কেউ ডাকে
আয়, ফিরে আয়।

মৃত্যুঞ্জয়
নাহিদ ফারজানা

অভিমানে ঘর জুড়ে
না জানি কত অন্ধকার লুকোচুরি খেলে
তবু এই ঘরে
আঁধারকেই সঙ্গী লাগে চোখ বুজতে গেলে।
যুগ যুগান্তরের এই ঘর
সৃষ্টির আদি রহস্য বর্ননা করে চলে।
অন্তরের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হলে
বন্ধনকে অতিক্রম করে গেলে
তখন কে এল বা কে গেল ছায়া পড়ে কই?
চার পাশের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেলে,
বইয়ের ফাঁকে খুঁজে পাওয়া
এক আধ পংক্তি এলোমেলো
কাঁপতে থাকা মোমের আলোয়
হয়তোবা ভেসে ওঠে চোখের ছায়ায়
তারপরও বেঁচে থাকা বড্ড মায়াবী লাগে।
এই পৃথিবীর যত সব নব নব লুকানো সম্পদ
ধীরে ধীরে মেলে ধরে আবার রাঙিয়ে তোলে
সব অন্ধকার মুছে দিয়ে রঙের আভাসে
সব রূপ ঢেলে দেয় বিস্তীর্ণ ঘাসে।

সেই তো তুমি
সবুর খান স্বপন

সেই তো তুমি, আমার প্রিয়া
তুমি চলো উত্তপ্ত রাজপথে
ভাসো স্লোগানের মাথে
গলে যাওয়া তপ্ত পীচের ভাপে।

আমার প্রিয়ার আঁচলে বাঁধা জন্মভূমির চাবি,
মুক্তির দীপালী আরতির,
আমার প্রিয়ার নখে আঁকা রক্তের রাজটিকা
বিপ্লবী মিছিলের আগে পতাকার রঙ।
আমি দেখি না,
দেখিনা তাকে উড়ে বেড়াতে শরতের মেঘে মেঘে
অথবা স্বচ্ছ সকালের রোদ গায়ে মেখে!
সে সুন্দরা, সুন্দরা
পর্ষণ্য-স্পর্শ-বিদ্যুত-ধন্যা, উত্তরা
অক্লরা, সুন্দরা।
সমাজ পিশাচের থুথুতে ভিজে
আমার প্রিয়া শ্রাবণের ভেজা কাক
নিরন্তর বর্ণের ভাষ্য-বিলাস।

আমার প্রিয়ার শাড়ীর পাড়ে ভবিষ্যৎ রাজপথ
খুন কার্পেটে রক্তকরবী মোড়া।
মেহনতী সৈনিকের আগে আমার প্রিয়া।
সেতো তুমিই, যাকে মেনেছি আমার প্রিয়া।

খালুর কাণ্ড
ধনঞ্জয় সাহা

হাটে গেলো কিনতে ইয়াম
আমার ছোট খালু
সস্তা পেয়ে বস্তা ভরে
আনলো মিষ্টি আলু।

আলু খেতে অধীর টাবু
শুঁড়টা মাথায় তুলে
দেখে খালু দৌড়ে পালায়
টাবুর ভয়ে ভুলে।

টাবু মজায় চিবোয় আলু
খেতে ভালোবাসে
খালুর কাণ্ড দেখে রিমকি
ফিক-ফিকিয়ে হাসে।

নোনা জলে জীবন
লাবণ্য বিলাস

সমুদ্রের নোনা জলের ঢেউ যত বড় হয়,
আমার না-দেখা দুঃখগুলো তার চেয়েও বড়।
দুঃখের কিনারায় যখন আমি একাকী,
তখন ভাবি– কত সাধনায়, স্বপ্ন দিয়ে গড়ে ছিলাম
একটু একটু করে আমার রঙিন পৃথিবী।
রহস্যময় কত নতুন সম্পর্কে ডুবে ছিলাম,
খুঁজে ছিলাম কাঙ্ক্ষিত সুখ-স্বপ্নের ঘর।
কেটেছে ক্ষণিকের সময় বিমোহিত হয়ে,
মরীচিকার পিছে ছুটেছি দিবানিশি।
বিশ্বাসের সাথে নিঃশ্বাস নিয়েছি প্রতিনিয়ত।
সেই বিশ্বাসের ঘরে নিঃশ্বাসে এখন বিষের ছায়া,
ক্ষয়ে যাচ্ছে ঘুনে ধরা আমার অস্তিত্ব।
ঘুনে ধরা ক্ষয়িষ্ণু দেহ যখন আঁচড়ে পড়ে
সমুদ্রের নোনা জলের ভেজা বালুকায়,
তখন একটি বড় নোনা জলের ঢেউ
ভিজিয়ে দিয়ে স্মরণ করায়ড়
তার স্পর্শে ডেকে বলে,
"মানুষ বাঁচে মরীচিকায় নয়,
বরং পরশ পাথরের আশায়।"
সমুদ্রের নোনা জল আর ঢেউয়ের ছলে
ক্লান্ত জীবন খুঁজে পায় জীবনের সঠিক মানে।

আছি
অঙ্কন বসু

মনে কর, তুমি আজকে এখানে নেই।
তবে তুমি আছো, আমি জানি তুমি আছো
ঐত সেদিন বলে গেল রোদ্দুর
মিছে কথা নয়, নোনা সমুদ্দুরে
তুমি তো ভাসলে, জাহাজ যেমন ভাসে
সাঁতরে পেরোলে ভাড়া বাড়ি, লেন দেন
দৌড়ে পেরোলে চৌরাস্তার মোড়
ছাতা নেই, তাই মাথা ভরা বৃষ্টিতে
যেভাবে ঠিক দাঁড়ায় শিরদাঁড়া
বুঝতেতো পারি, দাঁড়িয়ে রয়েছ পাশে
তুমি তো ভাসলে জাহাজ যেমন ভাসে
ছেড়ে যেতে হয় একদিন পৃথিবীও
প্রজাপতি আঁকা খামের মধ্যে চিঠি
গুঁড়ো চন্দন বিছিয়ে দেওয়া গাল
তুমি চলে যেতে অবাক হয়নি মোটে
দুটো ঠোঁট ছিল রক্তের মতো লাল
মনে করি তুমি আজকে এখানে আছো
মনে করি আমি আজকে এখানে নেই
সবাই তো আছি ছড়িয়ে ছিটিয়ে তবু
সবাই তো আছি পৃথিবীর মধ্যেই

আশীর্বাদ
বনানী সিনহা

তোমাকে যখন প্রথম পেলাম;
এক ঝটকায় আমি প্রৌঢ় থেকে ষোড়শী।
ঠিক যেন ঝর্ণা, কিংবা বলতে পারো স্রোতস্বিনী নদী।
আর তোমাকে; কেবলই মনে হয় উত্তাল সমুদ্র।
তাই তো সবকিছু ভুলে অনির্বাণ ধাবিত শুধু মোহনায়।
এ যেন প্রকৃতির এক অনিবার্য টান...
যেখানে থাকে না ফিরে আসা কিংবা ফিরিয়ে দেওয়ার
কোনো সাধ কিবা সাধ্যি...।
এ মিলনেই খুঁজে পাই প্রেম দুঃখ সুখ বিরহ বিচ্ছেদ।
সৃষ্টি হয় পাওয়া না পাওয়ার অমোঘ বেষ্টনী।
সেখান থেকেই অনুধাবণ করি, ঘৃণা ভালোবাসার তফাত।
আমি এখন যত্ন সম্মান তথা অবহেলাগুলো
আগের চেয়েও ঢের বুঝতে পারি।
তাই; আমার বৈরাগ্য ও আসক্তি দুটোতেই বেশ সখ্যতা।
উপলব্ধি হয় প্রকাশিত নয় অপ্রকাশিত প্রেমই বেশি সুন্দর।
যেটুকু পাই সেটুকুই আমার অভিলাষিত নৈবেদ্য,
আর যেটুকুর অনুগ্রহ পাই না; সেটুকুও সবটা পাই।
কারণ ভালোবাসায় যে সমর্পণ থাকে; সেখানে কেবল
জিতে যাওয়া নয় বরং জিতিয়ে দেওয়াও পূর্ণতা।
আর তাই; তুমি আমার আশীর্বাদ কেবলই আশীর্বাদ।

স্বপ্নের মাঠে মানবতার এক মহাকাব্য
সবিতা দাস বুলু

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬-শুধু একটি খেলার নাম নয়, এটি কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন, আবেগ ও উন্মাদনার এক মহামিলন!
পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা সেরা দলগুলো যখন একই মঞ্চে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াইয়ে নামে, তখন ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও জাতীয়তার সব বিভেদ যেন মিলিয়ে যায় এক আনন্দের স্রোতে!!
স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসে ছুটে চলে ফুটবলারদের দৃঢ় পদচারণা, আর গ্যালারিতে গর্জে ওঠে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস! প্রতিটি পাস, প্রতিটি গোল, প্রতিটি জয় ও পরাজয়ের গল্প নতুন করে রচনা করে ইতিহাস!
কেউ স্বপ্ন দেখে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার, কেউ লড়াই করে দেশের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরার জন্য!
বিশ্বকাপ ২০২৬ আমাদের শেখায় যে কঠোর পরিশ্রম, ঐক্য এবং আত্মবিশ্বাস মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি!
এটি শুধু খেলোয়াড়দের নয়, বিশ্বের সকল মানুষের হৃদয়কে এক সুতোয় বেঁধে দেয়!
এই মহোৎসবের প্রতিটি মুহূর্তে থাকে আনন্দ, উত্তেজনা, অশ্রু এবং গৌরবের মিশেল!
যখন শেষ বাঁশি বাজবে এবং বিজয়ীর হাতে উঠবে বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফি, তখন শুধু একটি দল নয়, জয়ী হবে মানবতার সেই চিরন্তন চেতনা– যা খেলাধুলার মাধ্যমে বিশ্বকে এক পরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ করে!!

প্রেমের চাষি
মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ

দেখতে তোমার মুখের হাসি
আমি ফিরে ফিরে আসি।।
আমি সালের বারোমাস
তোমায় ভালোবাসি (গো)।

আমার অন্তরেরই সুখ
ওগো তোমার চাঁদমুখ।।
যেই মুখেতে হাসলে ঝরে
মুক্তা রাশি রাশি।

তোমার ঐ না মুখের হাসি
আমার হৃদে বাজায় বাঁশি।।
সেই সুখেতে আমি হলাম
তোমার প্রেমের চাষি।

পরিযায়ী পাখি
কল্পনা ব্যানার্জী

বয়ঃসন্ধির এক প্রভাতে গলিত সোনার মত
আলো দেখা দিল চারিদিকে
ভাসাল আমায় বন্যার মত দিকবিদিকে।
মনের কোনায় উঁকি দিল কত কিছু খোঁজা হল শুরু।
একটা হাত, যে হাত ধরবে শক্ত করে আমায়,
একটা কাঁধ যাতে রাখবো মাথা নির্ভাবনায়।
একটা গোটা মানুষ যে আমার শুধু আমার কাছে রবে।
দেবে উষ্ণতা বিপদে সহায় হবে।
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় বাড়াই হাত আকুল হয়ে
সেই খোঁজা শুরু। বড় একা লাগে।
তুমি এলেনা যে।
যখন আমার চোখে সবই রঙ্গীন সবই সবুজ।
অনাগত তারুণ্যের উল্লাস
পাগল পারা রূপেরচ্ছটায় প্রকৃতি র অভিসার।
সে অভিসারে আমার নেই অধিকার।
তুমি এলে না যে।
অবুঝ তারুণ্য পথ হারাতে পারত হয়ে দিশাহারা।
পথ হারানো পথিকের আশায় কাটিয়ে দিল একা
তুমি তখন ও এলেনা।
বয়ঃসন্ধি কেটে গেল তার সাহারার অগ্নি দহন নিয়ে বুকে।
যখন তারুণ্যে সবই ভাল সবই সুন্দর।
তখন ও চেয়েছি তোমায়।
স্বপ্নে দেখা রাজ পুত্রের ঘোড়ায় চড়ে
আসার শব্দ শুনেছি বারে বার
কল্পনায় শুনেছি আঘাত, খোল দ্বার খোল দ্বার
জানি তুমি আসনি তবু ছুটে গেছি বারে বার।
ফিরেছি শূন্য হাতে অবাক বিস্ময়ে
কেউ নেই কোথাও নেই।
আবার যন্ত্রণা বুকে।
কেন এমন হয় হিসেব মেলেনা যে।
যখন বয়ে যায় বসন্ত বাতাস, বার্তা নিয়ে সুন্দরের।
নীল আকাশ রয়ে যায় নির্মলের প্রতীক হয়ে।
বর্ষা আসে শুদ্ধতা নিয়ে।
গ্রীষ্মের দহন শুধু পাওনা আমার,
এ কেমন বিচার তোমার।
সময় হলনা আসার। একা একা চলে যায় দিন
আশা নিয়ে বুকে, দিন গিয়ে রাত। ফিরে আসে সকাল।
তারুন্য ফিকে হয়। সায়াহ্ন ঘনায়।
মনে হয় কেউ থাকলে ভাল হত। কত কথা বুকে জমা।
কারুকে এ জীবনে হয়নি বলা।
আজ মনে হয় জীবন নদীর কিনারায়,
এ বরং ভালোই হলো তোমার না আসায়।
নিজের শক্তিকে জেনেছি, বিধি নিষেধের
বেড়াজালে যে কখন বন্দি থাকেনি।
একাকিত্ব শিখিয়েছে আমায়
আমি পারি আমি সব পারি।
ভাগ্যিস আসনি।
আকাশ পানে বাড়াই হাত উচ্চ কণ্ঠে বলি,
সাদা কালো নীল ধূসর যে রঙেই আসুক ধরা,
উড়তে আমার নেই মানা।আকাশ আমি হাতের মুঠোয় ধরি।
আমি স্বাধীন আমি মুক্ত আমি পরিযায়ী পাখি।

অধরা মাধুরী
সুরীত বড়ুয়া

একদিন সকাল দেখবো বলে
সারারাত আলোর তপস্যায় থাকি,
একটি ফুলের সৌরভ পাবো বলে
কাননে বসে ফুলের পরাগ মাখি।

একটি কথা শুনবো বলে
তোমার শব্দে-নিঃশব্দে কান পাতি,
একটি গানের সুরে মন ভরাবো বলে
মেঘ-মল্লাররাগে উল্লাসে মাতি।

একটি মনের ছোঁয়া পাবো বলে
ভালোবাসার মালা গাঁথি,
একটি হৃদয়ের পরশ পেতে
খুঁজি যুগল চলার সাথী।

ভালোবাসার মিলন মেলায়
যদি আমরা হই হংস মিথুন,
মেঘের ডানায় উড়বো বলে
খেলি শব্দের সাথে শব্দ বুনন।

সুখের অনলে পোড়া এ জীবনে
স্বপ্ন, শুধু স্বপ্নই রয়ে গেলো,
আশার দোলাচলে 'অধরা মাধুরী'
বিরহ এখন অনেক ভালো।

A.T.M.Yousuf, M.D.

Office hour : Monday to Saturday 10:00 a.m. to 8:00 p.m.

A.T.M.Yousuf, M.D.

Diplomate, American Board of internal medicine

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স নিয়ে থাকি যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি।

Address : 37 -29, 72nd Street, 1st floor, Jackson Heights, New York 11372
Telephone : 718-777-1112, 718-205-6633 Fax : 718-205-6564, E-mail : atmyousuf777@gmail.com

Sangeet Parishad

ভর্তি চলছে

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি প্রচার, প্রসার ও চর্চা কেন্দ্র।

আপনার সন্তানকে বাংলা সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত রাখতে
উত্তর আমেরিকার স্বনামধন্য সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
সংগীত পরিষদে ভর্তি করুন।
শিশু কিশোর ও বড়দের জন্য সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

Address:- 34-4171 street
Jackson Heights, NY11372

- লোক সংগীত
- শাস্ত্রীয় সংগীত
- রবীন্দ্র সংগীত
- নজরুল সংগীত
- নৃত্য
- ভজন, কীর্তন সহ
- সব ধরনের বাংলা গান
- বাংলা
- হারমোনিয়াম বাজানো শেখানো হয়
- হারমোনিয়াম মেরামত করা হয়

যোগাযোগ
কাবেরী দাশ
প্রেসিডেন্ট
সংগীত পরিষদ নিউইয়র্ক
347- 466 - 2927
Kaberi2day@aol.com

বিশ্ব শান্তি, মানবকল্যাণ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রার্থনায় নিউইয়র্কে শ্রীশ্রী হরিনাম যজ্ঞ মহোৎসব

ওম শক্তি মন্দিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে দিনব্যাপী নামসংকীর্তন ও ভক্তদের মহামিলন

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : শ্রীকৃষ্ণাবতার, প্রেম, ভক্তি ও মানবতার অগ্রদূত শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে গত ২৪ মে ২০২৬, রবিবার নিউইয়র্কের উডসাইডে অবস্থিত ওম শক্তি মন্দিরে দিনব্যাপী শ্রীশ্রী হরিনাম যজ্ঞ মহোৎসব ও বার্ষিক নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এবং পরবর্তীতে রাত ১১টা পর্যন্ত চলা এ মহোৎসব ভক্তদের উপস্থিতিতে এক অনন্য আধ্যাত্মিক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

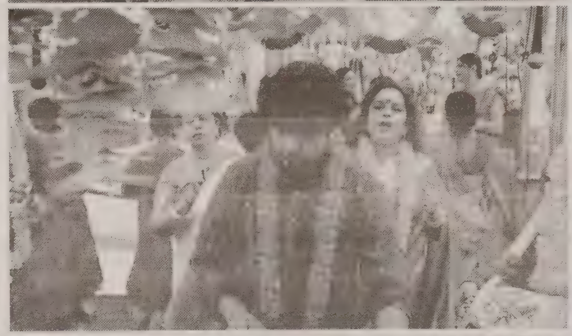

ওম শক্তি মন্দিরের সভাপতি শ্রী গৌরাঙ্গ রায় ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী স্বরূপ সাহার সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন মন্দির থেকে আগত খ্যাতিমান কীর্তনীয়া দলসমূহ অংশগ্রহণ করে ভক্তদের মাঝে হরিনামের সুধা বিতরণ করেন। চতুর্থ প্রহরের বর্ণাঢ্য বার্ষিক নামসংকীর্তন মহোৎসব রাত ১১টায় সফলভাবে সমাপ্ত হয়। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, ভক্তিময় পরিবেশ এবং বিশ্ব শান্তি, মানবকল্যাণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত এ মহাযজ্ঞে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মন্দির, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে আগত জনপ্রিয় কীর্তনীয়া দলগুলো সারাদিনব্যাপী ভগবানের নামগুণ কীর্তন পরিবেশন করেন। "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে" মহামন্ত্রের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ।

সনাতন ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী, কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন আত্মশুদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি এবং ভগবৎপ্রেম অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

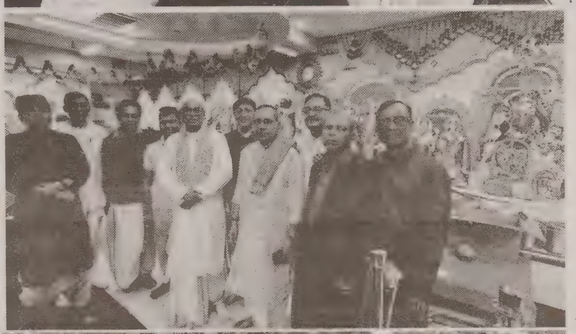

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মানবসমাজে প্রেম, ভক্তি, সহমর্মিতা ও সাম্যের বাণী প্রচারের জন্য হরিনাম সংকীর্তনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তাঁর সেই আদর্শকে ধারণ করেই বিশ্বব্যাপী শান্তি, সম্প্রীতি, মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং সকল জীবের মঙ্গল কামনায় এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শতশত সনাতনী ভক্ত, নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ভক্তরা নামসংকীর্তন শ্রবণ, পূজা-অর্চনা, আরতি, গীতা পাঠ এবং ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নিয়ে এক অনন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করেন। কীর্তনের প্রতিটি পর্বে ভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

ওম শক্তি মন্দিরের সভাপতি শ্রী গৌরাঙ্গ রায় বলেন, "ভক্তরাই মন্দিরের প্রাণ। নানা সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আমরা মন্দিরের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। আমরা বিশ্বাস করি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। বিশ্ব শান্তি, মানবকল্যাণ এবং সনাতনী ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যেই প্রতিবছর আমরা এই বার্ষিক হরিনাম সংকীর্তন মহাযজ্ঞের আয়োজন করে থাকি।

সাধারণ সম্পাদক শ্রী স্বরূপ সাহা বলেন, "প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে সনাতন ধর্মের আদর্শ, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে শেকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার প্রয়াসই আমাদের মূল লক্ষ্য।"

বার্ষিক নামসংকীর্তন মহোৎসবে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মন্দির ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট সনাতনী ব্যক্তিবর্গ এবং বিপুল সংখ্যক ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ উপস্থিত সকল ভক্তের মধ্যে সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। ভক্তরা মহাপ্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পূর্ণতা লাভ করেন এবং আয়োজকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অংশগ্রহণকারী ভক্তবৃন্দ বলেন, প্রবাসের ব্যস্ত জীবনযাত্রার মাঝে এ ধরনের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আয়োজন তাদের মানসিক প্রশান্তি, আত্মিক শক্তি এবং সামাজিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। পাশাপাশি সনাতনী সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য ও ধর্মীয় চেতনার বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্ব শান্তি, মানবকল্যাণ ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে ওম শক্তি মন্দিরের এই বার্ষিক শ্রীশ্রী হরিনাম যজ্ঞ মহোৎসব প্রবাসী সনাতনী সমাজের এক মহামিলনমেলায় পরিণত হয়। দিনব্যাপী এই আধ্যাত্মিক আয়োজন উপস্থিত সকলের হৃদয়ে ভক্তি, অনুপ্রেরণা ও পরমাত্মার প্রতি গভীর অনুরাগের সঞ্চার করে।

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রকৃতির রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন

গান, আবৃত্তি, নৃত্য ও আলোচনা সভায় মুখর প্রবাসী বাঙালির সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্কে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা ও রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম স্বনামধন্য সংগঠন 'প্রকৃতি' বর্ণাঢ্য আয়োজনে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করেছে। গত রবিবার (১৭ এপ্রিল ২০২৬) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে গান, আবৃত্তি, নৃত্য, আলোচনা এবং সমবেত পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো অনুষ্ঠানস্থল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিল্পীরা মঞ্চে দুই সারিতে অবস্থান নিলে আবৃত্তিকার মৃদুল আহমেদের আহ্বানে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংগীতশিল্পী ও শিক্ষক অনুপ বড়ুয়া। এ সময় তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতাকে আরও সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানান।

এরপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে রতন ধর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯৩০ সালে নিউইয়র্কের ম্যানহ্যাটানে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে ঐতিহাসিক সাক্ষাতের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত সেই আলোচনার খবরের শিরোনামে চারবার 'এম' অক্ষরের শব্দ ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম এবং অবজেকটিভ রিয়েলিটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের ভাবনার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন।

কবি হাসানআল আবদুল্লাহ তাঁর বক্তব্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের গ্রহণযোগ্যতা ও সাহিত্যিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাকসুর সাবেক জিএস এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর।

পরে কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং উপস্থিত দর্শকদের স্বাগত জানিয়ে সমবেত কণ্ঠে প্রকৃতির শিল্পীরা পরিবেশন করেন রবীন্দ্রসংগীত 'হে নূতন দেখা দিক আরবার'। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পরিবেশনা ছিল আবৃত্তিকার মিথুন আহমেদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কবিতা আবৃত্তি। এরপর সমবেত কণ্ঠে 'জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি জয় তোমার' গানটি পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন শিল্পীরা।

পুরো অনুষ্ঠানে মোট ২৬টি গান পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে ১২টি যা ছিল সমবেত কণ্ঠে এবং ১৪টি একক পরিবেশনা। একক কণ্ঠে গান পরিবেশন করেন নাসিমা শাহীন, দিঠি হাসনাত, মৌগন্ধা আচার্য্য, কার্তিক চন্দ্র, চন্দ্রিকা দে সেঁজুতি, মুক্তি সরকার, মিনি কাদির, জলি কর, শর্মিষ্ঠা মৌ, রূপালি ঘোষ, জোসেফিন মিষ্টি, সোনিয়া মুত্তালিব এবং রেজা রহমান।

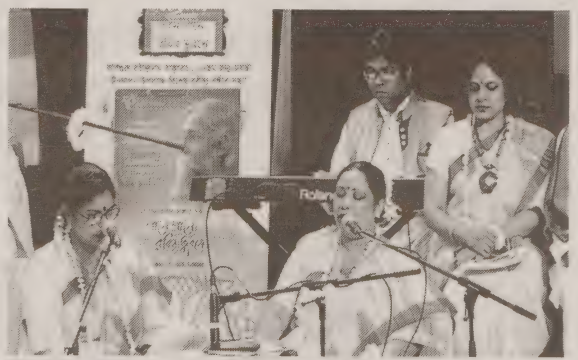

সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত উল্লেখযোগ্য গানগুলোর মধ্যে ছিলড় আকাশ ভরা সূর্যতারা, বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে, তোমার পতাকা যারে দাও, মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে, তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে, শুনলো শুনলো বালিকা, ঝরো ঝরো ঝরো ঝরো ঝরে রঙের ঝরনা, অন্ধকারের উৎস হতে এবং বাঁধ ভেঙে দাও। অনুষ্ঠানের শেষ পরিবেশনা ছিল সমবেত জাতীয় সংগীত।

সমবেত সংগীত পরিবেশনায় শিল্পীদের চর্চা ও প্রস্তুতির ছাপ ছিল স্পষ্ট। বিশেষ করে 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' এবং 'ঝরো ঝরো ঝরো ঝরো ঝরে রঙের ঝরনা' গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। তবে নৃত্যগুলো মঞ্চের সামনের ফ্লোরে পরিবেশিত হওয়ায় পেছনের সারির কিছু দর্শক পুরো পরিবেশনা উপভোগ করতে পারেননি।

অনুষ্ঠানজুড়ে ধারাবর্ণনা দেন অসীম সাহা ও নাজনীন সীমন। তারা বিভিন্ন গানের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরে অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন।

সঙ্গীত পরিবেশনায় তবলায় সংগত করেন পিনাকপানি গোস্বামী, কীবোর্ডে ছিলেন মাসুদ রহমান এবং মন্দিরায় শহীদ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, নবেন্দু দে, বিদ্যুৎ সরকার, শিক্ষাবিদ গিতালী তালুকদার, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ও সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, দফতর সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ বখতির আলী, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এম এ করিম জাহাঙ্গীর, আওয়ামী লীগ নেতা আকতার হোসেন, মনজুর চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক রুমানা আক্তার, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, মানবাধিকারকর্মী ও শিল্পী-কলাকুশলীরা।

প্রায় তিন শতাধিক প্রবাসী বাঙালির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সমবেত জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে রাত সাড়ে ১১টায় শেষ হয়।

সূত্রঃ হাকিকুল ইসলাম খোকন।

যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

সভাপতি মাহমুদুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক হৃদয় মিয়া; প্রবাসে সংগঠনকে শক্তিশালী করার প্রত্যয়

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার এক বছরের জন্য পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নবগঠিত এ কমিটিতে মাহমুদুল হাসানকে সভাপতি এবং হৃদয় মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও ৩২ জন সহ-সভাপতি, ১০ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ১১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, একজন প্রচার সম্পাদক, একজন দপ্তর সম্পাদক এবং একজন ছাত্রী ও নারী উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. বায়েজীদ শুভ, খাজা আফজাল, মেজবা উদ্দিন জাবেদ, মো. সানজিদ হোসাইন, রাশেদুল আলম বন্ধন, নূরুল ইসলাম রাজু, আল হাফিজিল মুঈন বাঁধন, কেএমএ জর্জ, শাহাদাত হোসেন, এসএম সুলতান আহমেদ, নাজমুল ইসলাম রাহাত, উজ্জ্বল আহমেদ, রাসেল হোসেন, মেহেদী হাসান ফয়সাল, আবু সাইদ ইপক, অনিন্দ্য বড়ুয়া, সৈয়দ মাহফুজ আলী, মো. সাহেদুল ইসলাম, তাহামিদ বকশী রিফাত, মলয় মণ্ডল, রবিউল ইসলাম মিঠু, সামিউল ইসলাম অন্তন, মো. রিসালাত হোসেন অন্তর, জহিরুল ইসলাম জয়, হৃদয় মাতব্বর, আরিফ আরমান জিসান, মো. আল রাসেল, রায়হান ভূঁইয়া, মাহফুজুল করিম সেজান, মো. তুহিন মিয়া, আবু বকর সিদ্দিকী আরিফ এবং জুনেদ আহমেদ।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আলী হোসেন আরমান, মো. উল্লাহ এন্থনি, নাহিদুল ইসলাম সৈকত, মো. মোজাম্মেল হোসেন, রেজাউল হাসান, জয় হোসেন, জাকির হোসেন রাহুল, উদয় সাহা, রাঁকিবুল ইসলাম এবং আশিকুর রহমান শিহাব।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মারফরাজুল হক ইফাজ, মুন্না তালুকদার, হোসাইন আহমদ, রাফসান ভূঁইয়া, আরিফুর রহমান, মিফতাহুল ইসলাম আবিদ, আহমেদ আফনান, ইমরান হোসেন নাহিদ, শিপলু চন্দ্র মালাকার, মো. তানভীর সাগর এবং ফাহাদ হোসেন।

এছাড়া প্রচার সম্পাদক হিসেবে লিখন জুবায়ের, দপ্তর সম্পাদক হিসেবে ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং ছাত্রী ও নারী উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে ফারহানা মিতু টুম্পাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কমিটি ঘোষণার পর নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী ও অঙ্গসংগঠনের নেতারা। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ এক যৌথ বিবৃতিতে নতুন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে বলেন, দলের দুঃসময়ে দেশরত্ন শেখ হাসিনা যে বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা সফলভাবে বাস্তবায়নে নতুন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আওয়ামী লীগের আদর্শ এবং সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল হামিদ স্বাক্ষরিত পৃথক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে প্রবাসে ছাত্ররাজনীতিকে আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনানকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর এক যৌথ প্রতিক্রিয়ায় সভাপতি মাহমুদুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক হৃদয় মিয়া তাদের ওপর আস্থা রাখায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনানের প্রতিও ধন্যবাদ জানান। তারা বলেন, প্রবাসে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বেগবান করা, নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া এবং সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করতে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন।

আওয়ামী লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, বললেন মাহফুজ আলম

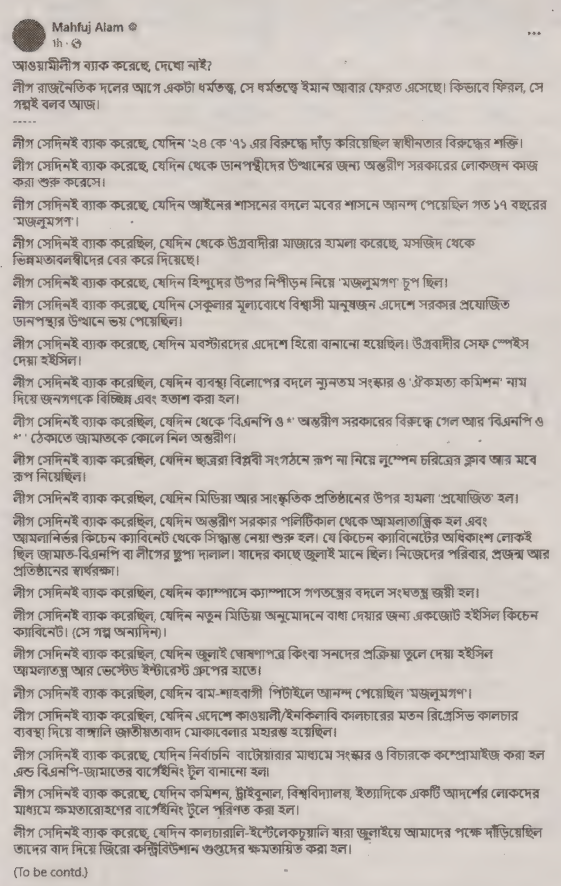
Mahfuj Alam
1h ·

আওয়ামীলীগ ব্যাক করেছে, দেখো নাই?

লীগ রাজনৈতিক দলের আগে একটা ধর্মতত্ত্ব, সে ধর্মতত্ত্বে ইমান আবার ফেরত এসেছে। কিভাবে ফিরল, সে গল্পই বলব আজ।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন '২৪ কে '৭১ এর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল স্বাধীনতার বিরুদ্ধের শক্তি।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন থেকে ডানপন্থীদের উত্থানের জন্য অন্তরীণ সরকারের লোকজন কাজ করা শুরু করেসে।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন আইনের শাসনের বদলে মবের শাসনে আনন্দ পেয়েছিল গত ১৭ বছরের 'মজলুমগণ'।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন থেকে উগ্রবাদীরা মাজারে হামলা করেছে, মসজিদ থেকে ভিন্নমতাবলম্বীদের বের করে দিয়েছে।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন হিন্দুদের উপর নিপীড়ন নিয়ে 'মজলুমগণ' চুপ ছিল।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন সেকুলার মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষজন এদেশে সরকার প্রযোজিত ডানপন্থার উত্থানে ভয় পেয়েছিল।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন মবস্টারদের এদেশে হিরো বানানো হয়েছিল। উগ্রবাদীর সেফ স্পেইস দেয়া হইসিল।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন ব্যবস্থা বিলোপের বদলে ন্যুনতম সংস্কার ও 'ঐকমত্য কমিশন' নাম দিয়ে জনগণকে বিচ্ছিন্ন এবং হতাশ করা হল।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন থেকে 'বিএনপি ও *' অন্তরীণ সরকারের বিরুদ্ধে গেল আর 'বিএনপি ও *' ' ঠেকাতে জামাতকে কোলে নিল অন্তরীণ।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন ছাত্ররা বিপ্লবী সংগঠনে রূপ না নিয়ে লুম্পেন চরিত্রের ক্লাব আর মবে রূপ নিয়েছিল।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন মিডিয়া আর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা 'প্রযোজিত' হল।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন অন্তরীণ সরকার পলিটিকাল থেকে আমলাতান্ত্রিক হল এবং আমলানির্ভর কিচেন ক্যাবিনেট থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া শুরু হল। যে কিচেন ক্যাবিনেটের অধিকাংশ লোকই ছিল জামাত-বিএনপি বা লীগের ছুপা দালাল। যাদের কাছে জুলাই মানে ছিল। নিজেদের পরিবার, প্রজন্ম আর প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে গণতন্ত্রের বদলে সংঘতন্ত্র জয়ী হল।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন নতুন মিডিয়া অনুমোদনে বাধা দেয়ার জন্য একজোট হইসিল কিচেন ক্যাবিনেট। (সে গল্প অন্যদিন)।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন জুলাই ঘোষণাপত্র কিংবা সনদের প্রক্রিয়া তুলে দেয়া হইসিল আমলাতন্ত্র আর ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপের হাতে।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন বাম-শাহবাগী পিটাইলে আনন্দ পেয়েছিল 'মজলুমগণ'।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন এদেশে কাওয়ালী/ইনকিলাবি কালচারের মতন রিগ্রেসিভ কালচার ব্যবস্থা দিয়ে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ মোকাবেলার মহারম্ভ হয়েছিল।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন নির্বাচনি বাটোয়ারার মাধ্যমে সংস্কার ও বিচারকে কম্প্রোমাইজ করা হল এন্ড বিএনপি-জামাতের বার্গেইনিং টুল বানানো হল।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন কমিশন, ট্রাইবুনাল, বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদিকে একটি আদর্শের লোকদের মাধ্যমে ক্ষমতারোহণের বার্গেইনিং টুলে পরিণত করা হল।

লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন কালচারালি-ইন্টেলেকচুয়ালি যারা জুলাইয়ে আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল তাদের বাদ দিয়ে জিরো কন্ট্রিবিউশান গুণ্ডদের ক্ষমতায়িত করা হল।

(To be contd.)

প্রজ্ঞা ডেস্ক : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ কার্যত বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরে এসেছে বলে মনে করছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। আজ মঙ্গলবার এক ফেসবুক পোস্টে এই অভিমত দিয়েছেন তিনি।

পোস্টে মাহফুজ আলম লিখেছেন, 'লীগ রাজনৈতিক দলের আগে একটা ধর্মতত্ত্ব, সে ধর্মতত্ত্বে ইমান আবার ফেরত এসেছে। কীভাবে ফিরল, সে গল্পই বলব আজ।'

এরপরে আওয়ামী লীগ কীভাবে ফিরেছে, তার বিরাট একটি তালিকা তুলে ধরেছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা মাহফুজ আলম। তিনি লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন ২৪-কে ৭১-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল স্বাধীনতার বিরুদ্ধের শক্তি। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন থেকে ডানপন্থীদের উত্থানের জন্য অন্তরিণ সরকারের লোকজন কাজ করা শুরু করেছে, লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে। যেদিন আইনের শাসনের বদলে মবের শাসনে আনন্দ পেয়েছিল গত ১৭ বছরের মজলুমগণ।'

ছাড়া মাজারে হামলা, হিন্দুদের ওপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরব না হওয়াও আওয়ামী লীগের ফেরার পথ সুগম করেছে বলে মনে করেন মাহফুজ আলম। তিনি লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন থেকে উগ্রবাদীরা মাজারে হামলা করেছে, মসজিদ [illegible] ভিন্নমতাবলম্বীদের বের করে দিয়েছে। লীগ সেদি[illegible] যেদিন হিন্দুদের উপর নিপীড়ন নিয়ে [illegible]

এ ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের [illegible] উগ্রবাদীদের নিরাপদ জায়গা করে দেওয়া[illegible]

জন্য সহায়ক হয়েছে বলে মনে করেন মাহফুজ আলম। তাঁর ভাষায়, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন সেকুল্যার মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষজন এ দেশে সরকার প্রযোজিত ডানপন্থার উত্থানে ভয় পেয়েছিল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন মবস্টারদের এ দেশে হিরো বানানো হয়েছিল। উগ্রবাদীর সেফ স্পেইস দেয়া হইসিল।'

এ ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডেরও ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন ওই সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করা মাহফুজ আলম। তিনি লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন ব্যবস্থা বিলোপের বদলে ন্যূনতম সংস্কার ও ঐকমত্য কমিশন নাম দিয়ে জনগণকে বিচ্ছিন্ন এবং হতাশ করা হলো। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন থেকে বিএনপিও অন্তরিণ সরকারের বিরুদ্ধে গেল আর বিএনপিও ঠেকাতে জামাতকে কোলে নিলো অন্তরিণ।'

মাহফুজ আলম লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন ছাত্ররা বিপ্লবী সংগঠনে রূপ না নিয়ে লুম্পেন চরিত্রের ক্লাব আর মবে রূপ নিয়েছিল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন মিডিয়া আর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা প্রযোজিত হলো। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন অন্তরিণ সরকার পলিটিক্যাল থেকে আমলাতান্ত্রিক হলো এবং আমলানির্ভর কিচেন ক্যাবিনেট থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু হলো। যে কিচেন ক্যাবিনেটের অধিকাংশ লোকই ছিল জামায়াত-বিএনপি বা লীগের ছুপা দালাল। যাদের কাছে জুলাই মানে ছিল, নিজেদের পরিবার, প্রজন্ম আর প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা।'

আরও যেসব বিষয় আওয়ামী লীগের ফেরার জন্য সহায়ক হয়েছে, তার তালিকায় মাহফুজ আলম লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে গণতন্ত্রের বদলে সংঘতন্ত্র জয়ী হল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন নতুন মিডিয়া অনুমোদনে বাধা দেওয়ার জন্য একজোট হইসিল কিচেন ক্যাবিনেট। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন জুলাই ঘোষণাপত্র কিংবা সনদের প্রক্রিয়া তুলে দেয়া হইসিল আমলাতন্ত্র আর ভেস্টেড ইন্টারেস্ট গ্রুপের হাতে। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন বাম-শাহবাগী পিটাইলে আনন্দ পেয়েছিল মজলুমগণ।'

মাহফুজ আলম লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছিল, যেদিন এদেশে কাওয়ালি/ইনকিলাবি কালচারের মতন রিগ্রেসিভ কালচার-ব্যবস্থা দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ মোকাবেলার মহারম্ভ হয়েছিল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন নির্বাচনি বাঁটোয়ারার মাধ্যমে সংস্কার ও বিচারকে কম্প্রোমাইজ করা হলো এন্ড বিএনপি-জামাতের বার্গেইনিং টুল বানানো হলো। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন কমিশন, ট্রাইবুন্যাল, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিকে একটি আদর্শের লোকদের মাধ্যমে ক্ষমতারোহণের বার্গেইনিং টুলে পরিণত করা হল। লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন কালচারালি-ইন্টেলেকচুয়ালি যারা জুলাইয়ে আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তাদের বাদ দিয়ে জিরো কন্ট্রিবিউশন গুণ্ডদের ক্ষমতায়িত করা হলো।'

এই তালিকা আরও বাড়বে বলে পোস্টের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন মাহফুজ আলম।

নিউইয়র্কে চলন্ত গাড়ি উল্টে আতঙ্ক অল্পের জন্য রক্ষা চালকের

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্কের জ্যামাইকা অ্যাভিনিউ ও পার্সন্স বুলেভার্ডের কর্নারে শনিবার (২৩ মে ২০২৬) রাত আনুমানিক ১০টার দিকে একটি সাদা রঙের চলন্ত গাড়ি উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আকস্মিক এ দুর্ঘটনায় এলাকাজুড়ে সাময়িক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার পরপরই গাড়ির চালক নিজেই গাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের সদস্যরা চালকের শারীরিক অবস্থা এবং দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ির পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন।

তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে কী কারণে গাড়িটি উল্টে যায়, সে বিষয়ে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে SAARA-এর নতুন নেতৃত্ব : সভাপতি মো. বেলাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান সরদারের নেতৃত্বে ২০২৬-২০২৮ কমিটি ঘোষণা

মোঃ বেলাল হোসেন, সভাপতি

নূরুজ্জামান সরদার, সাধারণ সম্পাদক

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশীয় রিয়েল এস্টেট পেশাজীবীদের অন্যতম সংগঠন South Asian American Realtor Association (SAARA)-এর নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটি ২০২৬-২০২৮ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংগঠনের নতুন নেতৃত্বে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যক্তিত্ব মোঃ বেলাল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কমিউনিটি সংগঠক নূরুজ্জামান সরদার।

গত ০৫ নভেম্বর ২০২৬ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হালাল ডাইনারে (84-47 Passon Blvd) অনুষ্ঠিত SAARA-এর সাধারণ সভা প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি সারওয়ার খান বাবু এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল হোসেন।

সভায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সদস্যদের পেশাগত উন্নয়ন, দক্ষিণ এশীয় রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং কমিউনিটির মধ্যে SAARA-এর কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ডিরেক্টর নির্বাচন করা হয় এবং বোর্ড সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে ২০২৬-২০২৮ মেয়াদের পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

নবগঠিত কার্যকরী কমিটি রয়েছে, সভাপতি মোঃ বেলাল হোসেন, সহ-সভাপতি আবুল ফজল ইসলাম দিদার, সহ-সভাপতি মোঃ কে. আহম্মেদ জসিম, সহ-সভাপতি মোঃ মাসুদ প্রামানিক, সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান সরদার, সহ-সাধারণ সম্পাদক মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম রেজা, কোষাধ্যক্ষ শামীম নাছের, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান সাঈদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা আদান ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক গোলাম হাসান ,প্রচার সম্পাদক মোঃ আতাউর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেলিম ইব্রাহীম, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ফারহানা এফ. চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাদমান জামান।

কার্যকরী সদস্য হিসেবে রয়েছে , [illegible] সিরাজী, এইচ.এম [illegible], [illegible]মীম আহম্মেদ, [illegible] সামিউর করিম [illegible], মোহাম্মদ এম [illegible] রিয়াদ হোসেন, মোহাম্মদ হাবিব, মোহাম্মদ রহমান সাদি, সুমন রায়, সাবিনা চৌধুরী, শাহরিয়ার আলম, জান্নাতুল মাহিমা, জিনিয়া আকতার ও মুনমুন সাহা। এছাড়া উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে , চিফ এডভাইজার সারওয়ার খান বাবু, এডভাইজার মেহের খানজাদা, কাজী বি. আহম্মেদ, জসিম চৌধুরী, মোহাম্মদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আর তালুকদার ও সাইফুল ইসলাম। বোর্ড অব ডিরেক্টর রয়েছে, সারওয়ার খান বাবু, মোঃ বেলাল হোসেন, মোঃ হাবিবুর রহমান, আবুল ফজল ইসলাম দিদার, আসিফ চৌধুরী, মোঃ কে আহম্মেদ জসিম, এমডি আবু চৌধুরী, আদান ইসলাম, মোহাম্মদ মাসুদ প্রামানিক, নূরুজ্জামান সরদার, এইচ.এম ইকবাল, মির্জা মোহাম্মদ হোসাইন, মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মোঃ এম. সিরাজী ও শামীম নাছের।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সারওয়ার খান বাবু, মোঃ বেলাল হোসেন, আবুল ফজল ইসলাম দিদার, হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ চৌধুরী, মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, নূরুজ্জামান সরদার, মাসুদ প্রামানিক, মোহাম্মদ এম. সিরাজী, মিজানুর রহমান সাঈদ, মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মোঃ এম রহমান, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ কে. আহম্মেদ জসিম, আদান ইসলাম, সামিউর করিম আলমগীর, সাদমান জামান, এমডি আবু এস. চৌধুরী, ফারহান চৌধুরী, এইচ.এম ইকবাল, শামীম নাছের, আফিস চৌধুরী ও শামীম আহম্মেদ।

সভা শেষে উপস্থিত সদস্যরা নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ বেলাল হোসেন বলেন, "ঝঅঅজঅ-কে আরও শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও কার্যকর সংগঠনে পরিণত করতে আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবো।" সাধারণ সম্পাদক নূরুজ্জামান সরদার সংগঠনের অগ্রযাত্রায় সকল সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সভার সফল সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৬তম ব্রুকলিন পথমেলায় বাঙালি সংস্কৃতির জয়গান

লিটল বাংলাদেশে হাজারো মানুষের মিলনমেলা, প্রবাসে একদিনের জন্য ফিরে এলো বাংলাদেশের প্রাণ

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের চার্চ অ্যাভিনিউ যেন একদিনের জন্য রূপ নেয় ছোট্ট এক বাংলাদেশে। বর্ণিল সাজ, দেশীয় পোশাক, ঐতিহ্যবাহী খাবারের সুবাস, লোকজ সংস্কৃতির আবহ আর হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশির মিলনমেলায় মুখর হয়ে ওঠে 'লিটল বাংলাদেশ' এলাকা। চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ)-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ১৬তম ব্রুকলিন পথমেলা পরিণত হয় প্রবাসে বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির এক অনন্য উৎসবে।

গত ৬ জুন ২০২৬ শনিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত চলা এই আয়োজনে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে কয়েক হাজার বাংলাদেশি অংশ নেন। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের নিয়ে মেলায় আসা দর্শনার্থীদের পদচারণায় পুরো এলাকা ছিল প্রাণচঞ্চল। অনেকের কাছে এটি ছিল দীর্ঘদিন পর প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ, আবার নতুন প্রজন্মের কাছে ছিল শেকড়কে নতুনভাবে আবিষ্কারের এক অনন্য উপলক্ষ।

মেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক হাজী আব্দুল কাদের মিয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফজলুল কাদের। সভাপতিত্ব করেন আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ, ব্যবসায়ী মো. জাফরউল্লাহ, ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল কাদের, কমিউনিটি লিডার কাজী আজমসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে কনভেনার মামুন উর রশীদ ও চিফ কো-অর্ডিনেটর আবুল এম মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে আয়োজক কমিটির সদস্যরা সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন।

মেলা উপলক্ষে পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তায় নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, বহুজাতিক নিউইয়র্ক নগরীর অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাঙালি কমিউনিটির সাংস্কৃতিক চর্চা ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অপরদিকে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য শাহানা হানিফ বলেন, এ ধরনের আয়োজন নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পৌঁছে দেওয়ার কার্যকর মাধ্যম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে হাজী আব্দুল কাদের মিয়া বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের বাংলাদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং কমিউনিটির মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ আরও সুদৃঢ় করাই এই পথমেলার মূল লক্ষ্য। তাঁর ভাষায়, "ব্রুকলিন পথমেলা শুধু একটি উৎসব নয়, এটি আমাদের শেকড়, পরিচয় ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক।"

মেলাজুড়ে ছিল দেশীয় পোশাক, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, গয়না, হস্তশিল্প, প্রসাধনী ও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকর্ষণীয় স্টল। প্রবাসীরা ঈদ, পারিবারিক অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দেশীয় পণ্য কেনাকাটায় ব্যাপক আগ্রহ দেখান। একই সঙ্গে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য এটি ছিল নিজেদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের বড় একটি প্ল্যাটফর্ম।

খাবারের অংশে ছিল দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। ফুচকা, চটপটি, ঝালমুড়ি, কাবাব, পিঠাপুলি, ভর্তা, আম ও বরইয়ের আচারসহ বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী নানা খাবারের স্টলে সারাদিনই ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। অনেকেই বলেন, প্রবাসে থেকেও এই মেলার মাধ্যমে তারা দেশের স্বাদ, গন্ধ ও আবেগকে নতুন করে অনুভব করার সুযোগ পান।

শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে আয়োজন করা হয় খেলাধুলা, রাইড, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণে মঞ্চ হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, যা দর্শকদের ব্যাপকভাবে মুগ্ধ করে। আয়োজকদের মতে, আগামী দিনের বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রজন্মের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা জাগিয়ে তুলতে এসব উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী শুভ্র দেব, বিন্দু কণা, শামীম সিদ্দিকী ও কামরুজ্জামান বকুলসহ খ্যাতিমান শিল্পীদের পরিবেশনায় মঞ্চে সৃষ্টি হয় এক মনোমুগ্ধকর আবহ। দর্শনার্থীরা গান, সঙ্গীত ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে উপভোগ করেন এক স্মরণীয় সন্ধ্যা।

কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নার্গিস আহমেদ, মো. কাদের মিয়া ও ফজলুল কাদেরসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে সংগঠনের সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন হাসানকে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরলস অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রয়াত নেতৃবৃন্দ আব্দুর রব, অধ্যাপক সরোয়ার বি. সালাম, ওবায়দুল হক, মিনহাজউদ্দিন বাবর, বেলায়েত হোসেন, মহিউদ্দিন মাহমুদ দুলাল, কামাল আহমেদ ও আবুল হোসেনের স্মৃতির প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ উপলক্ষে প্রকাশিত হয় দৃষ্টিনন্দন স্মরণিকা 'সওদাগর', যার মোড়ক উন্মোচন করেন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। এতে ব্রুকলিনের বাংলাদেশি কমিউনিটির ইতিহাস, সংগ্রাম, সাফল্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল র‍্যাফেল ড্র। প্রথম পুরস্কার হিসেবে একটি গাড়ি প্রদান করা হয়, যা দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। বিজয়ীর নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয় ১৬তম ব্রুকলিন পথমেলার আনুষ্ঠানিকতা।

আয়োজকরা জানান, প্রতিবছরই অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও মেলার পরিধি বাড়ছে। ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে আন্তর্জাতিক মানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রদর্শনী, তরুণ উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ এবং বাংলা ভাষা ও ঐতিহ্যভিত্তিক নতুন নতুন কর্মসূচি যুক্ত করে ব্রুকলিন পথমেলাকে বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১৬তম ব্রুকলিন পথমেলা আবারও প্রমাণ করেছে,ভৌগোলিক দূরত্ব যতই হোক না কেন, বাঙালির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা ও শেকড়ের টান কখনো মুছে যায় না। প্রবাসের মাটিতে এই আয়োজন শুধু বিনোদনের নয়, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাংলাদেশের ইতিহাস, কৃষ্টি ও পরিচয় বহন করে নিয়ে যাওয়ার এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন।

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা
প্রজ্ঞা পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন
PROGGA প্রজ্ঞা
The monthly newspaper
লেখা পাঠানোর ঠিকানা
Office : 5101 39th Avenue, New York, USA
Telephone : 1-917-310-3248, 1-917-302-5051
E-mail : progganews.us@gmail.com
Web : www.progganews.us

আনন্দঘন দিনব্যাপী চড়ুইভাতি আয়োজন ২০২৬

‘প্রকৃতির কাছাকাছি, মিলেমিশে মরিবাঁচি’
‘প্রকৃতির টানে, আনন্দের গানে– উদীচীর প্রীতি সম্মিলনী।’

দিনব্যাপী বিনোদন
গল্প, গান ও কবিতা আবৃত্তি
খেলাধুলা ও মজার আয়োজন
গল্প ও কৌতুক বলে হাসানোর পর্ব

বাস ছাড়ার সময়
সকাল ১০টা

বাস ছাড়ার স্থান : ডেরা রেস্টুরেন্টের সামনে
(72-09 Broadway, Jackson Heights, NY 11372)

আমাদের জীবনের ব্যস্ততাগুলো প্রিয়জনদের সাথে আমাদের যোগাযোগের দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে, তাই আসুন প্রিয়জনদের সাথে কিছুটা সময় আনন্দে কাটাতে প্রকৃতির কাছে যাই।

র‍্যাফেল ড্র
আকর্ষণীয় পুরস্কার
ও
চমকপ্রদ উপহার

২৮ জুন ২০২৬, রবিবার
আনন্দমুখর একটি দিন কাটাতে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ

সকাল ১০টা-১২টা
চমৎকার চা-নাস্তা
মজাদার চিকেন
বারবিকিউ

বিকেল ৪টা
গরম চা-ঝাল মুড়ি
দেশীয় পিঠা

সকাল ১২টা
নানারকম
মৌসুমি ফল পরিবেশন

দুপুর ২ : ৩০ মিনিটে
সুস্বাদু
দুপুরের খাবার

শিশুদের জন্য বিশেষ আয়োজন
লজেন্স-বিস্কুট

স্থান : Franklin D. Rossevelt State Park
2957 Crompond Road Yorktown Heights, New York

আহবায়ক : মিনহাজ আহম্মেদ শামু- 917-5679450, সদস্য সচিব : মুনমুন সাহা- 917-3494928
সদস্য : ইমন বিশ্বাস- 347-2797285, **দিলীপ মোদক** : 929-7370147, **অমিত বানিয়া** : 917-2093004,
ডা. আজিজুল হক : 646-5257989, **শুভ্রা নন্দী** : 929-4044883, **দীপু দাশ** : 347-6158345,
ফাহমিদা লুনা : 929-7278956, **সুচরিত দত্ত** : 929-5576298, **কাবির হোসাইন** : 202-7548437,
ফুলু রায় চৌধুরি : 929-5576481, **ফারজানা রুমা** : 347-8244398

ক্ল্যারা রোজারিও
সভাপতি

কল্লোল দাশ
সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী
যুক্তরাষ্ট্র সংসদ

বৈরী আবহাওয়াকেও হার মানালো প্রবাসীদের মিলনমেলা

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের 'বনছায়ায় একদিন' আয়োজন প্রাণবন্ত উৎসবে পরিণত

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাস জীবনের ব্যস্ততা, কর্মচাপ ও ভৌগোলিক দূরত্ব উপেক্ষা করে নির্মল আনন্দঘন পরিবেশে মিলিত হন নিউইয়র্কপ্রবাসী সাংবাদিক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের পরিবারবর্গ। আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ব্যতিক্রমধর্মী বনভোজন 'বনছায়ায় একদিন' গত ২৪ মে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের মনোরম হেকশার স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ আয়োজন উৎসবমুখর পরিবেশে এক আন্তরিক মিলনমেলায় রূপ নেয়।

দিনজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা ও বৈরী আবহাওয়ার পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও ক্লাবের সদস্যরা পরিবার-পরিজনসহ বনভোজনে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিকতা অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি আয়োজনটিকে আরও প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করে তোলে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, গ্রীষ্মকালজুড়ে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত বনভোজনসমূহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও সুসংহত করে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা সোসাইটির সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী দুলাল বেহেদু বলেন, "এই প্রবাসী সমাজই আমাদের কাছে বাংলাদেশ। আমরা সবাই একে অপরের আপনজন। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোই হওয়া উচিত আমাদের অঙ্গীকার।"

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য প্রদান করেন জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক রতন তালুকদার। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর ও মোহাম্মদ সাঈদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার এবং বনভোজন উপ-কমিটির আহ্বায়ক আবু কবর সিদ্দিক।

সভাপতির বক্তব্যে প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত ওসমান রচি বলেন, "বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও যারা আমাদের ভালোবাসা ও সমর্থন জানিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।" তিনি ক্লাব সদস্য ও তাদের পরিবারের প্রতিও ধন্যবাদ জানান।

বনভোজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মুখরোচক খাবারের আয়োজন। সকালে স্পটেই গরম গরম লুচি ভাজার আয়োজন অতিথিদের বাড়তি আনন্দ দেয়। পাশাপাশি গরম চা, বিকেলের পেঁয়াজু এবং মধ্যাহ্নভোজে পরিবেশিত সুস্বাদু কাচ্চি বিরিয়ানি ভোজনরসিকদের প্রশংসা কুড়ায়।

দিনব্যাপী আয়োজনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আড্ডা ও পারিবারিক আনন্দঘন পরিবেশের পাশাপাশি ছিল আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। প্রথম পুরস্কার হিসেবে সোনার চেইন জেতেন রোকেয়া দীপা। দ্বিতীয় পুরস্কার ল্যাপটপ পান মিসেস পাহলভী এবং তৃতীয় পুরস্কার অ্যাপল ওয়াচ জেতেন মিসেস মঞ্জুরুল ইসলাম। এছাড়াও ছিল আরও নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার। লুডু খেলায় প্রথম হয়ে হাসিনা আক্তার জিতে নেন কানের দুল।

সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী আফজাল হোসেন ও শেখ নীলিমা শশী। গান, আড্ডা, হাসি আর প্রবাসী জীবনের আবেগঘন মিলনে দিনশেষে বনভোজনটি হয়ে ওঠে স্মরণীয় এক আয়োজন।

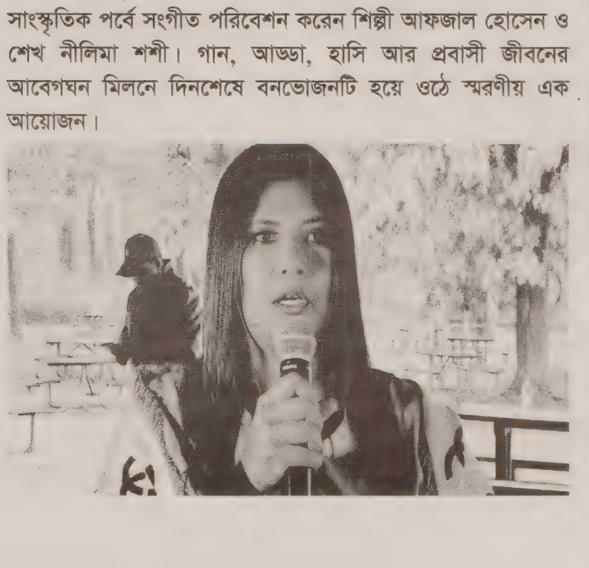

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় "টপ ডক্টর" সম্মাননা পেলেন সিলেটের কৃতী সন্তান ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : বাংলাদেশের গর্ব এবং সিলেটের কৃতী সন্তান, বিশিষ্ট নেফ্রোলজিস্ট ও সিলেট কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে আবারও একটি মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। তিনি পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিলাডেলফিয়াভিত্তিক খ্যাতনামা প্রকাশনা Philadelphia Magazine কর্তৃক ২০২৬ সালের "Top Doctor" সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অসামান্য অবদান, পেশাগত দক্ষতা, মানবিক সেবা এবং কিডনি রোগীদের কল্যাণে নিরলস কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় চিকিৎসক হিসেবে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখে শহীদ হওয়া অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দিন আহমেদের সুযোগ্য সন্তান। তাঁর মা অধ্যক্ষ হোসেনে আরা আহমেদ ছিলেন নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রদূত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী হোসেনে আরা আহমেদ সিলেট মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং আমৃত্যু সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

পিতা-মাতার আদর্শকে ধারণ করে ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছেন। সিলেটে প্রতিষ্ঠিত কিডনি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ছয় বছর ধরে চ্যারিটি ডায়ালাইসিস সেন্টার পরিচালনার পর বর্তমানে একটি আধুনিক ১২ তলা কিডনি ও বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারির সময়ও ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কয়েক মিলিয়ন ভ্যাকসিন, ৮৫০টি ভেন্টিলেটরসহ বিপুল পরিমাণ চিকিৎসা সরঞ্জাম বাংলাদেশে পাঠানোর উদ্যোগে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া মহামারির কঠিন সময়ে সিলেটে অধিকাংশ হাসপাতাল কার্যক্রম সীমিত করে ফেললেও কিডনি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দুটি কোভিড হাসপাতাল ছয় মাসব্যাপী নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয় এবং হাজারো রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

চিকিৎসা, মানবসেবা ও সমাজকল্যাণে তাঁর এই অনন্য অবদান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন করে স্বীকৃতি পাওয়ায় দেশ-বিদেশের বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। সুধীজনেরা ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং মানবকল্যাণে অব্যাহত কর্মময় জীবনের জন্য শুভকামনা প্রকাশ করেছেন।

বাড়ি-ভাড়া,
বাড়ি-কেনা/বেচা পাত্র/পাত্রী চাই
হারিয়েছে, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকীসহ
বিশেষ দিনের শুভেচ্ছা
বিজ্ঞাপন দিন
প্রজ্ঞা
The monthly newspaper

Two Years in the Making : Taosif Akbar's Distinctive Short Film Nishirdaak Unveils a New Dimension of Mystery

Psychological tale of identity, memory, and guilt captivates audiences as filmmaker announces plans for a sequel

Progga News Desk : The much-anticipated short film Nishirdaak, directed by emerging filmmaker Taosif Akbar, has officially premiered, offering audiences a compelling blend of mystery, psychology, Bengali folklore, and deeply personal storytelling. The screening was met with enthusiastic applause and widespread praise, with viewers commending the film's unique narrative and artistic execution.

Demonstrating remarkable creative independence, Taosif Akbar personally handled nearly every major aspect of the production, including the story, screenplay, direction, editing, cinematography, camera operation, and music. Jibraan Amir served as assistant writer, while Nasir Khan contributed as assistant director and co-writer. Costume design was led by Arufa Hossain, and RBMC Studios collaborated on the film's set and props.

During a post-screening question-and-answer session, Akbar revealed that Nishirdaak took nearly two years of research, planning, and dedicated work to complete.

"I hope audiences will not only experience a mysterious story but also find a personal connection with its themes of memory, identity, and emotional struggle," he said.

Encouraged by the overwhelmingly positive response from viewers, the filmmaker also announced that development is already underway for Part Two of Nishirdaak.

The film follows Tariq, an immigrant who relocates to the United States several years after the death of his wife in search of a fresh start. Upon arriving, he immediately begins working at his brother-in-law's restaurant despite strong objections from his sister. As Tariq struggles to adapt to a new country and the exhausting realities of immigrant life, he finds himself relentlessly haunted by

memories of the past and the burden of broken promises. The story explores the blurred boundaries between reality and memory, presenting the emotional journey of a man carrying unresolved grief into an unfamiliar world.

Speaking about the origins of the project, Akbar explained that Nishirdaak began as scattered notes in a notebook while he was researching Bengali folklore nearly two years ago. Initially conceived as a purely supernatural narrative, the project gradually evolved into a more intimate and psychologically driven story centered on loss, identity, and human resilience.

The filmmaker shared that the inspiration stemmed from his own experience of living between two identities—his official name and his nickname—which often felt disconnected from one another. That personal conflict became the foundation for exploring themes of identity, memory, guilt, compartmentalization, and emotional escape throughout the film. Although Akbar has spent the past 15 years creating short skits, advertisements, social media content, and creative projects for various organizations and brands, Nishirdaak represents the most ambitious undertaking of his career to date.

He also stated that he intends to spend the coming year refining his skills as a filmmaker before beginning work on his next major cinematic project.

Family members, including the filmmaker's parents, siblings, cousins, and relatives, attended the premiere and expressed their pride in the successful debut. Special appreciation was also extended to the Rahman family and AYAM Restaurant for their support throughout the production.

Produced under the banner of Ekhon Studios Productions, Nishirdaak is more than a mystery short film. It is a thoughtful exploration of immigrant isolation, fractured identity, grief, and the enduring weight of memory. Audience members and cultural observers alike described the film as a promising example of independent filmmaking that showcases the creativity of a new generation and opens fresh possibilities for the future of Bengali cinema.

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে 'লেখকের অঙ্গন'-এর ২৫তম আসর অনুষ্ঠিত

গ্রন্থালোচনায় উঠে এলো বিশ্বসাহিত্য, ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা ও ভাষা আন্দোলনের চেতনা

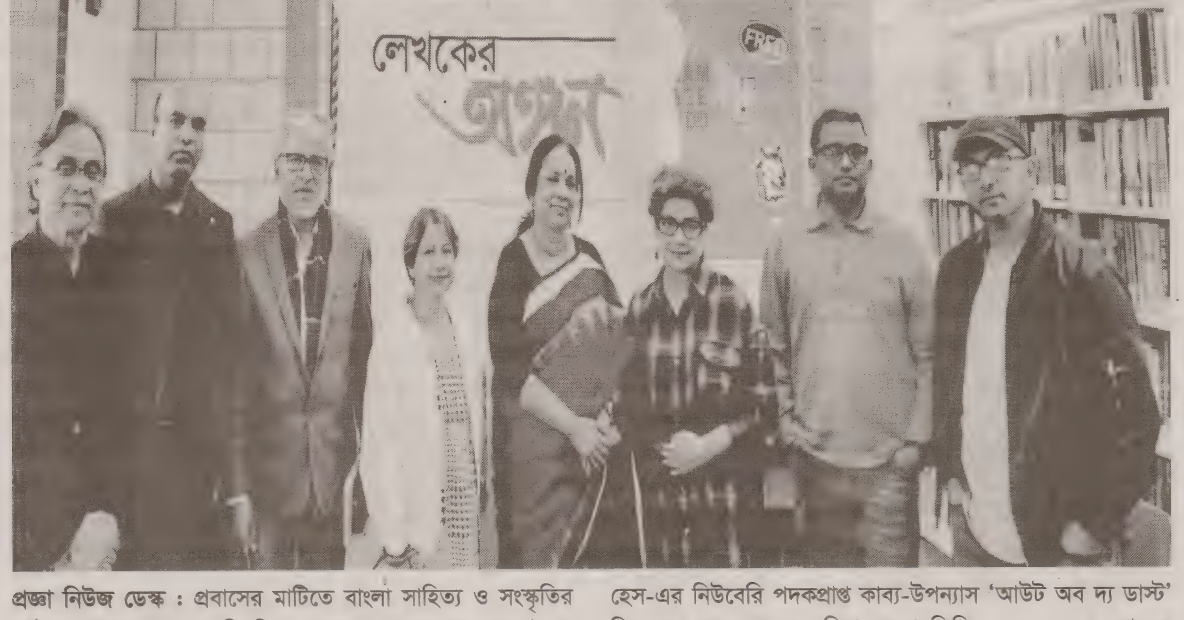

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : প্রবাসের মাটিতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকে বেগবান করতে নিয়মিত আয়োজন 'লেখকের অঙ্গন'-এর ২৫তম গ্রন্থালোচনা অনুষ্ঠান গত ৩০ মে ২০২৬, শনিবার নিউইয়র্কের কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যপ্রেমী, লেখক ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নীরা কাদরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমেরিকার জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক ক্যারেন হেস-এর নিউবেরি পদকপ্রাপ্ত কাব্য-উপন্যাস 'আউট অব দ্য ডাস্ট' নিয়ে আলোচনা করেন দিমা নেফারতিতি। ১৯৩০-এর দশকের ওকলাহোমার ভয়াবহ ধূলিঝড়, মহামন্দা ও খরাকবলিত এক কৃষক পরিবারের কিশোরী বিলি জো-এর জীবনসংগ্রাম, মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, শোককে শক্তিতে রূপান্তর এবং জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি নিয়ে রচিত এ উপন্যাস। দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ আলোচনায় দিমা নেফারতিতি বলেন, উপন্যাসটির আঙ্গিক, বিষয়বস্তু এবং জীবনবাস্তবতার গভীর অনুসন্ধানী বার্তাই এর মূল আকর্ষণ। আশা, সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও মানবিকতার শিক্ষা বইটিকে সর্বস্তরের পাঠকের জন্য একটি অনুপ্রেরণাদায়ক ক্ল্যাসিক রচনায় পরিণত করেছে।

পরবর্তী আলোচক স্বপন বিশ্বাস প্রখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক হারমান হেস-এর 'সিদ্ধার্থ' গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন, যার বাংলা অনুবাদ করেছেন জাফর আলম। তিনি বলেন, ১৯২২ সালে রচিত এই উপন্যাসে গৌতম বুদ্ধের পরিচিত জীবনকাহিনিকে অতিক্রম করে এক নতুন বোধ ও দার্শনিক অনুসন্ধানের জগৎ নির্মাণ করেছেন লেখক। মানবাত্মার নির্বাণ লাভের প্রক্রিয়া, আত্ম-অনুসন্ধান এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের নানা দিক বইটিতে গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। হারমান হেসে দেখিয়েছেন, আধ্যাত্মিকতা মানে জীবনবিমুখতা নয়; বরং পৃথিবী ও মানবজাতির প্রতি ভালোবাসার মধ্যদিয়ে বৈশ্বিক ঐক্যের পথে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

এরপর অভিক সোবহান আলোচনা করেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত লেখক রাহাত আবিরের ইংরেজি উপন্যাস 'বেঙ্গল হাউন্ড' নিয়ে। তিনি বলেন, ২০২৩ সালে প্রকাশিত এই ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীমূলক উপন্যাসটির পটভূমি ১৯৬০-এর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতাপূর্ণ ঢাকা। শেলি নামের এক হিন্দু ছাত্রী এবং রোক্সানা নামের এক মুসলিম তরুণীর করুণ প্রেমকাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত এ উপন্যাসে জাতীয়তাবাদ, প্রেম, বিচ্ছেদ এবং ব্যক্তিজীবনে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। জাদুবাস্তবতার উপাদানে সমৃদ্ধ উপন্যাসটি শুরুতে একরৈখিক মনে হলেও, সমান্তরাল চিত্রকল্প ও আবেগঘন বর্ণনার দুর্লভ সমন্বয় পাঠককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থান থেকে

পরবর্তী পাতা ৭, কলাম ২

তোফায়েল আহমেদ : অল্প কথায় স্বল্প স্মৃতি

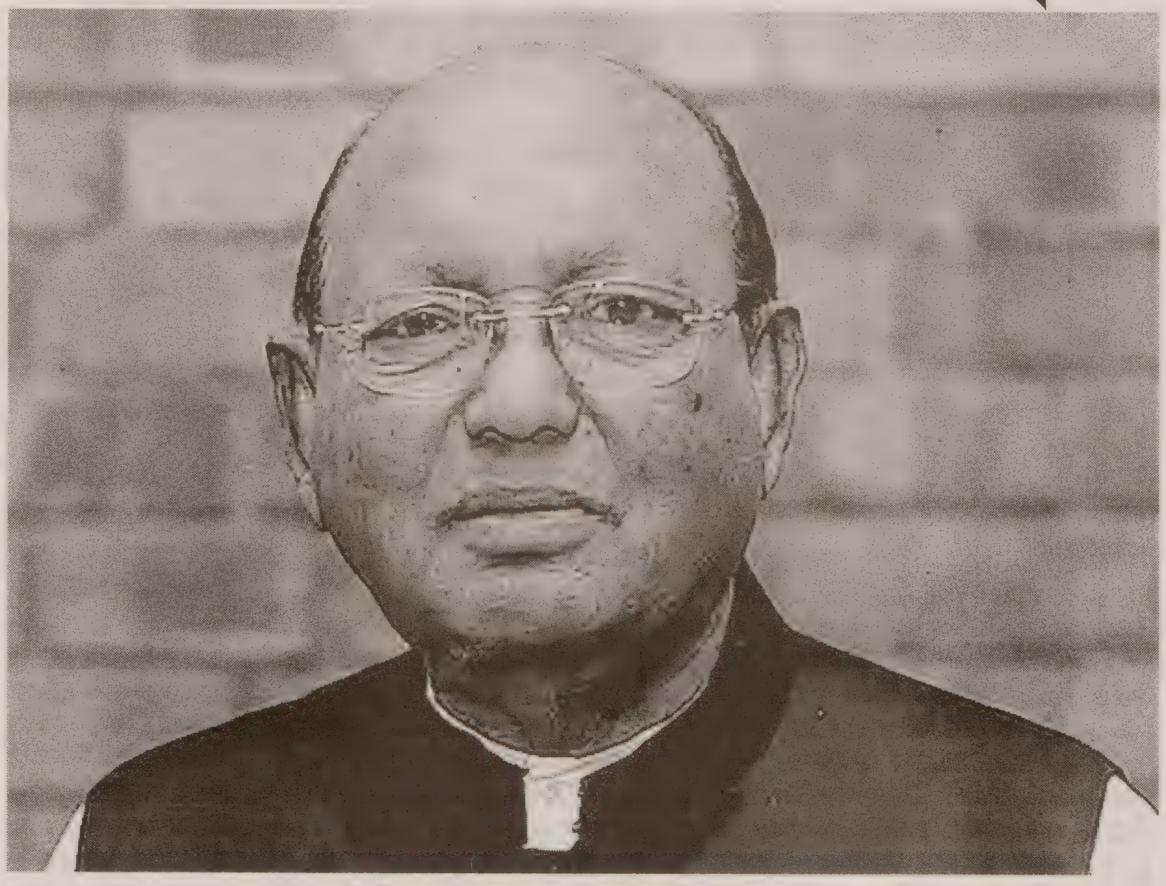

তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে অনেক স্মৃতি বা তিনি আমার অতি পরিচিত বললে ভীষণভাবে বাড়িয়ে বলা হবে। তাঁর নাম প্রথম শুনেছিলাম উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময়। তখন ডাকসুর ভিপি হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা।

বলতে গেলে, শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানীর মতো জাঁদরেল নেতাদের চেয়ে তখন বোধ হয় বেশি পরিচিত ছিলেন আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ ও তোফায়েল আহমেদের মতো ডাকসাইটে ছাত্রনেতারা। তাঁদের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দৌড়ে পালালেন, বঙ্গবন্ধু ও অন্যদের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলো পাকিস্তান সরকার। আমি তখন হাইস্কুলের শেষ দরজায়। সরকারি চাকুরে বাবার সরকারি স্কুলে পড়া নিরীহ ছাত্র।

অনেক বছর পর তোফায়েল আহমেদের গল্প শুনেছিলাম বাবার মুখে। ধানমন্ডিতে বাবার বাড়ি, চাকরিস্থল চট্টগ্রামে। ১৯৭২-এর শুরুতে পুরোনো ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল আর লাগানো হলো 'টু-লেট'। বাড়িটি আবাহনী মাঠের পশ্চিম দিকে ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে ৫৭ মিনিটের হাঁটা পথ। তোফায়েল আহমেদ নতুন সরকারের প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব। 'টু-লেট সাহেব', অর্থাৎ বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, বাড়িটি ভাড়া নেওয়ার জন্য। রাজনৈতিক সচিব হিসেবে তোফায়েল আহমেদের বাড়িভাড়া বাবদ সরকারি বরাদ্দ ছিল মাসিক সাড়ে সাত শ টাকা। সেই টাকায়ই রফা হলো। আগের ভাড়াটে যে সাড়ে ছয় শ টাকা দিত, সেই কথাটি বাবা তোফায়েল আহমেদকে বলেছিলেন কি না, জানি না।

আজকের কেচ্ছা শুরু তারও তিন বছর পর। ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে বাবা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় বদলি হলেন। ওই নিয়ম এখন আছে কি না, জানি না। তবে তখন নিয়ম ছিল, সরকারি চাকুরে যে শহরে বদলি হবেন বা বাস করবেন, সেই শহরে তাঁর ১০ বছরের বেশি সময় ধরে নিজস্ব বাড়ি থাকলে সরকারি আবাসনসুবিধা পেতেন না। তত দিনে বাবার ধানমন্ডির বাড়ির বয়স প্রায় ১৫ বছর হয়ে গেছে। সমস্যা হয়ে দাঁড়াল তোফায়েল আহমেদের মতো জাঁদরেল ভাড়াটেকে বাড়ি ছাড়ার কথা বলা।

দুরু দুরু বক্ষে ঢাকায় এসে কাঁচুমাচু করে বলেই ফেললেন। অর্থাৎ ঢাকায় বদলি হয়েছেন, তাই নিজ বাসায় থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অনেক পরে বাবার মুখে শুনেছিলাম, তোফায়েল আহমেদের একটাই প্রশ্ন ছিল, 'কোন দিন বাড়ি ছাড়তে হবে?' বাবার উত্তর, 'এক মাসের মধ্যে ছাড়লে উপকার হয়।' কোনো উচ্চবাচ্য না করে মাস পেরোনোর আগেই তিনি বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পড়াশোনার জন্য আমি দেশ ছেড়েছিলাম ১৯৭৩ সালে। অর্থাৎ সেই সময়গুলোতে আমি দেশে ছিলাম না। বাড়ি কেচ্ছার দ্বিতীয় কিস্তি ঘটেছিল সম্ভবত ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে। ১৯৭৫ সালের আগস্টের পালাবদলের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগের অনেক নেতার মতোই তোফায়েল আহমেদও ছিলেন জেলে। নতুন শাসকেরা পুরোনো আমলের হোমরাচোমরাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলায় মালমসলা সংগ্রহে ভীষণ ব্যস্ত।

সম্ভবত তোফায়েল আহমেদের বিরুদ্ধে জুতসই মালমসলার হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। সামরিক গোয়েন্দারা বাবাকে তলব করল। 'তোফায়েল আহমেদ তো আপনার বাড়ি দখল করেছিল?' বাবার স্বাভাবিক উত্তর ছিল, 'না, উনি আমার ভাড়াটে ছিলেন, যখন বাড়ি ছাড়তে বলেছি, তখনই ছেড়ে দিয়েছিলেন।' ওই সামরিক জেরার তিনচার দিন পর তোফায়েল আহমেদের স্ত্রী নাকি বাবার বাসায় এসে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

দুই.

অন্তত বছর পনেরো বা তার বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। সুশীল সমাজের দু-চারটা আলোচনা সভায় তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে দু-চারবার দেখা হয়েছিল। প্রথমবার তাঁর সঙ্গে মঞ্চে বসে বুঝতে পারছিলাম, উনি মঞ্চে উপবিষ্ট পাশের ব্যক্তিকে আমার ব্যাপারে ফিসফিস করে 'এই লোকটা কে' গোছের প্রশ্ন করেছিলেন। সভার শেষে তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে একটা বেফাঁস কথা বলেই ফেললাম, 'আমি অমুকের ছেলে।' সঙ্গে সঙ্গেই বাবার ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করলেন। কয়েক মাস পর ওই গোছেরই আরেকটা আলোচনা সভায়মঞ্চে না শ্রোতার সারিতে ছিলাম, সঠিক মনে পড়ছে না। তোফায়েল আহমেদ সামরিক গোয়েন্দাদের আমার বাবাকে তলব করার কথা জোর গলায় বর্ণনা করলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কথিত দুর্নীতির কল্পিত মালমসলা অকাতরে সাপ্লাই না করার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলেন।

তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুর সংবাদের পর তাঁর জীবনীসংক্রান্ত কোনো বই আছে কি না, সে প্রশ্ন রেখেছিলাম গুগল চাচার কাছে। গুগল চাচা নিরুত্তর। প্রত্যেক মানুষের মতো রাজনীতিবিদদের জীবনে থাকে অনেক কিছু ভালো, তার সঙ্গে কিছু খারাপও। আমাদের জাতি গঠনে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, আমাদের প্রথিতযশা রাজনীতিবিদদের জীবনকাহিনির অত্যন্ত অভাব। অকাতরে তেল মালিশ করার জীবনী আছে ভূরি ভূরি, কিন্তু আমরা এখনো রাজনীতিবিদদের নির্মোহ জীবনী লিখতে শিখতে পারিনি।

ড. শাহদীন মালিক সিনিয়র অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

যে কৌশলে ইরান এখন নতুন আঞ্চলিক পরাশক্তি

প্রজ্ঞা ডেস্ক : গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তেহরান তার আন্ত-আঞ্চলিক প্রতিরোধকৌশল এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষানীতির এক চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পর বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ইরানি জনগণের মধ্যে যে সুদৃঢ় জাতীয় ও সামাজিক সংহতি দেখা গেছে, তা ইরান রাষ্ট্রকে বিরাট সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে গেছে।

এ পরিস্থিতি আক্রমণকারীদের সামরিক প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ইরানের মাটি ছাড়িয়ে পুরো অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে।

চলমান যুদ্ধ এবং ২০২৫ সালের জুনের ১২ দিনের যুদ্ধের আগপর্যন্ত ইরানের প্রতিরোধকৌশলের নীতি ছিল 'আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা'। দেশের সীমানার বাইরে লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনজুড়ে বিস্তৃত 'প্রতিরোধ অক্ষ' নেটওয়ার্ক দিয়ে এই কৌশল গড়ে তোলা হয়।

তবে এই যুদ্ধ আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ইরানের হাতে আরও অনেক কার্ড রয়েছে। বিশেষত হরমুজ প্রণালি ও এর সূত্রে বৈশ্বিক তেল সরবরাহের একটি বড় অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা ইরানের জন্য বিরাট হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

ফলে এই যুদ্ধ ইরানকে তার ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূরাজনীতির গুরুত্ব নতুন করে অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে। যুদ্ধকে পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে এবং উপসাগরে মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোতে আঘাত হেনে তেহরান বিশ্ব অর্থনীতির ভঙ্গুর দশাকে প্রমাণ করে ছেড়েছে।

বর্তমানে ইরানের কৌশলটি নিজস্ব আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ও বহিরাগত অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষানীতির এক যুগলবন্দী। তবে অতীতের তুলনায় এর পার্থক্য হলো, প্রতিরোধব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর শুরু হচ্ছে খোদ ভূখণ্ড থেকে এবং আঞ্চলিক মিত্রশক্তিগুলোর সম্পূরক সমর্থনকে দ্বিতীয় স্তরে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিরক্ষাব্যবস্থা

মূল ভূখণ্ডে ইরানের এই কার্যকর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তার মিত্রদেরও নতুন করে উজ্জীবিত করেছে। তারা যেন নিজেদের কার্যক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের আঞ্চলিক মিত্ররা এই বয়ান দিয়ে আসছিল যে 'প্রতিরোধ অক্ষ'-ভুক্ত দেশগুলো আদতে ইরানের হাতের পুতুল। ইরান কেবল নিজের জাতীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য এদের ব্যবহার করে। কিন্তু চলমান যুদ্ধে ইরানের নিজস্ব প্রতিরক্ষা এবং একই সঙ্গে ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যকার যুদ্ধবিরতি আলোচনার প্রেক্ষাপটে হিজবুল্লাহর প্রতি তাদের জোরালো সমর্থন প্রমাণ করে দিয়েছে যে ইরান তার আঞ্চলিক মিত্রদের কতটা আন্তরিক মূল্যায়ন করে।

এর সর্বশেষ প্রমাণ মিলল গত সোমবার, যখন ইরান হুমকি দিয়ে বলে যে ইসরায়েল যদি বৈরুত ও এর দক্ষিণাঞ্চলীয় দাহিয়ায় হামলা চালায়, তবে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান যুদ্ধবিরতি আলোচনা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবে। এর সোজা অর্থ হলো, যুদ্ধবিরতি হতে হলে তা সব ফ্রন্টেই কার্যকর হতে হবে।

এ পরিস্থিতি ইরানকে কার্যত এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তাদের আঞ্চলিক ভূমিকাকে বৈশ্বিক মাত্রা এনে দিয়েছে। পাশাপাশি উপসাগরীয় দেশগুলোতে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রাখার কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছে।

আঞ্চলিক ক্ষমতার সমীকরণে ইসরায়েলের অবস্থানও বদলে গেছে। যুদ্ধের আগে, বিশেষত ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের ঘটনার পর, তেল আবিব নিজেকে এই অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর হামলা চালানোকে নিয়মে পরিণত করেছিল।

ইরানের সামরিক প্রতিরোধ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা ইসরায়েলের সেই পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি বলা যেতে পারে, এই সংঘাতের পর ইসরায়েল নয়; বরং ইরানই আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

সম্মিলিত নিরাপত্তা

এই যুদ্ধ উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রচলিত 'সম্মিলিত নিরাপত্তাব্যবস্থা'র ধারণাকেও ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনতে হলে এমন একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক বলে আগে ভাবা হতো। কিন্তু এই যুদ্ধ এমন ভাবনার বৈপরীত্য ও ফাঁকফোকরগুলো হাজির করেছে।

আরব দেশগুলো এখন এক নতুন নিরাপত্তা সংকটের সম্মুখীন। বছরের পর বছর ধরে মার্কিন বাহিনীকে নিজেদের দেশে আশ্রয় দিয়ে এবং বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম কেনার পরও যখন ইরানি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলে পড়ল, তখন মার্কিনরা ন্যূনতম নিরাপত্তাও দিতে পারেনি। ফলে উপসাগরীয় দেশগুলো এখন ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রউভয় পক্ষের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলের রাজনৈতিক-নিরাপত্তা সমীকরণ এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার এই মুখোমুখি সংঘাতের পরবর্তী পরিণতির ওপর।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উপসাগরীয় দেশগুলো এখন দুই পক্ষকে একটি টেকসই শান্তির দিকে এগিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করছে, যেন অঞ্চলে আর কোনো অস্থিরতা তৈরি না হয়। আরব নেতারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইরানের প্রতি কিছুটা নমনীয় হয়ে শান্তিচুক্তি মেনে নেওয়ার জন্য জোরালো তাগিদ দিচ্ছেন।

আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্যের লড়াইয়ে কার আসল শক্তি, সক্ষমতা বা অবস্থান ঠিক কোথায়, তা উন্মোচন করার জন্য হয়তো এ যুদ্ধেরই প্রয়োজন ছিল। নিশ্চিতভাবেই এটি ইরানকে তার সামরিক শক্তি ও কৌশলগত সীমাবদ্ধতাগুলো নতুন করে চিনতে সাহায্য করেছে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য হলেও ইরানের পররাষ্ট্রনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দুকে পারমাণবিক ইস্যু থেকে সরিয়ে তার প্রতিরোধকৌশলের ভূরাজনৈতিক সুবিধার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

–কেহান বারজেগার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

‘গিহনের কলঙ্ক’ : যে ম্যাচ চিরতরে বদলে দেয় বিশ্বকাপের নিয়ম

প্রজ্ঞা ডেস্ক : ১৯৮২ সালের ২৫ জুন স্পেনের এল মোলিনন স্টেডিয়ামে যা ঘটেছিল, তা ফুটবল নামক ‘বিউটিফুল গেম’-এর গায়ে লেপ্টে দিয়েছিল এক গাঢ় দাগ। তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যকার সেই ম্যাচটি ‘গিহনের কলঙ্ক’ (Disgrace of Gijon) নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। এটি ছিল দিনের আলোয় হাজারো দর্শকের সামনে ‘স্পোর্টসম্যানশিপ’-কে গলা টিপে হত্যার এক ন্যক্কারজনক ঘটনা। স্পষ্ট করে বললে, ম্যাচ পাতানোর এক ঘৃণ্য গল্প। ফলাফল হিসেবে খোদ ফিফাকে তাদের বিশ্বকাপের নিয়ম চিরতরে বদলে ফেলতে হয়।

১৯৮২ সালের বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব। তখন নিয়মের ফাঁক-ফোকর ছিল বেশ। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচগুলো এখনকার মতো একই সময়ে অনুষ্ঠিত হতো না। তাই মাঠে নামার আগেই দলগুলো জানত, ঠিক কী কী সমীকরণ মেলালে পরের রাউন্ডে যাওয়া সম্ভব।

দুই নম্বর গ্রুপে আলজেরিয়া ততক্ষণে সব ম্যাচ খেলে ফেলেছে। আফ্রিকার দেশটির পয়েন্ট ছিল তিন ম্যাচ শেষে ৪ (তখন প্রতিটি জয়ের জন্য ২ পয়েন্ট দেওয়া হতো)। এমনকি বিশ্বকাপে নিজেদের অভিষেক ম্যাচে তারা পশ্চিম জার্মানির মতো পরাশক্তিকে ২-১ গোলে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল। এরপর অস্ট্রিয়ার কাছে ২-০ গোলে হেরে গেলেও চিলির বিপক্ষে ৩-২ গোলের জয় তুলে নেয় আলজেরিয়া।

গিহনে অনুষ্ঠিত পশ্চিম জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার ম্যাচটি ছিল ওই গ্রুপের শেষ লড়াই। অস্ট্রিয়ানদের পয়েন্ট ছিল দুই ম্যাচে ৪, আর সমান ম্যাচে জার্মানদের অর্জন ছিল ২ পয়েন্ট। সমীকরণটা ছিল একদম পরিষ্কার। পশ্চিম জার্মানি যদি ১-০ বা ২-০ গোলে জেতে, তবে গোল ব্যবধানে আলজেরিয়াকে ছিটকে দিয়ে তারা ও অস্ট্রিয়াড় দুই দলই চলে যাবে দ্বিতীয় রাউন্ডে!

ম্যাচের ১১তম মিনিটে হর্স্ট রুবেশ গোল করে পশ্চিম জার্মানিকে এগিয়ে দেন। সেই মুহূর্ত পর্যন্ত খেলায় অন্তত প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা আমেজ ছিল। কিন্তু এরপরই শুরু হয় আসল নাটক। গোলের পর দুই দল যেন হঠাৎ করেই ফুটবল খেলা ভুলে গেল!

রেফারি ছিলেন স্কটল্যান্ডের বব ভ্যালেন্টাইন, বিশ্বকাপর মঞ্চে তার প্রথম ম্যাচ। ৪০ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সেই বাজে স্মৃতি তার মনে দগদগে ক্ষত হয়ে আছে। ২০২২ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘ম্যাচের ২০ মিনিট অতিক্রম করার পরই আমার ভেতর কেমন যেন একটা অস্বস্তি শুরু হলো। আমি ভাবছিলাম, “এখানে তো কেউ কাউকে ট্যাকল করছে না!” তারপর এক খেলোয়াড় বল নিয়ে মাঝমাঠ পার হয়ে থেমে গেল, বলটা সোজা নিজের গোলরক্ষকের দিকে ব্যাক-পাস করল। প্রতিপক্ষের বক্সে বল না ফেলে সে পেছনে খেলল। ঠিক ওই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম, এখানে বড় কোনো ঘাপলা আছে।’

ম্যাচের বাকি সময়টা ছিল স্রেফ বল দেওয়া-নেওয়ার এক বিরক্তিকর মহড়া। কেউ দৌড়াচ্ছে না, কোনো আক্রমণ নেই। ভ্যালেন্টাইনের ভাষায়, ‘গোলটা হওয়ার পরই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এখানে কোনো লড়াই হবে না। টুকটাক একটি-দুটি ফাউল হচ্ছিল বটে, তবে বেশিরভাগ সময়ই তারা নিজেদের মধ্যে কয়েকটা পাস খেলে বল ধরে রাখছিল। এরপর অন্য দল আবার কিছু সময়ের জন্য বল ধরে রাখছিল।’

১-০ ব্যবধানেই খেলা শেষ হয়। ভীষণ বিতর্কিত এক অধ্যায়ের জন্ম দিয়ে আলজেরিয়াকে কাঁদিয়ে পশ্চিম জার্মানি ও অস্ট্রিয়া কাটে দ্বিতীয় পর্বের টিকিট। পশ্চিম জার্মানির কোচ ইয়ুপ ডারওয়াল এবং অস্ট্রিয়ার দুই ম্যানেজার জর্জ শ্মিট ও ফেলিক্স লাৎজকে যেন আগে থেকেই সব ছক কষে রেখেছিলেন।

এই জঘন্য নাটকের পেছনে তাদের দায়ই সবচেয়ে বেশি দেখেন রেফারি ভ্যালেন্টাইন, ‘আপনাকে মানতেই হবে যে, এর জন্য কোচরাই দায়ী ছিলেন। তারা সাইডলাইনে ছিলেন এবং খেলোয়াড়দের “খেলা চালিয়ে যাও!” বলে তাগিদ দেওয়ার দায়িত্বটা তাদেরই ছিল, আমার নয়! কোনো খেলোয়াড়কেই বিন্দুমাত্র লজ্জিত দেখায়নি। তারা এটা করার জন্যই মাঠে নেমেছিল এবং তারা সেটাই করেছে। ব্যাপারটা ঠিক এমনই সোজা। এটা সবার কাছেই একেবারে পরিষ্কার ছিল।’

আট হাজার আলজেরিয়ান সমর্থকসহ স্টেডিয়ামে উপস্থিত ৪১ হাজার দর্শক এই প্রহসন মেনে নিতে পারেননি। প্রতিবাদস্বরূপ গ্যালারি থেকে ভেসে আসতে থাকে তীব্র শিস আর দুয়ো ধ্বনি। এমনকি রাগে-ক্ষোভে এক জার্মান সমর্থক নিজ দেশের পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেন। আলজেরিয়ান সমর্থকরা মাঠে গিয়েছিলেন তাদের দলের দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার ঐতিহাসিক মুহূর্ত উদযাপন করতে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেন, চোখের সামনেই ষড়যন্ত্র চলছে। ক্ষুব্ধ হয়ে তারা গ্যালারির বেষ্টনীর ফাঁক দিয়ে ব্যাংকনোট উঁচিয়ে ধরে ম্যাচ পাতানোর তীব্র প্রতিবাদ জানান। অনেকে মাঠে ঢুকে পড়ার চেষ্টাও করেন।

টেলিভিশন ধারাভাষ্যকাররাও এমন লজ্জায় শামিল হতে চাননি। জার্মান ধারাভাষ্যকার ইবারহার্ড স্ট্যানিয়েক প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলেন। এক অস্ট্রিয়ান ধারাভাষ্যকার দর্শকদের টিভি বন্ধ করে দিতে বলেন এবং ম্যাচের শেষ ৩০ মিনিট কোনো কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান।

ম্যাচ শেষে তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও জার্মান বা অস্ট্রিয়ানদের মধ্যে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা ছিল না। বরং বর্ণবাদী ও উদ্ধত মন্তব্য করেন দল দুটির কেউ কেউ। অন্যদিকে, আলজেরিয়ার ফুটবল ফেডারেশন ফিফার কাছে এই অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছিল। কিন্তু কাজ হয়নি, ফলাফল বহাল থাকে। পশ্চিম জার্মানি সেবার ফাইনাল পর্যন্ত গিয়ে ইতালির কাছে হেরে রানার্স-আপ হয়, অস্ট্রিয়া বিদায় নিয়েছিল দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই।

গিহনে প্রতারণার শিকার হয়ে আলজেরিয়া সেদিন অশ্রুসিক্ত চোখে বাড়ি ফিরেছিল। তবে তাদের বিদায়ের ঘটনাটি বিশ্বকাপ ফুটবলকে চিরতরে বদলে দেয়। সমালোচনার তোড়ে শেষ পর্যন্ত ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাধ্য হয় নিয়ম পাল্টাতে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, পরবর্তী অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের মেক্সিকো বিশ্বকাপ থেকে প্রথম রাউন্ডের প্রতিটি গ্রুপের শেষ দুটি ম্যাচ সব সময় একই দিনে এবং ঠিক একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে কেউ কোনো সমীকরণের অন্যায় সুযোগ নিতে না পারে।

ফিফা বিশ্বকাপ: মানবতার উদযাপন নাকি একটি বৈশ্বিক ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য?

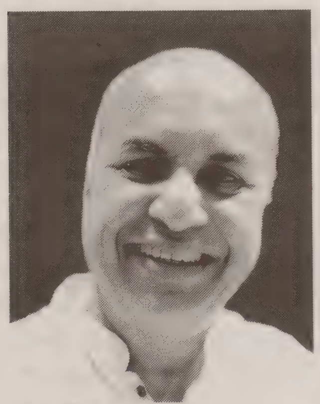

ডা. আজিজ

বিশ্বকাপ আগামীকাল শুরু হচ্ছে, এবং এর উত্তেজনা সত্যিই বিদ্যুতায়িত। সকার– যা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ ফুটবল নামে চেনে– পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং ঐক্যবদ্ধকারী খেলাগুলোর একটি। মানুষ শুধু এই খেলা দেখতে ভালোবাসে না; তারা ফুটবল খেলে বড় হয়, এটিকে জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে এবং উদযাপন করে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডার বিভিন্ন শহরে যখন লক্ষ লক্ষ সমর্থক একত্রিত হচ্ছে, তখন চারদিকে আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং প্রত্যাশার এক অনন্য পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই আয়োজন শুধু একটি টুর্নামেন্ট নয়; এটি সংস্কৃতি, আবেগ, পরিচয় এবং ব্যবসার এক বৈশ্বিক উৎসব।

খেলোয়াড়, সমর্থক, উদ্যোক্তা, গণমাধ্যম, রাজনীতিবিদ, রেস্তোরাঁ, বার, হোটেল, পুরো শহর, কর্পোরেশন, বিমানবন্দর এবং বিমান সংস্থাগুলো বিপুল উৎসাহ ও উচ্চ ব্যবসায়িক প্রত্যাশা নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশ্বকাপ এখন একটি বিশাল সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছেড়একটি আন্তর্জাতিক উৎসব, যেখানে খেলাধুলা, বিনোদন এবং বৈশ্বিক সম্প্রদায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চে একত্রিত হয়।

বিশ্বকাপকে ঘিরে উত্তেজনা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। কিন্তু এই আবেগ, সংস্কৃতি, অনুভূতি এবং বৈশ্বিক উদযাপনের বাইরেও, এটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব্যবসায়িক সুযোগে পরিণত হয়েছে। এই আয়োজন বহু শিল্পখাতে বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করে। মানুষের উচ্ছ্বাস, আবেগ, বিনোদন এবং উদযাপন শুধু ফুটবলের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নয়; এগুলোকে একটি বিশাল বৈশ্বিক ব্যবসায়িক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৌশলগতভাবে প্রচার এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারও করা হয়। সমর্থকদের এই আয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় সবকিছুর জন্যই উচ্চ মূল্য দিতে হয়। ম্যাচের টিকিট অত্যন্ত ব্যয়বহুল, বিমান ভাড়া বেড়ে যায়, হোটেলের খরচ আকাশচুম্বী হয়, এমনকি খাদ্য ও পরিবহনের মতো মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বেড়ে যায়। অনেক আয়োজক শহরে এমনও দেখা যায় যে, যারা ইতোমধ্যে ভ্রমণ ও টিকিটের জন্য হাজার হাজার ডলার ব্যয় করেছেন, তাদের স্টেডিয়ামের কাছে গাড়ি পার্ক করার জন্যও অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হয়। এদিকে কর্পোরেশন, গণমাধ্যম, স্পন্সর, রেস্তোরাঁ, বার, হোটেল, বিমানবন্দর এবং বিমান সংস্থাগুলো এই বিশাল বৈশ্বিক মনোযোগকে ব্যবসায়িকভাবে কাজে লাগানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

অন্য কথায়, বিশ্বকাপ শুধু একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়ড়এটি বিশ্বের ফুটবলপ্রেমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক বিশাল ব্যবসায়িক প্রকল্প। কোটি কোটি মানুষের আবেগ ও উচ্ছ্বাস আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রদর্শনীর জ্বালানিতে পরিণত হয়। বিশ্বকাপ মানবিক আবেগ, ঐক্য এবং বিনোদনের এক চমৎকার উদযাপন। কিন্তু আমার গভীর উদ্বেগ হলো, এমন একটি শক্তিশালী আবেগঘন ঘটনাকে এত বিশাল বৈশ্বিক ব্যবসায়িক প্রকল্পে রূপান্তর করা সত্যিই কতটা প্রয়োজনীয় বা দায়িত্বশীল। আমি ব্যবসার বিরোধী নই; আমি বুঝি যে বাণিজ্য, স্পন্সরশিপ এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম আধুনিক ক্রীড়ার স্বাভাবিক অংশ। কিন্তু এই আয়োজনকে এত ব্যাপক বৈশ্বিক পরিসরে প্রচার করা এবং এর চারপাশে বিশাল ব্যবসায়িক কাঠামো গড়ে তোলা মানবজাতির অগ্রাধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে।

বাস্তবতা হলো, যেখানে অনেক বৈধ ব্যবসা বিপুল মুনাফা অর্জন করে, সেখানে একই পরিবেশ অবৈধ অর্থপ্রবাহ, শোষণ এবং সম্পদের অপব্যবহারের সুযোগও সৃষ্টি করতে পারে। বাণিজ্যিকীকরণ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে সমর্থকদের টিকিট, বিমান ভাড়া, হোটেল, খাবার এবং এমনকি স্টেডিয়ামের কাছে পার্কিংয়ের মতো মৌলিক বিষয়ের জন্যও অত্যধিক মূল্য দিতে হয়। কোটি কোটি মানুষের আবেগ এমন এক বাজারে পরিণত হয়, যেখানে উত্তেজনার প্রতিটি মুহূর্ত বিক্রয়ের পণ্যে রূপ নেয়।

কাতারে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ বিশ্বকাপের সময় অনেক সমালোচক প্রশ্ন তুলেছিলেন, অবকাঠামো ও স্টেডিয়াম নির্মাণে যে বিপুল বিনিয়োগ করা হয়েছিল তা দীর্ঘমেয়াদে কতটা টেকসই। টুর্নামেন্ট শেষে এসব স্থাপনার ব্যবহারযোগ্যতা এবং এ আয়োজনের পেছনে ব্যয় হওয়া বিপুল সম্পদ নিয়ে নানা উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। এই বিতর্কগুলো এখনো বৃহৎ ক্রীড়া আয়োজনগুলোর প্রকৃত ব্যয় ও সুফল নিয়ে আলোচনা জারি রেখেছে।

তবুও, যখন এই বৈশ্বিক উৎসব ঝলমলে আলো এবং বিশাল ব্যবসায়িক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হচ্ছে, তখন বিশ্বের বহু দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ-শিশুসহ-খাদ্য, আশ্রয়, নিরাপত্তা এবং মানবিক মর্যাদার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এই বৈপরীত্য বেদনাদায়ক। এটি আমাদের প্রশ্ন করতে বাধ্য করে যে মানবজাতির সম্মিলিত আনন্দ কি এত ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাশাপাশি চলতে পারে? বিশ্বকাপ যেমন মানব ঐক্যের সেরা দিকটি তুলে ধরে, তেমনি এটি সেই অস্বস্তিকর সত্যও প্রকাশ করে যে বৈশ্বিক বিনোদন কখনো কখনো বৈশ্বিক মানবিক দুর্ভোগকে আড়াল করে দিতে পারে।

শেষ পর্যন্ত, আমার উদ্বেগ উদযাপন বন্ধ করা নয়; বরং নিশ্চিত করা যে মানবিক স্বার্থ সবসময় কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। খেলাধুলার একটি উৎসবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ এবং সম্মিলিত অগ্রগতিকে অনুপ্রাণিত করা– যেন এটি উদযাপনকারীদের এবং বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামরত মানুষের মধ্যে বিভাজন আরও গভীর না করে। বিশ্বকাপের ক্ষমতা রয়েছে জাতিগুলোকে একত্রিত করার, নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার এবং অবিস্মরণীয় স্মৃতি সৃষ্টি করার। মানবজাতির সামনে প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো আমরা খেলাটিকে উদযাপন করব কি না, তা নয়; বরং আমরা কি এমনভাবে উদযাপন করতে পারি, যেখানে বিনোদনের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব, অর্থনৈতিক সুযোগের সঙ্গে ন্যায্যতা এবং বৈশ্বিক উত্তেজনার সঙ্গে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি প্রকৃত সহমর্মিতার ভারসাম্য বজায় থাকে।

কলামিস্ট ডা. আজিজ, লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক।

সদা সত্য কথা বল, সৎ পথে চল

সত্য ও সততার পথেই ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির কল্যাণ

কল্লোল দাশ

মানবজীবনের সবচেয়ে বড় অলংকার হলো সত্যবাদিতা এবং সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সততা। যুগে যুগে মনীষীরা মানুষের জন্য যে অমূল্য বাণী রেখে গেছেন, তার মধ্যে "সদা সত্য কথা বল, সৎ পথে চল" একটি চিরন্তন জীবনদর্শন। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সুন্দর জীবন গঠনের মূলমন্ত্র।

সত্য এমন একটি শক্তি, যা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সত্যবাদী মানুষ কখনো ভয় পায় না, কারণ তার লুকানোর কিছু থাকে না। অন্যদিকে মিথ্যা মানুষকে সাময়িক সুবিধা দিলেও শেষ পর্যন্ত তাকে লজ্জিত ও বিপর্যস্ত করে। একটি মিথ্যাকে ঢাকতে আরও অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, ফলে মানুষ ধীরে ধীরে নিজের বিবেকের কাছেও অপরাধী হয়ে ওঠে।

সততা শুধু ব্যক্তিগত গুণ নয়; এটি একটি জাতির উন্নতির অন্যতম ভিত্তি। যে সমাজে মানুষ সৎ থাকে, সেখানে দুর্নীতি কমে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। একজন সৎ ব্যবসায়ী যেমন মানুষের আস্থা অর্জন করেন, তেমনি একজন সৎ রাজনীতিবিদ বা প্রশাসক দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

আজকের পৃথিবীতে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছে, অর্থনীতির প্রসার হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে বেড়েছে অসততা, প্রতারণা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়। অনেকেই দ্রুত সফলতার আশায় নীতি ও আদর্শ বিসর্জন দিচ্ছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, অসৎ উপায়ে অর্জিত সাফল্য কখনো স্থায়ী হয় না। প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয় সততা, পরিশ্রম এবং নৈতিকতার মাধ্যমে।

পরিবার হলো একজন মানুষের প্রথম শিক্ষালয়। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই সত্য কথা বলা এবং সৎ পথে চলার শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনগুলোকেও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ একটি প্রজন্ম যদি সত্য ও সততার আদর্শে গড়ে ওঠে, তাহলে দেশ ও সমাজও আলোকিত হবে।

সত্য ও সততার পথ সবসময় সহজ নয়। অনেক সময় বাধা আসে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, ক্ষণিকের ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সত্যেরই জয় হয়। সত্য মানুষকে সম্মান দেয়, আর সততা তাকে মহৎ করে তোলে।

তাই আসুন, আমরা প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকে প্রতিজ্ঞা করি- সদা সত্য কথা বলব, সৎ পথে চলব। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং কর্মক্ষেত্রে সত্য ও সততার চর্চা করব। কারণ সত্য ও সততার আলোই পারে একটি সুন্দর, মানবিক এবং সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে।

কল্লোল দাশ
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, যুক্তরাষ্ট্র সংসদ।

ফ্রান্সের অবেরভিলিয়ার্সে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের স্বপ্ন আরও উজ্জ্বল

বাংলা সংস্কৃতির আয়োজনে ফরাসি জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি; আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : "সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন ফ্রান্সের অবেরভিলিয়ার্স শহর বাংলা নববর্ষের রঙে রঙিন হয়ে উঠবে"- এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আয়োজকরা। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ফরাসি সমাজে আরও বিস্তৃতভাবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক সাংস্কৃতিক আয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আন্তরিক উপস্থিতি অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা যোগ করে।

অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের পেছনে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণার জন্য আয়োজকরা ফ্রান্সের অবেরভিলিয়ার্স সিটি প্রশাসনের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এ উপলক্ষে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো হয় অবেরভিলিয়ার্সের প্রথম ডেপুটি মেয়র নাবিলা জেব্বারি, দ্বিতীয় ডেপুটি মেয়র গিয়োম লেস্কো, চতুর্থ ডেপুটি মেয়র উইলফ্রিড সেরিজিয়ে, অবেরভিলিয়ার্সের ভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের সাবেক সভাপতি কার্লোস সেমেদো, ভিল দে মিউজিক দু মঁদ-এর পরিচালক কামেল দাফরি, অবেরভিলিয়ার্স সিটি হলের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রালফ হফম্যান, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ড্যানিয়েল কাইতু (CAPA), সমবায় ও সামাজিক অর্থনীতি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনবিষয়ক মিশন কর্মকর্তা ক্রিস্টোফ লাপ্লাস-ক্লাভেরি, এমএলসিএ-এর সমন্বয়কারী জর্জ ঘিকা, ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির অবেরভিলিয়ার্স শাখার সম্পাদক রজার কালকাগনি এবং মেলোদি দোনার্ট-কে।

আয়োজকরা জানান, অনুষ্ঠানে প্রথম ডেপুটি মেয়র নাবিলা জেব্বারির মা এবং তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার উপস্থিতি তাদের জন্য ছিল বিশেষ আনন্দের বিষয়। তাঁদের আন্তরিক অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানের পারিবারিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

বক্তারা বলেন, ফ্রান্সে বসবাসরত বাংলাদেশি ও বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আরও শক্তিশালী করতে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা নববর্ষ ও বাঙালি ঐতিহ্য তুলে ধরতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা আশা প্রকাশ করেন, অদূর ভবিষ্যতে অবেরভিলিয়ার্স শহরে বাংলা নববর্ষ বৃহত্তর পরিসরে উদযাপিত হবে এবং এটি স্থানীয় বহুসাংস্কৃতিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবে পরিণত হবে।

অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন ও বিপুল সাড়া আয়োজকদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে আরও অনুপ্রাণিত করেছে বলে তারা উল্লেখ করেন। বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এর পরিচিতি বৃদ্ধিতে সকলের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলেও প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

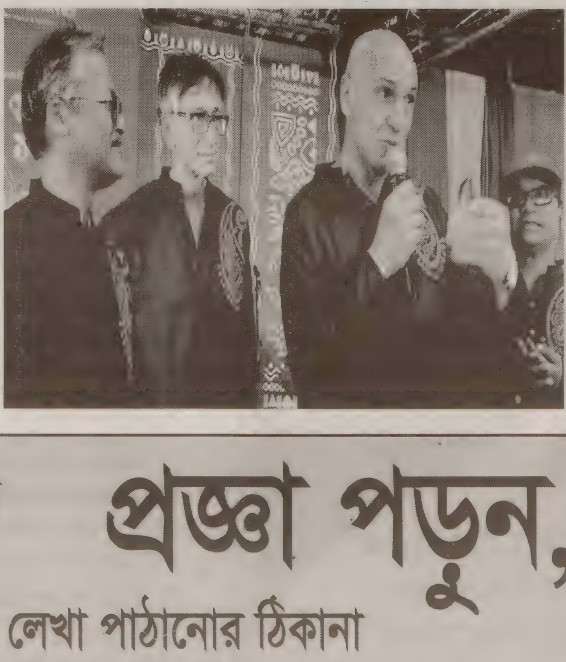

আওয়ামী লীগের লক্ষাধিক নেতা-কর্মীর অবরুদ্ধ জীবন: উৎসবের ঈদে বিষাদের হাহাকার

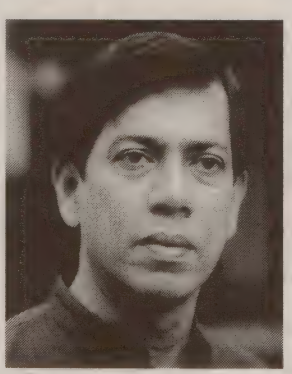
মানিক লাল ঘোষ

ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। বাঙালি সংস্কৃতিতে ঈদ মানেই আনন্দ, ভালোবাসা, আত্মীয়-স্বজনের মিলনমেলা এবং সুখ-দুঃখ ভাগাভাগির এক অনন্য উপলক্ষ। কিন্তু যখন চারদিকে ঈদের আনন্দধ্বনি, নতুন পোশাকের উচ্ছ্বাস আর প্রিয়জনদের সঙ্গে পুনর্মিলনের সুখ ছড়িয়ে পড়ার কথা, তখন দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে বিরাজ করছে গভীর বিষাদ, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন। তাদের অনেকেই আজ নিজ দেশে থেকেও যেন পরবাসী। কেউ দেশান্তরী, কেউ আত্মগোপনে, কেউবা মামলা-হামলা ও গ্রেপ্তার আতঙ্কে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করছেন। যে ঘরে ঈদের আনন্দ থাকার কথা, সেই ঘরে আজ কান্না, উৎকণ্ঠা আর অপেক্ষার দীর্ঘশ্বাস।

বর্তমান পরিস্থিতির সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক হলো হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীর কারাবন্দি জীবন। অনেক পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কারাগারে থাকায় তাদের স্ত্রী, সন্তান, বৃদ্ধ বাবা-মা চরম মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। যেসব পরিবারে বাবা, ভাই কিংবা সন্তান কারাবন্দি অথবা নিখোঁজ, তাদের কাছে ঈদের সকাল আর দশটি দিনের চেয়েও বেশি বেদনাময়। ঈদের নামাজ, সেমাই কিংবা নতুন পোশাকড়কোনো কিছুই তাদের হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করতে পারে না।

একটি সভ্য ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু মতাদর্শগত বিরোধ কখনো মানবিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজ এমন অনেক ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে পরিবারগুলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের জীবনে এর নেতিবাচক প্রভাব গভীর উদ্বেগের বিষয়। যে বয়সে তাদের হাতে বই-খাতা ও খেলনা থাকার কথা, সেই বয়সে তারা আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা এবং বিচ্ছেদের কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

ঈদের আনন্দ মূলত মানুষের হৃদয়ে জন্ম নেয়। কিন্তু যখন পরিবারের কোনো সদস্য কারাগারে, আত্মগোপনে কিংবা নির্বাসনে থাকেন, তখন উৎসবের আনন্দও ম্লান হয়ে যায়। অসংখ্য মা আজ সন্তানের অপেক্ষায়, অসংখ্য স্ত্রী স্বামীর ফেরার প্রহর গুনছেন, অসংখ্য সন্তান বাবার স্নেহবঞ্চিত অবস্থায় ঈদ পালন করছে। তাদের চোখের জল ও দীর্ঘশ্বাস জাতীয় জীবনের এক গভীর মানবিক সংকটের প্রতিচ্ছবি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- দমন-পীড়ন, নির্যাতন কিংবা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কখনো স্থায়ী হয়নি। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে দেখা গেছে, সংকটের সময় পেরিয়ে নতুন বাস্তবতার সূচনা হয়েছে। সত্য, ন্যায় এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন কখনো চিরকাল চাপা থাকে না।

আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মী বিশ্বাস করেন, দলের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই তাদের বর্তমান দুর্দশার অবসান ঘটবে এবং তারা নতুন করে আশার আলো দেখতে পাবেন। সেই প্রত্যাশা ও বিশ্বাস নিয়েই তারা প্রতিকূল সময় অতিক্রম করছেন। ঈদের এই পবিত্র সময়ে রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতার প্রশ্নটি সামনে আসা জরুরি। রাষ্ট্র, সমাজ এবং রাজনৈতিক শক্তিগুলোর দায়িত্ব হলো এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা, যেখানে ভিন্নমত থাকবে, কিন্তু প্রতিহিংসা থাকবে না; রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে না।

ঈদের শিক্ষা হলো ক্ষমা, সহমর্মিতা, ত্যাগ এবং মানবকল্যাণ। সেই চেতনা যদি আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়, তবে একদিন সব অন্ধকার দূর হবে, সব বিভেদ মুছে যাবে এবং ন্যায়, মানবিকতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সহনশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে- এমন প্রত্যাশাই আজ সময়ের দাবি।

মানিক লাল ঘোষ : সাংবাদিক ও কলামিস্ট, সাবেক সহ-সভাপতি, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)।

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা

প্রজ্ঞা পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

প্রজ্ঞা PROGGA The monthly newspaper

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

Office : 5101 39th Avenue, New York, USA
Telephone : 1-917-310-3248, 1-917-302-5051
E-mail : progganews.us@gmail.com
Web : www.progganews.us

Where Entrepreneurs Thrive

kw REALY NYC GROUP
KELLERWILLIAMS.

Buying
Selling
Renting

PRODIP KUNDU
Licensed Real Estate Salesperson

347-282-7920
718-697-6800 (Office)
pkkundu14@gmail.com
prodipkundu.kw.com

REALTOR MLS

Keller Williams Realty NYC Group
2300 Eastchester Rd, Bronx, NY 10469
Each Office Is Independently Owned & Operated

Deepak Das
Director & General Secretary

বুকিং চলছে

শহরের কোলাহল ছেড়ে
নিরালায় স্বপ্নের বাড়ি

সুবর্ণ সুযোগ
জমি কিনে এফোর্ডআবল ফান্ডের সহায়তায় অল্প বিনিয়োগে বাড়ির মালিক হউন। ফান্ড পাওয়ার ও বাড়ি তৈরিতে সকল প্রকার সহায়তা করে থাকি

বিংহ্যাম্পটন, নরউইচ সিটি, আপস্টেট নিউইয়র্ক
সুলভ মূল্যে জমি ও বাড়ির বুকিং চলছে

CONTACT US
Phone : 646-593-0395
MWW PROPERTIES INC

TRIPWAY TRAVEL

WE SELL DOMESTIC & INTERNATIONAL TICKET

Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
الكويتية KUWAIT
الاتحاد ETIHAD

ZAKEER HOSSAIN BACCHU
CEO

NOTARY PUBLIC

Phone: 929-250-6780
Email: tripwaytravel@gmail.com
Office: 37-42 72nd street, Suite 1C, Jackson Heights, NY 11372

নিউইয়র্কে আপনার স্বপ্নের বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় জন্য একজন নির্ভরযোগ্য রিয়েল-এস্টেট কম্পানী।

SSNT REALTY
87-43 164th St. Queens, NY 11432

remaxquality@yahoo.com
shorafs@yahoo.com
(917) 807-5214
(718) 291-8888
(718) 291-8866

Shoraf Sarker
Licensd Real Estate Broker/Owner

EXIT REALTY PRIME

YOUR TRUSTED REALTOR

WASIF A ZAKIR RICHARD
NYS Licensed Real Estate Salesperson

YOUR HOME
YOUR FUTURE
MY PRIORITY

YOUR DREAM HOME DESERVES THE RIGHT GUIDANCE. FROM FIRST SHOWING TO FINAL CLOSING, I'M HERE TO MAKE YOUR REAL ESTATE JOURNEY SMOOTH AND SUCCESSFUL.

THINKING OF BUYING, SELLING & INVESTING IN REAL ESTATE?

CALL TODAY - KEYS ARE CLOSER THAN YOU THINK!

LETS CONNECT AND TALK REAL ESTATE
(929) 703 9035
REALTORWASIF19@GMAIL.COM

OFFICE:
189-10 HILLSIDE AVE. SUITE E,
HOLLIS,
NY 11423
(718) 262 0205

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC
AUTHORIZED e-file PROVIDER

TAX FILING

OUR SERVICES
- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
  - Individual
  - Corporation
  - Partnership
  - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK

37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

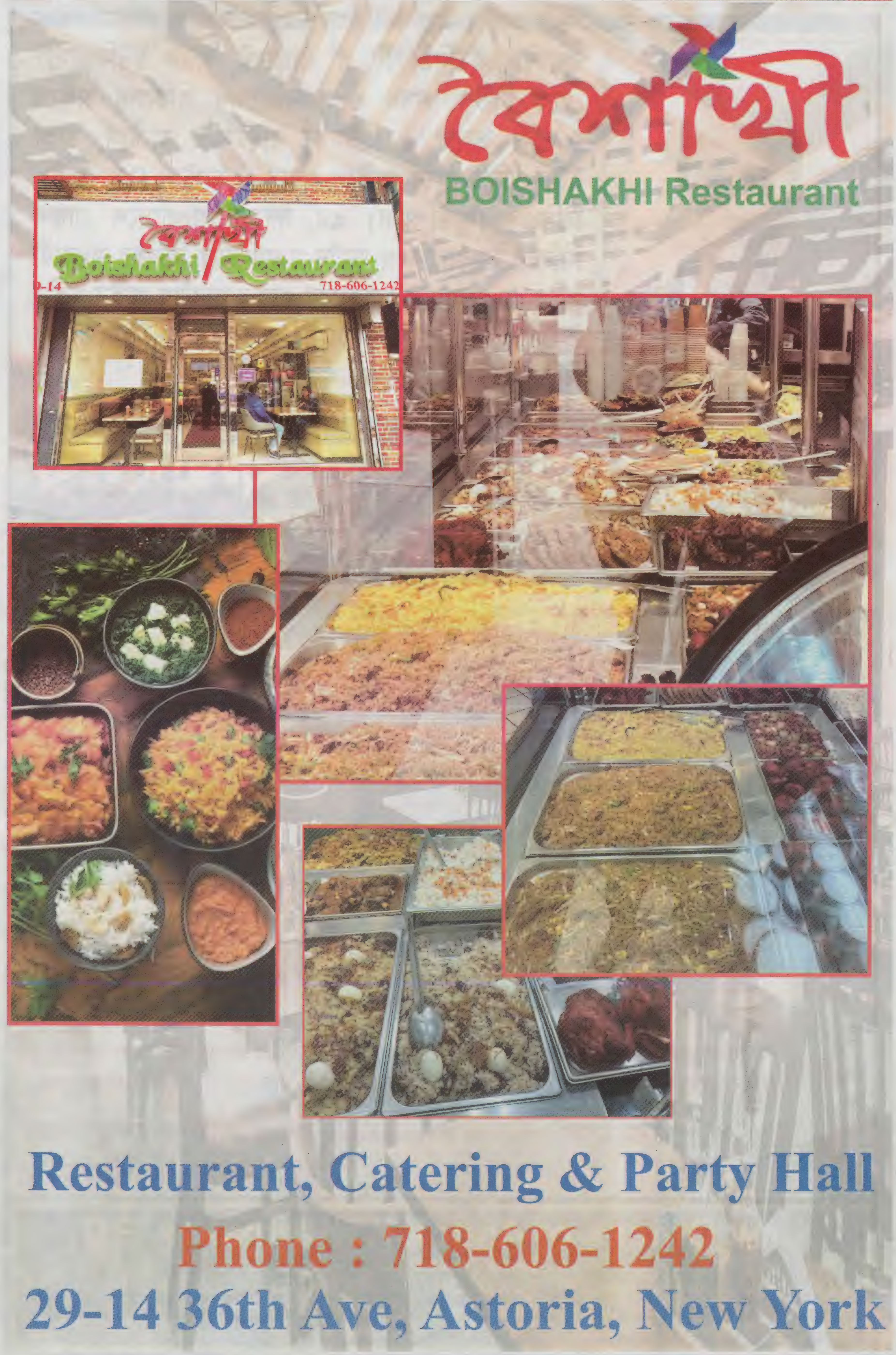
বৈশাখী
BOISHAKHI Restaurant
বৈশাখী
Boishakhi Restaurant
718-606-1242
Restaurant, Catering & Party Hall
Phone : 718-606-1242
29-14 36th Ave, Astoria, New York

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (**Property Management**) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104 Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MLS
REALTY
BetterHomes
BETTER HOMES & ESTATES REALTY, LLC
Md Atiar Rahman
NYS LICENSED REALTOR
347-499-3309
718-701-0154
realtormrahman@gmail.com
www.RealtyBetterHomes.com
148-45 Hillside Avenue, STE 201B, Jamaica, NY 11435

kw REALY NYC GROUP
KELLERWILLIAMS
MLS
Cell : 917-379-4125
Office : 347-846-1200
Nycbestrealestate2023@gmail.com
www.EXITPrimeNY.com
75-35 31st Ave Suit 202
Jackson Heights NY 11370
NURUZZAMAN SARDER
Licensed Real Estate Salesperson

BUY? SELL? RENT? INVEST?
Call Me for a No-Obligation Consultation Today
EXIT
EXIT REALTY PRIME
MLS
347-834-7660
718-262-0205
718-262-0254
riyadrealtor@gmail.com
www.exitprimeny.com
189-10 Hillside Ave, Suite-E
Hollis, NY 11432
RIYAD HOSSAIN
Licensed Realtor

আপনার বাড়ি ক্রয়, বিক্রয়, ভাড়া ও ইনভেস্ট
নিশ্চিত করণে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
BUYING, SELLING, RENTING & INVESTING?
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
917-470-3438
718-255-6423
rasel.exitrealtycontinental@gmail.com
www.exitprimeny.com
1134 Liberty Ave, Brooklyn,
NY 11208
EXIT
EXIT REALTY PRIME
MLS
Each Office is Independently owned and operated
MOHAMMED RASEL
Licensed Real Estate Agent

Thinking of Selling or Buying Your
Dream House?
আপনি কি 'স্বপ্নের বাড়ি' কেনার কথা ভাবছেন?
Please Contact
EXIT
EXIT REALTY PRIME
MUHAMMAD M. CHOWDHURY
NYS Licensed Realtor
347-870-1125
SABINA CHOWDHURY
NYS Licensed Realtor
347-744-7652
189-10 Hillside Avenue Suite E
Hollis NY 11432
www.EXITPrimeNY.com
Phone : 718-262-0205 Fax: 718-262-0254
Email : chowdhurym2015@gmail.com
sabinachow.nyc@gmail.com

GoRascal
Mortgage Broker
Razia Sultana
Mortgage Broker
NMLS #2053880
• 3.5% Down Payment
• 1099 Only Program (1-Year Tax File)
• Special program for Uber, Lyft, Yellow Cab drivers
• First-time Home Buyer Specialist
• Bank Statement Program
• Coops and Condos
• Foreign Nationals Program
• No-income Check Loans
• Mixed-use Properties
• Commercial Properties
• VA Loans-100% Financing
Company Services Include:
• 24 to 48- hour approvals
• Available 7 days a week
• Quick Pre-Approval
• Wholesale rates
Purchase
Refinance
LOW INTEREST RATE
Please contact for details:
Razia Sultana
516-369-6553
Razia@GoRascal.com
GoRascal.com/RaziaSultana

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Nurul Azim
Phone : 516-451-3748

Eastern Investment

150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সকল প্রকার পূজা, পার্বণ, শ্রাদ্ধ, ক্রিয়া, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শান্তি স্বস্ত্যায়ন, গ্রহ পূজা, বাস্তু পূজা, গৃহ প্রবেশ সহ যেকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য আমেরিকার যেকোন ষ্টেট থেকে যোগাযোগ করুন।

নিউইয়র্ক, আমেরিকা
ফোন: ৩৪৭-৩৬৯-২৯৮৯
ই-মেইল : titonnyc@gmail.com

পুরোহিত টিটন আচার্য্য
কাব্য ও ব্যাকরণবিদ

CPA SRABANI

TAX & ACCOUNTING SERVICES
বাংলাদেশী আমেরিকান সিপিএ

- Individual and Business Tax
- Accounting and Bookkeeping
- Payroll
- Audit
- Business Services
- Consultation

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

OFFICE ADDRESS:

BROOKLYN (MAIN):
475 McDonald Avenue
Brooklyn, NY 11218
MON-SUNDAY

JACKSON HEIGHTS:
7232 BORADWAY # 302
JACKSON HEIGHTS NY 11372

CONNECTICUT:
16 Victory Street
Stamford, CT 06902

cpasrabani@gmail.com 929-507-6654

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

পদ্মা
হেয়ার ড্রেসার
এন্ড বিউটি সেলুন
Welcome

PADMA
HAIR DRESSER
& BEAUTY SALON

Shazal Chandra Shil

Phone : (646) 592-5874
1464 Unionport Road, Bronx, New York 10462

সোনার বাংলা হেয়ারকাট সেলুন
SONAR BANGLA HAIRCUT SALOON

Haircut | Hair color | Facial and Massages | Shave | Men Threading

Sanaton Sil : 929-232-8150
Bangladesh Plaza, 37- 15 73rd Street,
Jackson Heights New York 11372

New York Glows in Red and Green

Thousands Join Grand "Bangladesh Day Parade 2026" in a Spectacular Celebration

Progga News Desk : New York City came alive in the colors of red and green as thousands of Bangladeshi Americans gathered to celebrate the vibrant and festive "Bangladesh Day Parade 2026" on May 17. Filled with patriotic songs, traditional Bangladeshi attire, colorful floats, music, dance performances, and cultural pride, the parade transformed the streets of Jackson Heights into a lively reflection of Bangladesh's heritage and spirit.

The grand procession began at the busy intersection of 69th Street in Jackson Heights and continued along 37th Avenue to 87th Street, drawing massive crowds from across the tri-state area. The streets were filled with waving Bangladeshi flags, marching community organizations, cultural groups, and enthusiastic participants representing the rich diversity of the Bangladeshi diaspora in America.

Before the parade officially began, a welcome ceremony was conducted by Member Secretary Fahad Solaiman. Among the distinguished speakers were Congresswoman Grace Meng, Congressman Tom Suozzi, State Senator Jessica Gonzalez, State Assemblywoman and Senate candidate Steven Raga, State Assemblywoman Catalina Cruz, and City Councilman Shekar Krishnan. The elected officials praised the Bangladeshi community for its growing contributions to New York's multicultural society and recognized its cultural and economic impact.

Additional remarks were delivered by Chief Advisor Dr. Khondokar Masud Rahman, Managing Event Partner M M Shaheen, Parade Coordinator Abdus Sobhan, Event Day President Rasek Malik, Gias Ahmed, Moin Chowdhury, Chief Event Coordinator Famed Rocky, Chief Managing Director Mia Mohammad Dulal, Ahsan Habib, Chief Coordinator Abdul Kader, Youth Directors Farhan Abdur Rahman and Ahad Hossain, among others.

Attorney Moin Chowdhury, Chairman of the Parade Organizing Committee and Democratic Party District Leader, stated that more than 120 social, cultural, professional, and regional organizations participated in this year's parade. He emphasized that Bangladesh Day Parade has become more than a community event — it now stands as a symbol of Bangladeshi identity, unity, and cultural strength in New York's multicultural landscape.

The advisory panel included Nasir Khan Paul, Mohammad Piar, Ishtiaq A. Rumi, Abul Fazal Dedarul Islam, Sarwar Chowdhury, ASM Moin Uddin Pintu, MD Dilip, Babu Khan, Harun Bhuiya, Jahangir Sohrabardi, Rafique Ahmed, Biplob Saha, Kamruzzaman Kamrul, Imam Kazi Kaiyum, Zed Alam Nomi, Dewan Monir, Majeda Uddin, Duke Khan, Faruk Hossain Majumder, Dr. Barnali Hasan, Amin Khan Zakir, Jamil Sarwar Jonny, Z R Chowdhury Litu, Sheikh Noman Polash, AKM Rafiqul Islam Dalim, and ABM Osman Gani.

VIP Marshals and other coordinators included Selima Ashraf, Nurul Azim, Dr. Shahjadi Parveen (Sara), Elizabeth Polke, and Munmun Hasina. Freedom Fighter Forum leaders Golam Mostafa Khan (Miraj), Khorshed Anwar Babul, Shawkat Akbar Richi, Saidur Rahman, Mizanur Chowdhury, and Humayun Kabir Murad also extended greetings during the event.

Democratic Party hopeful for the New York State Assembly, Shamsul Haque, also joined the parade with supporters carrying campaign posters.

One of the major attractions of the parade was the participation of popular Bangladeshi actors, singers, and television personalities. Celebrated actress Moushumi, actor Chanchal Chowdhury, Ruchi Solaiman, Emon, Nausheen, Swajal, and Nova were among the stars featured on decorated floats, drawing cheers and excitement from spectators.

Bangladeshi American officers from the New York Police Department played a key role in maintaining security throughout the parade route. Traffic was temporarily suspended to ensure a safe and orderly celebration. Both Bangladeshi Americans and non-Bangladeshi spectators lined the streets to witness and enjoy the colorful presentation of Bangladeshi history, culture, and traditions. Although New York City Mayor Eric Adams attended last year's parade, Mayor Zohran Mamdani was absent this year. However, organizers noted that the growing political influence of the Bangladeshi community was clearly visible throughout the event.

This year's Grand Marshals were community leaders M Aziz and M M Shaheen. Organizers also highlighted the historical roots of the parade, noting that the very first Bangladesh Day Parade was organized in 1987 by Ruposhi Bangla TV at the New York City Mayor's Office plaza. Fakhrul Alam, one of the organizers of the 2000 Bangladesh Society parade held at Astoria Park, attended this year's event as a guest speaker.

Financial and organizational support for the parade was provided by Abdul Kader Bhuiya Shishir, Nurul Azim, Shahnewaz, Moinuzzaman, Moinul Islam, Nazrul Islam, and many others.

The event concluded with the official Bangladesh Day Parade theme song and a collective message of unity, harmony, and pride for Bangladeshis living abroad.

Member Secretary Fahad Solaiman said, "Bangladesh Day Parade is not just an event — it is a reflection of our identity, culture, independence, and unity. This celebration plays an important role in introducing Bangladesh's history and heritage to the younger generation growing up abroad."

With overwhelming participation from the Bangladeshi diaspora and strong enthusiasm from New York's multicultural community, "Bangladesh Day Parade 2026" became one of the largest and most memorable celebrations of Bangladeshi culture in the United States.

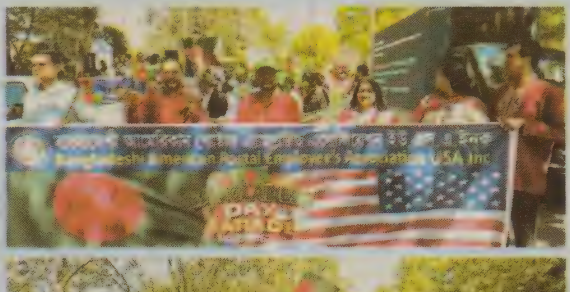

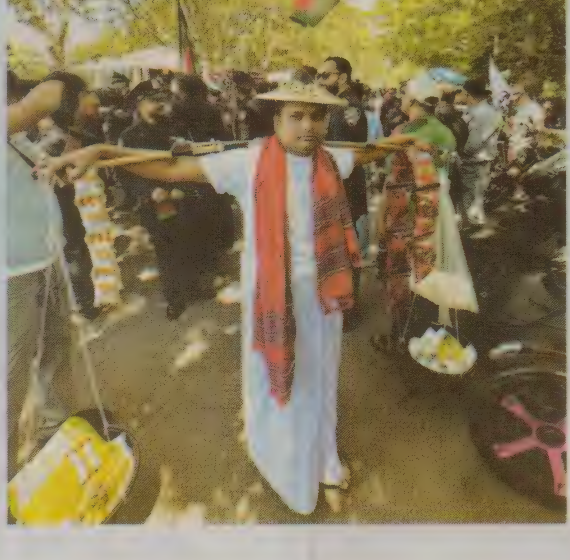

35 Years of Glory : A Grand Celebration of Bangla Language, Literature, and Culture in the Diaspora

Another Historic Chapter of the New York International Bengali Book Fair Concludes Successfully with Enthusiastic Participation from the New Generation

Progga News Desk : A vibrant celebration of literature, culture, heritage, and Bengali identity came to a successful close as the 35th New York International Bengali Book Fair concluded on Monday, May 25, 2026, at the Jamaica Performing Arts Center in New York. The four-day festival transformed the venue into a lively gathering place for the global Bengali community, drawing authors, publishers, academics, artists, cultural activists, readers, and an energetic new generation of Bangladeshi-Americans.

The fair, which began on May 22, was inaugurated by renowned Bangladeshi novelist and journalist Imdadul Haq Milon. Distinguished economist Professor Rehman

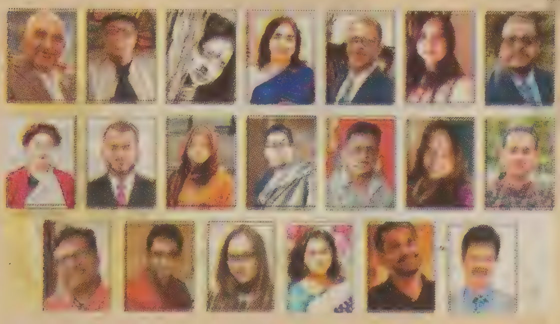

Sobhan attended as the chief guest. Among the notable participants were Rounaq Jahan, Faridur Reza Sagar, Subodh Sarkar, Dipen Bhattacharya, Toufique Imrose Khalidi, Faruk Moinuddin, Sadat Hossain, Bob Holman, and many other prominent writers, researchers, and cultural figures from Bangladesh and abroad.

The opening day featured a rich lineup of cultural performances, including choral music, dance, poetry recitations, and the presentation of lifetime achievement honors. A documentary on Bishwajit Saha, founder and CEO of Muktadhara Foundation, was also screened, setting a deeply emotional and cultural tone for the festival. The event beautifully reflected the enduring connection between expatriate Bengalis and their linguistic and cultural roots.

Despite persistent rain during the second and third days, attendance remained remarkably strong. Visitors continued to pour into the fairgrounds, underscoring the deep emotional attachment the Bengali diaspora holds toward Bangla language, literature, and culture. Daily events included literary discussions, seminars, book launches, poetry recitations, theatrical performances, musical programs, and discussions centered on the Liberation War of Bangladesh.

One of the major attractions on the second day was the literary gathering titled "Inside the World of Prose," featuring Imdadul Haq Milon, Dipen Bhattacharya, Sadat Hossain, Ferdous Sajedeen, Mostafa Sarwar, Birupaksha

Pal, and Ashraf Kayser. Children's cultural performances, poetry readings, and new book unveilings also drew enthusiastic audiences. In the evening, audiences were captivated by the literary discussion "Pen and Curiosity" and a stage production of Rabindranath Tagore's Raktakarabi. The night concluded with a memorable solo musical performance by acclaimed Rabindra Sangeet artist Aditi Mohsin.

The third day highlighted the active participation of children and youth through Bengali handwriting and art competitions inspired by themes such as the Bangla language movement, Ekushey February, the Shaheed Minar, and the National Memorial. The event reflected a growing interest among younger generations in preserving Bengali cultural identity. Poetry recitations, literary discussions, and seminars on contemporary Bangla literature added further depth to the day's programming.

A major highlight of the evening was the announcement of the Muktadhara-GFB Literary Award 2026, awarded this year to language movement activist, freedom fighter, and novelist Dr. Abdun Noor. The award was announced by Golam Faruk Bhuiyan, who noted that previous recipients since the award's inception in 2017 include Shamsuzzaman Khan, Abdullah Abu Sayeed, Dilara Hashem, Selina Hossain, Samaresh Majumdar, Golam Murshid, Asad Chowdhury, Shirshendu Mukhopadhyay, and Pabitra Sarkar.

As part of the honor, Dr. Abdun Noor received a cash prize of $3,000, a commemorative crest, and a special recognition plaque. In his remarks, he expressed heartfelt gratitude, saying that receiving recognition from one's own people is often one of the greatest honors for a writer.

On the final day, Batighar Publishing received the Chittaranjan Saha Best Publisher Award. The program also included a memorial lecture by Imdadul Haq Milon, a discussion on poet Jibanananda Das, and a special cultural tribute celebrating the 127th birth anniversary of Kazi Nazrul Islam.

One of the most crowded sessions of the closing day was an interactive conversation with bestselling novelist Sadat Hossain under the title "Pen and Curiosity." Moderated by Bishwajit Saha, the session explored literature, reading habits among younger generations, social change, and creativity in the modern era.

The closing day effectively turned into a festival for children, teenagers, and young adults. Activities included youth art festivals, creative writing workshops, music, dance, poetry recitation, and discussions on writing and storytelling. Throughout the fair, organizers emphasized the importance of passing Bangla language and culture from one generation to the next.

A particularly notable discussion focused on "Artificial Intelligence and Creativity," which added a contemporary and forward-looking dimension to the fair. Bangladeshi-American teenagers and young adults actively participated in discussions about the impact of AI on literature, music, media, education, and the arts. Participants shared both optimism and concern regarding the future relationship between technology and human creativity.

Organizers stated that such initiatives help strengthen cultural bridges between generations growing up in different social realities. Participants included Daniyal Darpan Samio, Proggattom Saha Progga, Mim De Shraboni, Farzin Kabir Kabya, Adrita De, and Dhiraj Saha. The session was moderated by Rabbani Bhuiyan, while organizers specially acknowledged the contributions of Nirupoma Saha and Seema Susmita in making the event successful.

The discussion was livestreamed on the ProggaNews.us Facebook page, allowing broader participation from young viewers interested in literature, technology, education, and cultural identity in the age of AI. Speakers emphasized that while technology will continue to advance, preserving human values and cultural roots will remain one of the greatest challenges for future generations.

Adding to the festive atmosphere was a captivating violin performance by Proggattom Progga. Young participants including Purnattom Saha Purna, Bhasha Saha, Purna De, Charulata, Liana Manha, and Farzin Kabir Kabya also impressed audiences with poetry recitations. Performances by the Bangladesh Udichi Shilpigoshthi USA chapter—including music, dance, and recitation—earned widespread appreciation from attendees.

With sunny weather finally returning after two days of rain, the final day saw a dramatic increase in attendance. Publishers reported highly satisfactory sales, particularly for newly released books, research publications, children's literature, and books centered on immigrant and diaspora experiences.

During the closing ceremony, organizers announced that the 36th New York International Bengali Book Fair will be held from May 21–24, 2027. Dr. Ziauddin Ahmed, Chairman of Muktadhara Foundation, expressed deep gratitude to the volunteers who worked tirelessly behind the scenes. Golam Faruk Bhuiyan also acknowledged the important role played by Bengali media outlets in promoting and supporting the fair over the years.

Dr. Nazrul Islam, convener of the 35th edition of the fair, thanked everyone involved for helping make the event a success. Meanwhile, Muktadhara Foundation founder Bishwajit Saha reflected emotionally on the journey of the fair, saying, "Thirty-five years have passed before our eyes. Today, the New York Book Fair is not just an event—it is a source of pride and identity for expatriate Bengalis."

The four-day celebration once again demonstrated that Bangla language, literature, and culture transcend geographical boundaries. The New York International Bengali Book Fair has evolved into far more than a literary gathering—it now stands as one of the largest international platforms preserving and celebrating Bengali identity, heritage, and cultural unity across the global diaspora.

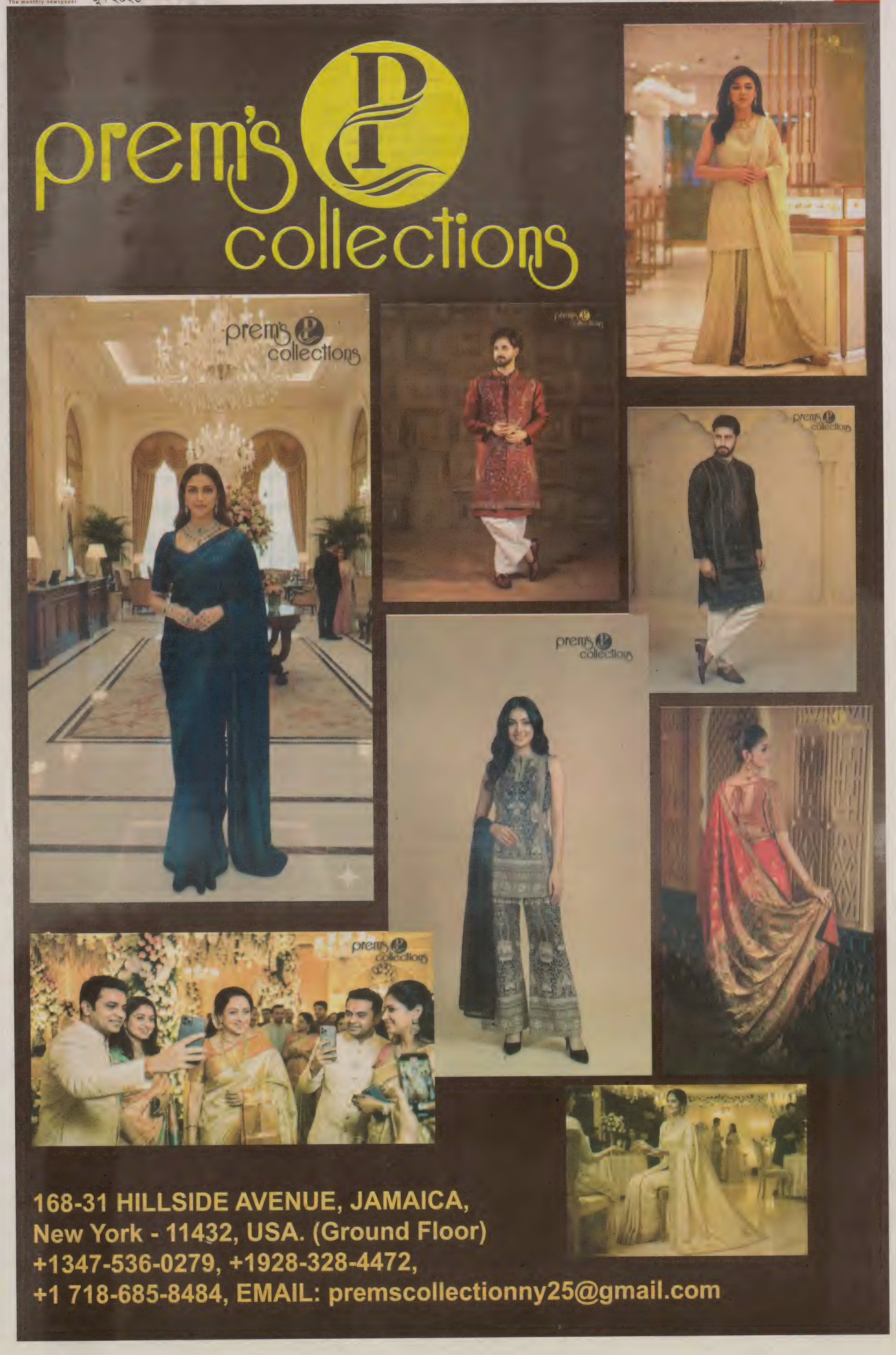
prem's P collections
168-31 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA,
New York - 11432, USA. (Ground Floor)
+1347-536-0279, +1928-328-4472,
+1 718-685-8484, EMAIL: premscollectionny25@gmail.com

যুদ্ধ বন্ধে চুক্তির ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম পাতার পর

সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র নৌ অবরোধ প্রত্যাহার করবে। ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজের ঘারিবাবাদি রাষ্ট্রীয় টিভিতে শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার খবর নিশ্চিত করেছেন। দেশটির সামরিক কর্মকর্তারা একে ইরানের বিজয় হিসেবে চিত্রিত করছেন।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং ইতালি এ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। পরে ইরান ইসরায়েল ও উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালায়।

এক পর্যায়ে বিশ্বের তেল পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। পরে যুক্তরাষ্ট্রও ইরানি বন্দরগুলো ঘিরে নৌ অবরোধ তৈরি করে। ওদিকে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, জেনেভায় চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স উপস্থিত থাকবেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পও স্বাক্ষর করতে পারেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এই আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তিনি লিখেছেন : "নিবিড় আলোচনার পর আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।"

"উভয় পক্ষ লেবাননসহ সব ফ্রন্টে সামরিক কার্যক্রম অবিলম্বে এবং স্থায়ীভাবে বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে।" তিনি আরও জানান যে, সুইজারল্যান্ডে আগামী ১৯ জুন আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর হবে।

শেহবাজ শরিফ তার বিবৃতিতে কাতার, সৌদি আরব ও তুরস্ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "চুক্তি এখন সম্পন্ন হওয়ায়, মধ্যস্থতাকারীরা এই সপ্তাহে একাধিক বৈঠকের আয়োজন করবেন। বাস্তবায়নের পূর্ববর্তী এসব আলোচনা কারিগরি পর্যায়ের আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করবে এবং আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি এগিয়ে নেবে"।

ট্রাম্প যা বলেছেন : পাকিস্তানের দিক থেকে দেওয়া বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান চুক্তিতে পৌঁছেছে। "ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়েছে," ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, "আমি এর মাধ্যমে হরমুজ প্রণালি দিয়ে কোনো টোল বা বাধা ছাড়াই জাহাজ চলাচল পুনরায় চালুর পূর্ণ অনুমোদন দিচ্ছি এবং একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অবরোধ অবিলম্বে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিচ্ছি।" "বিশ্বের সব জাহাজ, তোমাদের ইঞ্জিন চালু করো। তেলের প্রবাহ চলতে দাও!" বলেছেন তিনি।

চুক্তিতে পৌঁছাতে ১৫ ঘণ্টার আলোচনা : ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া চূড়ান্ত করতে কাতারের মধ্যস্থতাকারীরা তেহরানে প্রায় ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা দীর্ঘ আলোচনা চালিয়েছেন। তিনি সোমবার ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে বলেন: "এই আলোচনার প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ সময় নিয়েছে।" "গতকাল একটি কাতারি প্রতিনিধিদল তেহরানে ছিল, যাতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারক' এর বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করা যায়।" তিনি বলেন, "প্রায় ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। ওই আলোচনায় আমরা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করি।

স্বাভাবিকভাবেই সেসব সংশোধনী গ্রহণ করা হয় এবং সমঝোতা স্মারকের পাঠ্য চূড়ান্ত করা হয়।" উপমন্ত্রী আরও বলেন, "চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে আলোচনা ৬০ দিনের একটি সময়সীমার মধ্যে চলবে। এই সময়ে ইরানের সামনে 'বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হলো ইরানের ওপর আরোপিত সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা"।

ইরানি সংবাদমাধ্যমে ১৪ দফা সমঝোতা : ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে, তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে প্রস্তাবিত ১৪ দফা সমঝোতা স্মারক -এর খসড়া বিবরণ পেয়েছে। তবে এগুলো এখনো কোনো পক্ষ, যুক্তরাষ্ট্র বা ইরান, আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি।

আধা-সরকারি ইরানি সংবাদমাধ্যম মেহের নিউজ এজেন্সির এক রিপোর্টে খসড়ার যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো : লেবাননসহ সব ফ্রন্টে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার, ৩০ দিনের মধ্যে মার্কিন নৌ অবরোধ প্রত্যাহার, ইরান থেকে মার্কিন বাহিনীর প্রত্যাহার, ইরানের ব্যবস্থাপনায় ৩০ দিনের মধ্যে হরমুজ প্রণালি চালু করা, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের পক্ষ থেকে ইরানের পুনর্গঠনের জন্য কমপক্ষে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনা প্রদান, ইরানের তেল ও জ্বালানি পণ্যের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ইরানের পক্ষ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন না করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত, এই অঞ্চলে মার্কিন সেনা উপস্থিতি বৃদ্ধি না করা এবং নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করার মার্কিন প্রতিশ্রুতি। মেহের নিউজ এজেন্সি আরও জানিয়েছে : "ইরানের জব্দকৃত বা স্থগিত তহবিলের অন্তত অর্ধেক মুক্ত করা, ইরানি তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করা এবং নৌ অবরোধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত আলোচনা শুরু হবে না।" সংবাদমাধ্যমটির দাবি, চূড়ান্ত চুক্তিটি পরবর্তীতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদন করা হবে।

যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ স্বাগত জানিয়েছে : চুক্তি সম্পর্কে এক যৌথ বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালির নেতারা বলেছেন, তারা যুক্তরাষ্ট্র, ইরান এবং আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন, যাতে 'এই সুযোগকে কাজে লাগানো যায়।

ই-ফোর নামে পরিচিত এ গ্রুপটি বলেছে : "আমরা যুক্তরাষ্ট্র, ইরান সরকার এবং এই কূটনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে, বিশেষ করে পাকিস্তান, কাতার এবং অন্যান্য সব মধ্যস্থতাকারীকে অভিনন্দন জানাই।"

"এটি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগের মুহূর্ত।"

তারা চুক্তিটি দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের আহবান জানিয়ে বলেন, "হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া এবং কোনো শর্ত বা বাধা ছাড়া নৌযান চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

গোষ্ঠীটি বলেছে : "ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে পারবে না।"

এসব দেশের নেতারা লেবাননের স্থিতিশীলতা, সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি নিয়ে আছে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

প্রকাশ করে ট্রাম্প দাবি করেন, বিগত মার্কিন প্রেসিডেন্টদের ব্যর্থতার বিপরীতে তিনি এমন এক 'চমৎকার চুক্তি' নিশ্চিত করেছেন যা পুরো অঞ্চলে শান্তি বয়ে আনবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

ট্রাম্পের জন্য এই ধরনের বাড়িয়ে বলা অবশ্য নতুন কিছু নয়। গত বছর গাজা যুদ্ধ শেষ করার চুক্তি নিয়ে তার মন্তব্যগুলোও ছিল একই রকম নাটকীয়। তিনি সেটিকে 'চিরস্থায়ী শান্তি' এবং 'বিশ্বাস ও আশার যুগের শুরু' বলে অভিহিত করেছিলেন, যদিও বাস্তব পরিস্থিতি ছিল তার উল্টো।

এ ধরনের বড় কূটনৈতিক চুক্তির জয়-পরাজয় মূলত নির্ভর করে তার বিস্তারিত শর্তাবলির ওপর। কিন্তু এই চুক্তির ক্ষেত্রে সেই বিস্তারিত তথ্যের বেশ অভাব রয়েছে। মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স রবিবার ফক্স নিউজকে জানান, ইরান যেন কখনো পারমাণবিক অস্ত্র না পায়, তা এই চুক্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তারা বিষয়টি তদারকি করতে পারবেন। তবে মূল কিছু বিষয় নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। যেমন– ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার ওপর কী ধরনের বাধা থাকবে এবং ইরানের বর্তমান মজুত করা উচ্চ-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম নিয়ে কী করা হবে। এই চুক্তির অনেক খুঁটিনাটি বিষয় বর্তমান অস্ত্রবিরতির বর্ধিত ৬০ দিনের মধ্যে পরবর্তী আলোচনা এবং কারিগরি দিক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে কয়েক দশক ধরে ইরানকে তাদের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে প্ররোচিত ও বাধ্য করার চেষ্টার পর একটি বিষয় পরিষ্কারড়এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র যা-ই নিশ্চিত হয়েছে বলে মনে করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা নেই।

ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের অধীনে অন্য পক্ষের প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়িত হওয়ার আগে চূড়ান্ত আলোচনা শুরু করা হবে না। সেই প্রতিশ্রুতিগুলো আসলে কী এবং ইরান সেগুলোকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেড়তার ওপরই নির্ভর করবে এই চুক্তি শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না। এদিকে জ্বালানি বাজারের বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেল পরিবহন দ্রুতই যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। ট্যাঙ্কারের দীর্ঘ জট কমানো, মাইন অপসারণ এবং তেলের নিয়মিত উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যেতে পারে। চুক্তি সইয়ের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। এই সময়ের মধ্যে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র চুক্তির সফলতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সমাধান করার সুযোগ পাবে– তবে একই সঙ্গে চুক্তিটি পুরোপুরি ভেস্তে যাওয়ারও যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। এই সমীকরণে ইসরায়েল হলো আরেকটি অনিশ্চিত প্রভাবক। এই যুদ্ধটি সবসময়ই ছিল ত্রিমুখী। গত রোববার ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানান, তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ট্রাম্পের মতে, লেবাননে ইসরায়েলি হামলার নির্দেশ দিয়ে নেতানিয়াহু প্রায় চূড়ান্ত হওয়া ইরান চুক্তিটি পণ্ড করতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত চুক্তিটি টিকে গেছেড়অন্তত জনসমক্ষে ঘোষণা করার মতো সময় পর্যন্ত। কিন্তু ইসরায়েল যদি লেবাননে নতুন করে সামরিক অভিযান শুরু করে, তবে ইরান আবারও হরমুজ প্রণালি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা বিশ্ব অর্থনীতিকে পুনরায় ঝুঁকির মুখে ফেলবে। জে ডি ভ্যান্স তার মন্তব্যে জ্বালানির উচ্চমূল্য এবং এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আমেরিকানদের যে কষ্ট হচ্ছে, তা স্বীকার করেছেন। তিনি আমেরিকানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এখন থেকে জ্বালানি তেলের দাম কমতে শুরু করবে। তেলের দাম কত দ্রুত কমে এবং সাধারণ আমেরিকানদের জীবনযাত্রার ব্যয়হ্রাসে তা কতটা প্রভাব ফেলেড়তার ওপরই নির্ভর করবে নভেম্বরের মধ্যবর্তী কংগ্রেসীয় নির্বাচনের আগে রিপাবলিকানদের ওপর বাড়তে থাকা রাজনৈতিক চাপ কমবে কি না। সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, ট্রাম্প এবং তার দল ক্রমবর্ধমান জনঅসন্তোষের মুখে রয়েছে। ইউগভের একটি জরিপে দেখা গেছে, ৬৩ শতাংশ আমেরিকান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্পের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট এবং ৫৭ শতাংশ মনে করেন যে অর্থনীতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। তবে অন্ততপক্ষে, রোববারের চুক্তিটি চলমান যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপ পুরোপুরি দূর করতে না পারলেও তা লাঘব করতে সাহায্য করবে। যদি তেলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করে, তবে আমেরিকানদের কাছে এটি একটি দৃশ্যমান লক্ষণ হবে যে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে। যদিও ট্রাম্পের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলো এখনও অর্জিত হয়নি এবং তিনি দেশে রাজনৈতিক ঝুঁকির মুখে রয়েছেন, তবুও যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই চুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

অন্তর্বর্তী সরকারকে টিকার ব্যাপারে সতর্ক

প্রথম পাতার পর

রানা ফ্লাওয়ার্স। তিনি বলেন, ভালো খরব হচ্ছে, ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি শিশু হামের টিকা পেয়েছে। হাম নিয়ন্ত্রণে।

দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা সংবাদ সম্মেলনে টিকা-সংকটের কারণ, টিকা-সংকট কাটিয়ে উঠতে ইউনিসেফ কী করেছে, এই সংকট আর যেন না হয়, সে বিষয়ে কথা বলেন রানা ফ্লাওয়ার্স। তিনি বারবার বলেন, হামে শিশুমৃত্যু দুঃখজনক। টিকার সংকট ও হামে শিশুমৃত্যুর ঘটনা তদন্তে সরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানান রানা ফ্লাওয়ার্স। ইউনিসেফ তদন্তে সহায়তা করবে কি না, এক সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের উত্তরে ইউনিসেফ প্রতিনিধি বলেন, 'ইউনিসেফ সব সময় সত্যের পক্ষে।'

সাংবাদিকদের রানা ফ্লাওয়ার্স বলেন, সরকার চাইলে উন্মুক্ত টেন্ডার পদ্ধতিতে টিকা ক্রয় করতে পারে। মনে রাখতে হবে, টিকার মজুত নিশ্চিত থাকা জরুরি। উন্মুক্ত টেন্ডার পদ্ধতিতে টিকা সংগ্রহ করতে এক বছরের মতো সময় লেগে যায়। ইউনিসেফের মাধ্যমে দ্রুত টিকা সংগ্রহ করা যায়। দেশে চলতি বছর হামে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। এর বেশির ভাগই শিশু। ইতিমধ্যে মারাত্মক এই ভাইরাসে ৪৭৫ জন মারা গেছে। বাংলাদেশে হামে এত মৃত্যুর ঘটনা আগে ঘটেনি। গত আড়াই দশকে কখনো দেশে হামের সংক্রমণ ৫০ হাজার ছাড়ায়নি। এর আগে হামের সর্বাধিক রোগী পাওয়া গিয়েছিল ২০০৫ সালে, ২৫ হাজার ৯৩৪ জন। এর পর থেকে রোগী কমে আসে। ২০২৫ সালে মাত্র ১৩২ জন রোগী শনাক্ত হয়েছিল। আগের পাঁচ বছরের (২০২০ থেকে ২০২৪) রোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২ হাজার ৪১০, ২০৩, ৩১১, ২৮১ ও ২৪৭। এ সময়ে মৃত্যুর ঘটনা ছিলই না। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে দেশে হামের প্রকোপ শুরু হয়। গত অন্তর্বর্তী সরকারের সময় হামের টিকাদানে গাফিলতি এবার হামের এই মারাত্মক প্রাদুর্ভাবের কারণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

সান ডিয়েগোর মসজিদে হামলায়

প্রথম পাতার পর

এক অকুতোভয় ব্যক্তি। তিনি এক সম্ভাব্য ভয়াবহ রক্তপাত রুখে দেন। নিজের জীবনের বিনিময়ে বহু শিশুসহ অনেকের প্রাণ বাঁচাতে সহায়তা করেন। সান ডিয়েগো শহরের পুলিশ কমিশনার অকুতোভয়ের এ ব্যক্তিকে 'বীর' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি হলেন আমিন আবদুল্লাহ। আমিন আবদুল্লাহ সান ডিয়েগো কাউন্টির বৃহত্তম ওই মসজিদের নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। হামলাকারীদের গুলিতে সেদিন যে তিন ব্যক্তি নিহত হন, তাঁদের একজন তিনি। পরে হামলাকারী দুই কিশোরও আত্মহত্যা করে।

সান ডিয়েগোর পুলিশপ্রধান স্কট ওয়াহল এক সংবাদ সম্মেলনে আমিনকে নিয়ে বলেন, 'নিঃসন্দেহে তাঁর কাজ ছিল বীরত্বপূর্ণ। আজ তাঁর অসামান্য সাহসিকতার কারণেই অনেক প্রাণ বেঁচে গেছে।' আমিন আবদুল্লাহর সাবেক একজন সহকর্মী কাশিফ উল হুদা। তিনি আল-জাজিরায় আমিনের বীরত্বের ও তাঁর সঙ্গে কাটানো সময়ের স্মৃতিচারণা করেন। তাঁর সেই লেখাটি নিচে তুলে ধরা হলো : আমিনের এমন বীরত্বে আমি মোটেও অবাক হইনি। কারণ, মানুষটাকে আমি চিনতাম। তিনি ছিলেন আমার সহকর্মী। সব সময় অন্যকে আগলে রাখার মনোভাব ছিল তাঁর। আমার জীবনের অন্যতম অন্ধকার একটি দিনে এ মানুষটাই আমার বিষণ্ন মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন।

ঘটনাটা গত বছরের ডিসেম্বরের। হাজারো দুশ্চিন্তা নিয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিতে গিয়েছিলাম সান ডিয়েগোর এ ইসলামিক সেন্টারে। ১৯৯৫ সালে ভারত থেকে আমাদের পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায়। এখানেই আমার পড়াশোনা, কর্মজীবন। আজ আমি এক কন্যার বাবা।

সেদিন এ দেশের মাটিতেই আমি বাবাকে দাফন করেছিলাম। এর মাধ্যমে আমার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এ দেশের সঙ্গে গেঁথে যায়। এ দেশেই আমি আমার জীবনের সিংহভাগ সময় কাটিয়েছি।

একজন মুসলমান হিসেবে আমি খুব কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্থান দেখেছি। আবার ১৯৯০-এর দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমবিদ্বেষ ও সহিংসতাও বাড়তে দেখেছি।

শেষবার আমি 'ইসলামিক সেন্টার অব সান ডিয়েগো'-তে বেশ কয়েক বছর পর গিয়েছি। সেবার খেয়াল করলাম, মূল ভবনের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। হাইওয়ে থেকে মসজিদের সুন্দর মিনার আর গম্বুজ এখনো স্পষ্ট দেখা যায়। ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক স্থাপত্যের এই মিশ্রণই এখানে মুসলিমদের উপস্থিতির জানান দেয়।

তবে মসজিদের ফটকে ভারী অস্ত্রসহ একজন নিরাপত্তারক্ষীর উপস্থিতি আমাকে অবাক করল। আমি ভাবলাম, এটি একেবারে নতুন কিছু। সান ডিয়েগোর বিভিন্ন মসজিদ লক্ষ্য করে বিদ্বেষমূলক বার্তা আসত। কিন্তু আমরা কোনো বিপদে পড়তে পারি, এমনটা কখনো ভাবিনি। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, 'আমাদের কি প্রকৃতই এত কড়া নিরাপত্তার দরকার আছে?'

ওই নিরাপত্তারক্ষীর মুখ আমার চেনা মনে হলো। কাছে যেতেই তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কাশিফ ভাই!!!'। এরপর আমি আমিনের সেই প্রশস্ত হাসিটা দেখলাম।

আমরা আগে একটি ডেন্টাল অফিসে একসঙ্গে কাজ করতাম। আমি তাঁর ব্যবস্থাপক ছিলাম। ডেন্টাল কাজে তিনি খুব একটা দক্ষ ছিলেন না। কিন্তু যে মানুষ সব সময় হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়, তাঁকে কাজ থেকে বাদ দেওয়া খুব কঠিন। তাই তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ইউনিফর্ম পরা ব্যক্তিদের প্রতি আমিন আবদুল্লাহর সব সময় একধরনের মুগ্ধতা ছিল। পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনলেই তিনি ডেন্টাল অফিস থেকে বাইরে দৌড়ে যেতেন। আমি পড়াশোনা শেষে সান ডিয়েগো ছেড়ে যাই। বায়োটেক পেশায় ক্যারিয়ার শুরু করি। তবে আমার মা-বাবা আর ভাইবোনেরা সেখানেই থেকে যান। আমি প্রায়ই ওখানে যেতাম। কিন্তু সেই দিনের আগে আমিনের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

আমিন আবদুল্লাহ সিকিউরিটি অফিসার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করেছেন দেখে খুব ভালো লাগল। বাবার জানাজার সেই কঠিন দিনেও আমরা কিছুটা আনন্দের স্মৃতি ভাগাভাগি করলাম। একে অপরের জীবনের খোঁজখবর নিলাম। প্রায় ২০ বছর পর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। সেটিই ছিল আমাদের শেষ দেখা।

গতকাল মসজিদ রক্ষা করতে গিয়ে আমিন আবদুল্লাহ শহীদ হয়েছেন। 'আমিন' নামের অর্থ 'বিশ্বস্ত'। তিনি নিজের নামের মর্যাদা রেখেছেন। যা ভালোবাসতেন, তা করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছেন।

আমিন একজন আফ্রিকান আমেরিকান মায়ের ঘরে জন্মেছিলেন। তিনি যেমন একজন খাঁটি আমেরিকান ছিলেন, তেমন ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম। দুই আমেরিকান তরুণের চালানো গুলিতেই আজ তাঁকে প্রাণ দিতে হলো।

শান্তিচুক্তির খবরে তেলের বাজারে স্বস্তি

প্রথম পাতার পর

চুক্তি সই করবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। এর আগে গত রোববার ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, হরমুজ প্রণালি এখন থেকে 'টোলমুক্ত' থাকবে। একই সঙ্গে ইরানের বন্দরগুলো থেকে মার্কিন নৌ অবরোধও তুলে নেওয়া হবে। ইরানের আধা সরকারি সংবাদ সংস্থা মেহের নিউজ জানিয়েছে, খসড়া চুক্তি অনুযায়ী আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ইরানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়া হবে। কেসিএম ট্রেডের প্রধান বাজার বিশ্লেষক টিম ওয়াটারার বলেন, বাজারে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে নিচ্ছেন। এর ফলে তেলের দামে ভূরাজনৈতিক ঝুঁকির যে প্রভাব ছিল, তা এখন দ্রুত কমতে শুরু করেছে। তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালি বন্ধ ছিল। বিশ্বের মোট তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই পথ দিয়ে সরবরাহ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই পথ বন্ধ থাকায় বিশ্ববাজারে লাখ লাখ ব্যারেল তেল ও গ্যাসের সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে।

যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে জ্বালানি অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি কাটিয়ে উৎপাদক দেশগুলো কত দ্রুত তেল উৎপাদন ও রপ্তানি শুরু করতে পারে, সেদিকে সতর্ক নজর রাখছেন বিনিয়োগকারীরা। এ ছাড়া ওই অঞ্চলে জাহাজের আনাগোনা কতটা বাড়ে, তা-ও পর্যবেক্ষণ করছেন তাঁরা।

কমনওয়েলথ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়ার পণ্য বিশ্লেষক বিবেক ধর এক বার্তায় বলেছেন, বছর শেষে ব্রেন্ট তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৮০ ডলার হতে পারে বলে তাঁরা ধারণা করছেন। তবে বিভিন্ন অনিশ্চয়তার কারণে দাম এর চেয়েও বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বিবেক আরও বলেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেল সরবরাহ যদি যুদ্ধের আগের তুলনায় মাত্র ৬০ থেকে ৭০ শতাংশেও পৌঁছায়, তবে বাজারে আবারও তেলের জোগান চাহিদার চেয়ে বেড়ে যাবে।

ফারাক্কা দিবস : ৩০ বছরের চুক্তি শেষে এবার কি ন্যায্য পানি পাবে বাংলাদেশ?

শেষের পাতার পর

কৃষির ক্ষয়ক্ষতি– সবকিছুর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে ফারাক্কার সম্পর্ক জড়িয়ে আছে।

এবার পরিস্থিতি আরও জরুরি। ১৯৯৬ সালের ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তির মেয়াদ এই বছর ডিসেম্বরেই শেষ হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি– এমন একটি মুহূর্তে যখন সুযোগ আছে, কিন্তু প্রস্তুতির প্রমাণ দেখা যাচ্ছে না।

ভাসানীর লংমার্চ ও একটি অসমাপ্ত লড়াই

১৯৭৬ সালের ১৬ মে ৯৬ বছর বয়সী মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হাসপাতালের বিছানা ছেড়ে রাজশাহী থেকে ফারাক্কা অভিমুখে লাখো মানুষ নিয়ে হেঁটেছিলেন। শুধু একটাই বার্তা দিতেড়বাংলাদেশকে তার ন্যায্য পানি দাও।

সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'ফারাক্কা বাঁধ না ভাঙলে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। আমি না আসলে তোরা আসবি, তোরাও না আসলে তোদের বাচ্চারা আসবে।' ৫০ বছর পরে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতে হবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক সত্য হয়ে গেছে।

এটি কেবল একটি রাজনৈতিক প্রতিবাদ ছিল না, ছিল জীবন-মরণ নদী-অধিকার আদায়ের এক ঐতিহাসিক গণজাগরণ। সেই আন্দোলন আজও অসমাপ্ত।

বাঁধ কেন হয়েছিল, ক্ষতি কার হলো

১৯৬১ সালে নির্মাণ শুরু হয়ে ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল ফারাক্কা বাঁধ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়। সেসময় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি স্বল্পমেয়াদী সমঝোতা হয়েছিল (২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে ১৯৭৫ পর্যন্ত)। এরপর ১৯৭৫ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভারত একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার শুরু করে, যা ১৯৭৬ সালে সংকটের রূপ নেয়।

ভারত সরকারের দাবি ছিল, কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা এবং হুগলি নদীকে পুনরুজ্জীবিত করাই এ বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্য। বাস্তবে ফারাক্কা প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গা থেকে ৪০ হাজার কিউসেক পানি ফিডার খালের মাধ্যমে ভাগীরথী-হুগলিতে সরিয়ে নেওয়া হয়, যে পানির সিংহভাগই ছিল বাংলাদেশের প্রাপ্য।

অথচ লক্ষ্যও পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। কলকাতা বন্দর পলির সমস্যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়নি। উল্টো গঙ্গার উজানে পলি জমে বিহার ও উত্তর প্রদেশে প্রতিবছর বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ হচ্ছে। মালদহ-মুর্শিদাবাদে নদীভাঙন থামছে না। অর্থাৎ এই বাঁধ শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতের জন্যও এক 'মরণফাঁদ' হয়ে উঠছে।

৫০ বছরের ক্ষতি : তথ্য ও বাস্তবতা

বাঁধ চালুর আগে শুষ্ক মৌসুমে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে গঙ্গার গড় প্রবাহ ছিল প্রায় ৬৫ হাজার কিউসেক। বাঁধ চালুর পর কোনো কোনো বছর তা নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১০ থেকে ১৫ হাজার কিউসেকে।

২০১৫ সালের শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কায় প্রবাহ ছিল মাত্র ২৫ হাজার কিউসেক; চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের পাওয়া উচিত ছিল ১২ হাজার ৫০০ কিউসেক, কিন্তু প্রাপ্তি ছিল তার চেয়েও কম। ১৯৯৬ সালে চুক্তি হওয়ার পরেও গবেষণায় দেখা গেছে, শুষ্ক মৌসুমে সর্বনিম্ন প্রবাহ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। পদ্মা আজ ধু ধু বালুচরে পরিণত।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পাঁচ দশকে বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ শত বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ছয় কোটিরও বেশি। পদ্মা নদী দিয়ে পলিপ্রবাহ ১৯৬০ সালের তুলনায় ২০ শতাংশ কমে গেছে।

সবচেয়ে বড় আঘাত পড়েছে কৃষিতে। গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের আওতায় এক লাখ ২১ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমির সেচ নির্ভর করে এই প্রবাহের ওপর। কিন্তু পানির স্তর এতটাই নেমে গেছে যে পাম্পগুলো হয় বন্ধ, নয়তো সামর্থ্যের চেয়ে অনেক কম শক্তিতে চলছে।

কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার কৃষকেরা শুষ্ক মৌসুমে এক ফসলি জমির মালিক হয়ে গেছেন। রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জে ভূগর্ভস্থ পানির প্রথম স্তর আগে ৮ থেকে ১০ ফুটে পাওয়া যেত, এখন ১৫ ফুটেও মিলছে না। অনেক জায়গায় এটি ৬০ থেকে ১০০ ফুটের নিচে নেমে গেছে। মৌসুমি বৃষ্টিও সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারছে না।

দেশের শতাধিক নদী ও খালবিল শুকিয়ে মৃতপ্রায়। কপোতাক্ষ, ভৈরব, নবগঙ্গা, চিত্রাড়এসব নদীর নাম এখন ইতিহাসের মতো শোনায়। একসময়ের প্রমত্ত পদ্মার পাড়ে এখন চর। যেখানে নৌকা চলত, সেখানে হাঁটা যায়।

লবণাক্ততার আগ্রাসন থামছে না। মিঠাপানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় বঙ্গোপসাগরের লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে ১০০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। সুন্দরবনের সুন্দরীগাছ আগামরা রোগে আক্রান্ত হয়ে বিলুপ্তির পথে। বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল থেকে শুরু করে মাছের প্রজনন পর্যন্ত সবকিছুতে এর প্রভাব পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে এই সংকট মিলে একধরনের ডাবল আঘাত তৈরি করেছে।

শীতে পানি দেয় না, বর্ষায় বিনা সতর্কতায় গেট খুলে দেয়। দুই মৌসুমে দুই রকম আঘাত, উৎস একটাই।

চুক্তির ইতিহাস : পাওয়া ও না-পাওয়ার হিসাব

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদি পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আট বছর কোনো কার্যকর চুক্তি ছিল না। সেই সময় ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কা পরিচালনা করেছে, যার ভয়াবহ প্রভাব বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি একটি মাইলফলক ছিল। চুক্তি অনুযায়ী, ফারাক্কায় পানিপ্রবাহ ৭০ হাজার কিউসেক বা তার কম থাকলে দুই দেশ সমান পানি পাবে; ৭০ থেকে ৭৫ হাজার কিউসেক থাকলে বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবে ৩৫ হাজার কিউসেক পাবে, বাকিটা পাবে ভারত। প্রবাহ ৭৫,০০০ কিউসেকের বেশি হলে ভারত নিশ্চিতভাবে ৪০ হাজার কিউসেক পাবে, বাকিটা পাবে বাংলাদেশ। তবে একটি শর্ত আছে যে, ১ এপ্রিল থেকে ১০ মে পর্যন্ত তিনটি ১০ দিনের চক্রে উভয় দেশ বিকল্পভাবে ৩৫,০০০ কিউসেক পানি নিশ্চিতভাবে পাওয়ার কথা।

যাই হোক এই চুক্তি সত্ত্বেও বাংলাদেশ প্রায়ই চুক্তির হিস্যা পায়নি। ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও উজানের অন্যান্য স্থাপনার কারণে বাংলাদেশের প্রাপ্য পানি বারবার কমে এসেছে।

এই চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ। নতুন চুক্তি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে কোনো দৃশ্যমান আলোচনা এখনো শুরু হয়নি।এই নিষ্ক্রিয়তা চলতে থাকলে ২০২৭ সাল থেকে আবারও একতরফা পানি ব্যবস্থাপনার শিকার হতে পারে বাংলাদেশ।

এখন কী করণীয়

আবেগের রাজনীতি থেকে বের হয়ে এখন তথ্যভিত্তিক কূটনীতিতে যেতে হবে। করণীয় একটি নয়, কয়েকটি পথে একসঙ্গে হাঁটতে হবে।

প্রথমত, ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের সুযোগ নষ্ট করা যাবে না। নতুন চুক্তিতে শুধু পানির হিস্যা নয়, চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহির প্রক্রিয়াও রাখতে হবে। পানিবণ্টনের সূত্র নির্ধারিত হতে হবে আন্তর্জাতিক নদী আইনের 'ন্যায়সংগত ও যুক্তিসংগত ব্যবহার' নীতির ভিত্তিতে। যৌথ নদী কমিশনকে শক্তিশালী করে তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষণের আওতায় আনার বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ এখনো জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জলপথ কনভেনশন ১৯৯৭ অনুসমর্থন করেনি। এ ব্যাপারে নীতিগতভাবে আলোচনা করা হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অগ্রগতি হয়নি। এই কনভেনশন আন্তসীমান্ত নদীতে ভাটির দেশের ন্যায্য হিস্যার আইনি ভিত্তি দেয়। বাংলাদেশ এটি অনুসমর্থন করলে আন্তর্জাতিক আলোচনায় আমাদের অবস্থান আইনগতভাবে অনেক শক্তিশালী হবে। ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাপ তৈরিতে এটি হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার।

তৃতীয়ত, শুধু ফারাক্কা নয়, তিস্তা, মনু, মহানন্দাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীকে একটি সামগ্রিক নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে। আলাদা আলাদা করে দেনদরবার করলে দর কমে আসে। নেপাল, ভুটান, চীনসহ উজানের সব দেশকে নিয়ে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বেসিনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কথা ভাবতে হবে। ইউরোপে দানিউব কমিশন, আফ্রিকায় নাইল বেসিন উদ্যোগ বা মেকং রিভার কমিশন দেখিয়ে দিয়েছে পানিবণ্টনকে শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তার অংশ হিসেবে দেখলে সমাধান সম্ভব।

চতুর্থত, পুরো গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকার রিয়েল-টাইম ডেটা সিস্টেম গড়ে তুলতে হবে। নদীতে কত পানি আসছে, কোথায় কমছে, লবণাক্ততা কোথায় বাড়ছেড়এসব তথ্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য দিলে হবে না, ডেটা দেখাতে হবে। ইউএন ওয়াটার কনভেনশন ১৯৯২ আমরা অনুমোদন করেছি, তাই ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার আমাদের আছে।

পঞ্চমত, ভারতের অভ্যন্তরেও ফারাক্কার বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর আছে। বিহার, উত্তর প্রদেশে বন্যা এবং মালদহ-মুর্শিদাবাদে নদীভাঙনের জন্য ফারাক্কাকে দায়ী করা হচ্ছে। সেই অভ্যন্তরীণ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা বাংলাদেশের জন্য একটি কৌশলগত সুযোগ। পানি ইস্যুকে আবেগ দিয়ে নয়, অর্থনৈতিক বাস্তবতা দিয়ে টেবিলে আনতে হবে। ভারতও এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চল, ট্রানজিট ও আঞ্চলিক অর্থনীতির জন্য বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। সেই কার্ড ব্যবহার না করাটা বোকামি।

ষষ্ঠত, ঘরের কাজ ঘরেই করতে হবে। বর্ষার উদ্বৃত্ত পানি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোতে প্রবাহিত করতে সমীক্ষা করে উপযুক্ত স্থানে পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণ এখন সময়ের দাবি, যা ইতিমধ্যেই একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। পদ্মার শাখা নদীগুলোর নিয়মিত ও পরিকল্পিত ড্রেজিং, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ এবং লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ধানের জাত যেমন ব্রি ধান-৪৭ ও ব্রি ধান-৬৭-এর চাষ আরও বিস্তৃত করতে হবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য আলাদা জলবায়ু ও পানি স্থিতিস্থাপকতা অঞ্চল গড়ে তোলার কথাও ভাবা যেতে পারে।

একটি বাস্তবতার কথা

হিমালয়ের হিমবাহ সংকুচিত হচ্ছে, বৃষ্টির ধরন বদলাচ্ছে। আগামী দুই দশকে দক্ষিণ এশিয়ায় পানি হবে সবচেয়ে বড় ভূরাজনৈতিক ইস্যু। ভারতও এখন পানির চাপের মধ্যে আছে। এই বাস্তবতায় সংঘাত নয়, যৌথ ব্যবস্থাপনাই একমাত্র টেকসই পথ।

কূটনৈতিক পথে ফলাফল পেতে পাঁচ থেকে দশ বছর লাগতে পারে। কিন্তু ঘরোয়া অভিযোজনের কাজ এখনই শুরু করা যায়। জাতিসংঘের কনভেনশন অনুসমর্থনের মতো পদক্ষেপ তো আগামীকাল থেকেই নেওয়া সম্ভব।

ফারাক্কা দিবস শুধু অতীতের ক্ষোভ স্মরণ করার দিন হওয়া উচিত নয়। এটি হওয়া উচিত ভবিষ্যতের পানিনিরাপত্তা কৌশল তৈরির দিন। কারণ, নদী হারালে শুধু পানি হারায় নাড়অর্থনীতি হারায়, কৃষি হারায়, জনপদ হারায়, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাও ঝুঁকিতে পড়ে।

ভাসানী একা লংমার্চ করেছিলেন। আজ দরকার রাষ্ট্রের সম্মিলিত হাঁটাড়কূটনীতি, আইন এবং বিজ্ঞানকে একসঙ্গে নিয়ে।

ফারাক্কা দিবস শুধু স্মৃতিচারণার দিন নয়, এটি হোক ভবিষ্যতের পানিনিরাপত্তা কৌশল তৈরির দিন। নদী বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে।

উপসম্পাদকীয়

২ পাতার পর

অন্যদিকে শিল্প সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক শক্তি দুই দেশের সম্পর্কের এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশী অবদান রাখতে পারে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও সাধারণ সংগীতের যেমন সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে শত শত বছর ধরে। পাশাপাশি তেমনি হাজার হাজার বছর ধরে বাংলার লোক সাহিত্য, লোক সংগীত এর চর্চা দুদেশেই সমান সমাদৃত। সাহিত্য চর্চা, চলচ্চিত্র, সংগীত ও বইমেলার মত অনেক উপাদান রয়েছে যা দুই দেশের জনগণকে দীর্ঘ দিন ধরে গর্ব আর আবেগের সাথে যুক্ত করে রেখেছে। এ রকম বিষয় গুলোও সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে খুব ভালো ভূমিকা রাখে। চিকিৎসা, পর্যটন ও শিক্ষাকেন্দ্রিক যোগাযোগ আজও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে গভীরভাবে সংযুক্ত রেখেছে। একইভাবে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগও বহু পুরোনো। ফলে বাস্তবতা হলো, রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়লে দুদেশই অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে সমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তবে উদ্বেগের বিষয় হলো, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৃষ্ট রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা, উস্কানিমূলক ও নেতিবাচক রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে পারস্পরিক আস্থা বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রতিবেশীকে সবসময় কাছের মানুষই ভাবা দরকার। যে কোন প্রয়োজনে প্রতিবেশীকেই কাছে পাওয়া যায়। তাই অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রতিবেশীর পরিচয়কে ধর্মীয় দৃষ্টি কোন দিয়ে বিচার করাও দূরত্ব বাড়ায়। দুদেশ যদি প্রতিবেশীসুলভ নীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং নিরাপত্তার পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতাকেও গুরুত্ব দেয়, তাহলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে।আর যদি রাজনীতি শুধুমাত্র বিভাজন,একে অপরের বিষোদগার করা, উত্তেজনা সৃষ্টি করে, স্পর্শকাতর আর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী পরিবেশ তৈরী করে তাহলে অবিশ্বাসই বাড়বে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কোনো একক নেতা বা রাজ্যে নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে না। আভ্যন্তরীন রাজনীতি,পররাষ্ট্রনীতি, দুদেশের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস,আস্থা ও মানবিক আদান প্রদান সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। যে কোন ইস্যু ভিত্তিক নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের সংলাপ, দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্রুত সমাধান, অভিন্ন নদীর পানি সমাধান, সীমান্তে সহিংসতা কমানো, বাণিজ্য সহজীকরণ এবং জনগণে-জনগণে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফলে সম্পর্ক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও পারস্পরিক সম্মান, আস্থা ও আঞ্চলিক সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার দিলে দুই দেশের সম্পর্ক আরও স্থিতিশীল হবে ও লাভবান হবে দুদেশের জনগণ।

হোমিও চিকিৎসা

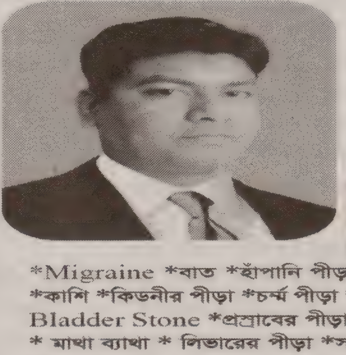

ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
New Address
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804, www.vhvshop.com
BUSINESS HOURS MONDAY - FRIDAY: 11AM-6PM
SATURDAY- SUNDAY: 11AM-5PM
Email: sharmashaymal@yahoo.com
www.vhvshop.com

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের উদ্যোগে নিউইয়র্কে সেমিনার

সংস্কৃতিতে ধর্মীয় আস্ফালন রোধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ও সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান

প্রজ্ঞা নিউজ ডেস্ক : নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুঁইস সেন্টারে গত ১৪ জুন ২০২৬, রবিবার বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র সংসদের আয়োজনে 'সংস্কৃতিতে ধর্মীয় আস্ফালন' শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তচিন্তা, অসাম্প্রদায়িকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আয়োজিত এ সেমিনারে বক্তারা বলেন, সংস্কৃতির ওপর ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সংকীর্ণতার ক্রমবর্ধমান প্রভাব শুধু শিল্প-সাহিত্য নয়, একটি জাতির গণতান্ত্রিক চেতনাকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি ক্ল্যারা রোজারিওর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে শিক্ষক ও সাংবাদিক আনিস আহমেদের রচিত মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সৈয়দ জাকির আহমেদ রনি। প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এবং সমসাময়িক বাস্তবতায় ধর্মের অপব্যবহারের নানা দিক বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা হয়।

প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ও অর্থনীতিবিদ বিরুপাক্ষ পাল, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব খোরশেদুল ইসলাম এবং লেখক ও সাংবাদিক সাগর লোহানী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, সিনিয়র সাংবাদিক ও সম্পাদক ফজলুর রহমান, সম্মিলিত

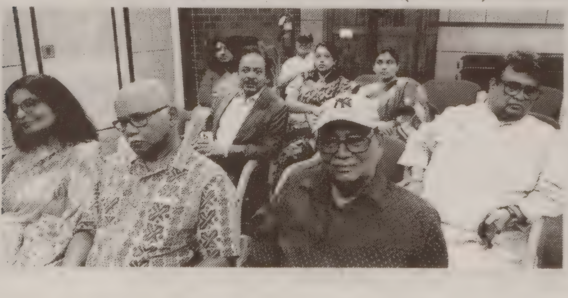

সাংস্কৃতিক জোটের আহ্বায়ক মিথুন আহমেদ, কলামিস্ট বিজয় ঘোষ, সাংবাদিক ও কলামিস্ট সাজ্জাত হোসেন সবুজ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও কবি মিনহাজ আহমেদ, প্রগ্রেসিভ ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বাচ্চু, মহিলা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ সম্পাদক সুলেখা পাল, যুক্তরাষ্ট্র এটিএন বাংলার পরিচালক ফকরুল আলম, সাপ্তাহিক বাঙ্গালী পত্রিকার সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, এটিএন বাংলার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি কানু দত্ত, সাপ্তাহিক বাংলা গেজেট পত্রিকার সম্পাদক লাভলু আনসারি, সাংবাদিক প্রমত রঞ্জন, প্রজ্ঞা নিউজের সম্পাদক ও প্রকাশক উত্তম কুমার সাহা, যন্ত্রসংগীতশিল্পী শহীদুল হকসহ বিপুলসংখ্যক লেখক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মীয় আস্ফালন উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নাটক, সংগীত, সাহিত্য, চারুকলা, লোকজ ঐতিহ্য, উৎসব এবং মুক্তচিন্তার বিভিন্ন প্রকাশকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রবণতা সমাজে অসহিষ্ণুতা ও বিভাজন সৃষ্টি করছে। এর ফলে সৃজনশীলতা, শিল্পচর্চা এবং ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, সংস্কৃতি কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম, গোষ্ঠী বা মতবাদের সম্পত্তি নয়; বরং এটি একটি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, লোকজ ঐতিহ্য এবং মানবিক অভিজ্ঞতার সম্মিলিত প্রকাশ। তাই সংস্কৃতিকে সংকীর্ণ ধর্মীয় ব্যাখ্যার মধ্যে আবদ্ধ করার যেকোনো প্রচেষ্টা জাতির সামগ্রিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর।

বিরুপাক্ষ পাল বলেন, "যে সমাজে সংস্কৃতি সংকুচিত হয়, সেখানে গণতন্ত্র, যুক্তিবাদ ও মুক্তবুদ্ধির বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। তাই সংস্কৃতিকে রক্ষার সংগ্রাম মূলত মানবিক সমাজ রক্ষার সংগ্রাম।" তিনি আরও বলেন, প্রায় প্রতিটি ধর্মের কিছু মানুষ ধর্মকে ব্যবহার করে অধর্মের চর্চা করছে এবং ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে কাজে লাগাচ্ছে। এই অপপ্রবণতা বন্ধ করতে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

খোরশেদুল ইসলাম বলেন, "মৌলবাদ ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, গণমাধ্যমকর্মী এবং তরুণ প্রজন্মকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সাংস্কৃতিক চর্চাই পারে সমাজে সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে।"

সাগর লোহানী বলেন, "ধর্ম ব্যক্তির বিশ্বাসের বিষয়, কিন্তু সংস্কৃতি একটি জাতির সম্মিলিত পরিচয়। এই দুইকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা সমাজের জন্য অকল্যাণকর এবং কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।"

বক্তারা আরও বলেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে সমাজে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে উগ্রবাদ, বৈষম্য ও সহিংসতার বিস্তার ঘটেছে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক চর্চা মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, যুক্তিবোধ, মানবিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলে। তাই ধর্মীয় উগ্রবাদ মোকাবিলায় কেবল প্রতিবাদ বা নিন্দা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন নিয়মিত সেমিনার, গবেষণা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তচিন্তার চর্চা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরা।

আলোচকরা অভিমত ব্যক্ত করেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ বাংলাদেশের অন্যতম শক্তি। এই ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে রাষ্ট্র, সমাজ, সাংস্কৃতিক সংগঠন, গণমাধ্যম এবং সচেতন নাগরিকদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। একই সঙ্গে তারা সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায় দেশ-বিদেশে বসবাসরত বাঙালিদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

সেমিনারের শেষপর্বে উপস্থিত বক্তা ও অতিথিরা অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আলোচনা ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সনাতন ধর্মের প্রসার

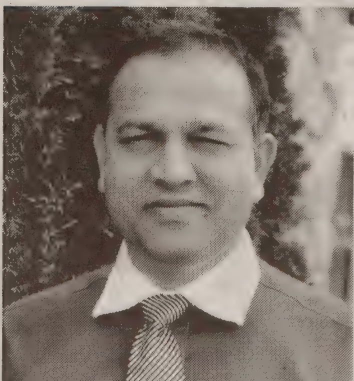

ভবতোষ মিত্র (ভগবান নরহরি দাস)

"সনাতন" শব্দের ইংরেজি পরিভাষা "Eternal" যার আভিধানিক অর্থ "Having no beginning and no end"। আর সনাতন হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর জীব হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুসদৃশ শক্তি, আত্মা, ও সনাতন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ ৬গবদ্গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ৪ নং শ্লোকে বলেছেন, সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্ম মহদ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥

অনুবাদঃ হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে যে সমস্ত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপী যোনিই তাদের জননী-স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা। অন্যদিকে ভগবানের সঙ্গে জীবের যে সম্পর্ক তাও সনাতন বা নিত্য। সর্বসাকুল্যে, সনাতন ধর্ম হচ্ছে ভগবান, জীব এবং ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক এই তিন এর সম্মিলিত প্রকাশ। ঠিক তাই, সনাতন ধর্মই একমাত্র ধর্ম, যা আদিতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলি যুগের আয়ুষ্কাল ৪,৩২,০০০ বছর। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরেই কলি যুগের শুরু। আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর সংকীর্তন আন্দোলন শুরু হয়। কলি যুগের এই অল্প আয়ু, অল্প মেধা সম্পন্ন মানুষের পক্ষে হাজার হাজার বছর তপস্যা করা সম্ভব নয়। তাই ভগবানের করুণা অবতার শ্রী মহাপ্রভু কৃপাপূর্বক গোলকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন এই ধরাধামে নিয়ে এসেছেন। তাই কলিযুগের পতিত জীবদের উদ্ধারে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সংযুক্ত হয়ে এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করলে আর জন্ম মৃত্যুর আবর্তে আসতে হবে না এবং এভাবেই জীব ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। মহামন্ত্র জপ সব যুগেই ছিল। কিন্তু কলি যুগের জন্য তা বিশেষভাবে অনিবার্য। তাই শুকদের গোস্বামী যখন পরীক্ষিত মহারাজকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন বলেছিলেন বেশি করে মহামন্ত্র জপ করতে।

"কালের দোষ-নিধি-রজন, অস্তি হি একো মহান গুণ কীর্তনাদ এব কৃষ্ণসংশয়, মুক্ত-সঙ্গ পরম ব্রজেৎ"

অনুবাদ-"হে প্রিয় রাজা, যদিও কলিযুগ দোষে পরিপূর্ণ, তবুও এ যুগের একটি ভালো গুণ আছে। তা হলো, শুধু মাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে যে কেউ জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।" (ঋই ১২.৩.৫১)

তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন,

"It is Krishna's desire that we should meet together and cooperate for the cause of Krishna consciousness movement which is so badly needed throuhout the World.' Srila Prabhupada

১৯৬৬ সালের ১৩ই জুলাই নিউইয়র্ক সিটিতে HH AC Bhaktivedanta Swami Prauvupada প্রতিষ্ঠা করেন ওnternational society for Krishna Consciousness (ISKCON)। যার হেডকোয়াটার অবস্থিত শ্রীধাম মায়াপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। বর্তমানে যার সদস্য সংখ্যা ১ মিলিয়ন এরও বেশী। ওঝকঈঙঘ ভক্তরা নিরামিষ প্রসাদভোজী এবং অরা ভক্তিযোগ অনুশীলন করে। তাদের জীবনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ কৃষ্ণসমন্ধীয়। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এর দ্রুততর বিস্তার হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী তথা ভারত, রাশিয়া, ইউরোপে। বর্তমানে ISKCON এর ৮০০ এর বেশী মন্দির সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সৌদি আরব এর প্রিন্স এর শিক্ষার নতুন যাত্রা ২০৩০ স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমে ভিন্ন সংস্কৃতি শিক্ষায় মহাভারত ও রামায়ণের অন্তর্ভুক্তি করেছে। রথযাত্রা এখন পৃথিবীর প্রতিটি বড় বড় শহরে একটি বড় সনাতন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সনাতনী সম্প্রদায়ের মানুষ শুদ্ধ সাত্ত্বিকতা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিশেষ করে ৪টি নিয়ম No meat eating, No intoxication, No gambling and No Ellicit sex. যা সনাতন ধর্মে অবশ্য পালনীয়। তাতে করে ধর্মের ৪টি স্তম্ভ রক্ষা পায়। যা হলো সত্য, তপ, দয়া, শুচিতা। সনাতন ধর্মের এসব বিশেষ Criteria's জন্যই সমগ্র পৃথিবীতে সনাতন ধর্মের জয় জয়কার। আর আমরা যারা ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছি, তাদের কর্তব্য সনাতন ধর্মকে পৃথিবীর ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়া।

"ভারত ভূমিতে জন্ম হইল যার
স্বার্থক করি কর পর উপকার"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ৫০০০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এখনও ৪,২৭,০০০ বছর বাকি আছে এই কলি যুগের। তন্মধ্যে আগামী ১০,০০০ বছর চৈতন্য মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলন পৃথিবীতে থাকবে।

Mollika Electronics
1 Stop Solution for cellular needs
we repair all types of cell phone and computer Devices
We sell all types phones and accssories.
Tel: (718) 334-0100
3765 74th St Jackson Heights, NY 11372
Email: wirelessmsn@gmail.com

J. K. GAIN MULTISERVICES
J. K. GAIN INSURANCE AGENCY
JK Gain Multi
Notary Public
e-file
* TAX SERVICES
* INSURANCE TLC INCURANCE
(YELLOW, BLACK & GREEN CAB)
* Life Insurance
* Auto. Home. Business
* Medicare Health Insurance
* Immigration Services
* DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
Pay your Bill here
প্রতি রবিবার একঘন্টার ফ্রি কর্মশালা : সময় : ক্ল্যা৭ টা থেকে
LOW COST GUARANTEE
Jaydeb Gain
Tel : 347-536-5107, Office : 917.396.4509
gain_jaydeb@yahoo.com, www.JKGainMulti.com
41-15 75th Street, Suite 2 Elmhurst, NY 11373

SR
Multiservices Inc
মাল্টিসার্ভিস অফিস
বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি
মানি অর্ডার।
ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
তালাক নোটিশ তৈরী করা।
এয়ার টিকেট।
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
ট্যাক্স ফাইল।
বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।
Tel (917)-776-1235 646-461-0919
31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

SUMI'S
Sumi's
Beauty Salon & Boutique
By Sumi's Collection's
Sumi Roy
Nails & SPA
Eyebrows Threading
Eyelashes Extention
Makeup & Hair
Facial
Saree
Salwar Kameez
Lehenga
Men Panjabi
Wedding & Party Wears
Kids Wears
Jewelry
And Many More
OPEN 7 DAYS
10AM TO 8PM
SUNDAY
10AM TO 6:30PM
SHOP NOW
(929) 365-4798
(657) 749-2054
sumibeautysalon176@gmail.com
Store Hours
Open 7 Days a Week
9:00AM to & 7:30 PM (Mon to Sat)
10:00 AM to 6:00 PM (Sunday)
176-08 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

MLS
EXIT
EXIT REALTY PRIME
Text Ratan to 85377
for Digital Business card
Thinking of Selling or buying a home?
Please call today for a free no obligation consultation and market analysis of your desired home
Ratan K. Chakraborty
Cell: (917)-774-6893, Phone; (718)-262-0205
Fax: (718)-262-0254
E-mail: ratanc1@yahoo.com
Ratan K. Chakraborty
NYS Licensed Realtor
189-10 Hillside Avenue, Suite E, Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each office is independently owned and operated

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!
SELL YOUR PROPERTY
FASTER WITH TOP $$$
Residential, Commercial, Foreclosure
HUD Sale, Short Sale Specialist.
BUY - SELL - RENT
আপনার বাড়ীর
Free Market Analysis
and
Consultation এর জন্য
যোগাযোগ করুন :
মোহাম্মদ সেলিম রেজা
Lic. Real Estate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি
Cell : 929-393-7331
20 Years Experience
EXIT
EXIT REALTY PRIME
Mohammad Salim Reza (MBA)
NYC Licensed Realtor,
Professional/Couteous!
Tel : 929-393-7331
Email: mrezarealtor@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E,
Queens, NY 11423
Office : 718-262-0205
Fax: 718-262-0254

HA

HYBRID AUTO INSURANCE

OUR SERVICES

TLC INSURANCE
TLC SUMMONS
TLC VEHICLE & PLATE TRANSFERS
TLC NEW VEHICLE APPLICATIONS

Hybrid Auto Insurance

9811 Astoria Blvd Floor 2, East Elmhurst, NY 11369
646-919-5075, insurance@hybridauto.nyc

বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন

এষ্টোরিয়া নিউ ইয়র্ক

অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত

সময় সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

বাংলা স্কুলে ভর্তি চলছে

Dr. Sabita Das (PhD)
Fouder & President
Bonhishikha
Radio & TV Vocal Artist.
Music Teacher

বিষয় সমূহ

- সংগীত
- নৃত্য
- তবলা
- হারমোনিয়াম
- আবৃত্তি
- বাংলা
- অংকন

এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সব ধরনের গান শেখানো হয়

স্কুলের ঠিকানা

৩৫-১৮ ৩৩ স্ট্রিট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬, ফোন : (৩৪৭)৪৫৫-৪৮৪৮

যোগাযোগ :
ড. সবিতা দাস (এষ্টোরিয়া) (৩৪৭)৪৫৫-৪৮৪৮
চমেন আফরোজ (এষ্টোরিয়া) (৯১৭)৮০৫ -৭০৪০
উইলি নন্দী (জ্যাকসন হাইটস) (৩৪৭)৯৮১-২৯৮২
সুলতানা নাসরিন (ইস্ট এলমহার্স্ট) (৩৪৭)৯৮১-৫৬৩৬
কানিজ আয়েশা (জ্যাকসন হাইটস) (৩৪৭)৬৬৬-১১৯৬
সুলতানা আহমেদ (ব্রস্কস) (৩৪৭)৬৫৩-৫০৯৫
জুঁই ইসলাম(ব্রস্কস) (৬৪৬)৩০৯-৩৫৭৬
শারমিন (উডসাইড) (৯১৭)৩৬১-২৮১০
সয়মা জামান (জ্যামাইকা) (৩৪৭)৮৩৭-০৭৩৩
নিলুফার ইয়াসমিন (এষ্টোরিয়া) (৩৪৭)৮৮১-৭১৭৯

বার্ষিকী বনভোজন ২০২৬

June 27 Saturday

Mercer County Park
1346 Edinburg Rd,
West Windsor Township,
NJ 08550

সুধী,
আসসালামু আলাইকুম।
আগামী ২৭শে জুন, রোজ শনিবার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইনক এর উদ্যোগে "বার্ষিক বনভোজন ২০২৬, প্রকৃতির সৌন্দর্যে ঘেরা (Mercer County Park), New Jersey এর মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
এই বিশেষ আয়োজনে থাকছে দিনব্যাপী খেলাধুলা, আকর্ষণীয় পুরস্কার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সুস্বাদু খাবার ও র‍্যাফেল ড্র-এর এক জমকালো আয়োজন।
আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বনভোজন আয়োজন কমিটি ২০২৬

আহবায়ক
মোহাম্মদ আজাদ
(917) 346-8207

সদস্য সচিব
আবু তাহের
(646) 338-1856

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মামুন মিয়াজী
(917) 853-0043

ধন্যবাদান্তে

রাজু সাহা বিপ্লব
সভাপতি
(347) 738-7196

ফয়েজ আহমেদ
প্রচার সম্পাদক
(551) 999-2520

সোহেল গাজী
সাধারণ সম্পাদক
(646) 461-0919

র‍্যাফেল ড্র
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
সুস্বাদু খাবার

Ruposhi Chandpur Foundation Inc.
রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইনক.

KA ACCIDENT LAW FIRM

LAW OFFICES OF KIM & ASSOCIATES, P.C.

ATTORNEYS AT LAW | NEW YORK & NEW JERSEY

KWANGSOO KIM, ESQ
ATTORNEY AT LAW

Engr. Mohammad A. Khalek
Cell : 917-667-7324
E-mail : m.khalek28@yahoo.com

- Auto Accident
- Workers Comp. Cases
- Construction Work Accident
- Medical Malpractice
- No Consultation Fee
- No Advance Required

REDWANA RAZZAQUE (SHETU)
Vice President
Cell : 347-968-8499
E-mail : redwanarazzaque@gmail.com

Main office : 164-02 Northern Blvd., Floor 2, Flushing, NY 11358

Engr. Mohammad A. Khalek
Cell : 917-667-7324
E-mail : m.khalek28@yahoo.com

KR SHERA IN

WHERE POWER MEETS PURPOSE

OUR SERVICES

- HOME CARE
- ADULT DAY CARE
- DISABLE CHILD CARE
- HOUSE RENT
- FOOD STAMP
- CASH ASSISTANCE
- AUTISM BABY CARE
- BEHAVIORAL THERAPY
- PARENTAL GUIDANCE
- PHYSICAL THERAPY
- PARENTING COACHING
- MUSIC THERAPY

REDWANA RAZZAQUE (SHETU)
Vice President
Cell : 347-968-8499
E-mail : redwanarazzaque@gmail.com

NYSADC NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
KR SHERA COMMUNITY SERVICE

Bronx office : 2135 Westchester Avenue, Bronx, www.krshera.com

সততা আর বিশ্বস্ততার প্রতীক

NEWYORK HINDU puja samogree inc

Welcome To
NEWYORK HINDU
Puja Samogree Inc

এখানে কুমোরটুলির সকলপ্রকার ফাইবারের বড় প্রতিমা বিক্রয় করা হয় এবং ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ, গোপাল ও বিভিন্ন ঠাকুরের পিতলের মূর্তি, পূজার বাসনপত্র, আসল চন্দনকাঠ, জলপদ্ম, বেলপাতা, আম্রপল্লব, পঞ্জিকা, বিভিন্ন ঠাকুরের পূজার পাঁচালী ও বিভিন্ন ধর্মমূলক বই ইত্যাদি অন্যান্য দোকানের তুলনায় কম দামে পাওয়া যায়। এছাড়াও এখানে সকলপ্রকার পূজার সামগ্রী অনেক সুলভে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। ঢাক, হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র স্পেশালিস্ট।

আমরা অনলাইনে এবং অফলাইনে আপনার যেকোনো অর্ডার নিয়ে থাকি।

এখানে সকল প্রকার পূজোর উপকরণ পাওয়া যায়

Contact us
Our Email : joydebshil706@gmail.com
Joydeb Shil (President)
Tapasi Kar (Secretary)
Our Address : 88-28 146 Street Jamaica, NY 11435
Our Number : 3159523037, 3475796432

A SAFEST DRIVING SCHOOL
TRACTOR - TRAILER
BUS - CARS
MOTORCYCLES
Call & Text : 347-906-2407
MONIRUZZAMAN KHAN (INSTRUCTOR)
Commercial Driving License (CDL-A) Class 'A'
Commercial Driving License (CDL-A) Class 'A'

PANSHI NEVER SLEEPS

PANSHI
Restaurant & Party Hall
পানসি রেষ্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল

LUNCH Specials
OPEN 24 HOURS
EAT-IN OR TAKE-OUT

Breakfast- Lunch- Dinnner

We are Open Everday 24 Hours
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531
FREE WiFi AVAILABLE

BUY? SELL? RENT? INVEST?
Call Me for a No-Obligation Consultation Today

EXIT REALTY PRIME

929-691-1223
718-262-0205
718-262-0254
realtorzineah25@gmail.com
www.exitprimeny.com
189-10 Hillside Ave, Suite-E
Hollis, NY 11423

ZINEAH AKTAR
Licensed Real Estate Agent
Each Office is independently owned and operated

প্রজ্ঞা PROGGA
The monthly newspaper
নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা
পড়ুন ও বিজ্ঞাপন দিন

SOUTH ASIAN AMERICAN REALTOR ASSOCIATION (SAARA)

94-12 215 Pl. Queens Village, NY 11428, E-mail: saaranew2020@gmail.com, Phone: 347-468-0981 | 347-695-7580 | 516-268-8981

Executive Committee 2026-2028

Mohammed Belal Hossain
President

Nuruzzaman Sardar
General Secretary

Abul Fazal Islam
Vice President

Md. K.Ahmed
Vice President

Masud M Paramensa
Vice President

Mohammad H Mirza
Joint Secretary

Mohammad S Reza
Joint Secretary

Sharnin Neran
Treasuree

Mazmur Rahman
Organining Secretary

Adam Islam
Women Secretary

Golam Hasan
Pubication Secretary

Ataur Rahman
Publicity Secretary

Salim Ibrahim
Cultural Secretary

Fathara F Chowdhury
Education Secretary

Sadman Zaman
Social Welfare

Md. Masud Smazi
Meniber

M.K.Jobal
Member

Shamin Ahmed
Member

Md. Samiur KAimmgir
Meniber

Md. M Rahman
Member

Riyad Hossain
Member

Md. Hotob
Member

Md. Rahman Said
Advisor

Sumon Roy
Advisor

Sabina Chowdhury
Advisor

Shaheen Alam
Advisor

Jamallul Mohima
Member

Ziensh Akter
Meniber

Mummun Shah
Advisor

Advisory Board

Sarwer Khan Babu
Chief Advisor

Meher Khanzada
Advisor

Kaisi R Ahmed
Advisor

Jashin Chowdhury
Advisor

Jasina Chowdhury
Advisor

Mohammad Chowdhury
Advisor

Mohammed Tadzkur
Advisor

Md. S.I Kalam
Advisor

Munmun Shah
Advisor

মার্কিন-ইরান সমঝোতা স্মারক : যুদ্ধ অবসানে যেসব বিষয়ে একমত হলো দুই দেশ

প্রজ্ঞা ডেস্ক : দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসান ঘটাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একটি প্রাথমিক চুক্তিতে পৌঁছানোর ঘোষণা দিয়েছে। মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানের উপস্থিতিতে আগামী শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে এই সমঝোতা স্মারক সই হবে।

পরবর্তী পাতা ২০, কলাম ১

কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না হরমুজ প্রণালি

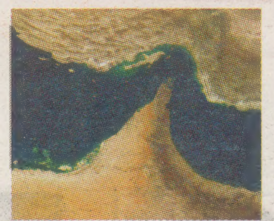

প্রজ্ঞা ডেস্ক : চলমান সংকটের অবসান ঘটলেও হরমুজ প্রণালির নৌ- পরিবহনব্যবস্থা আর 'কখনোই যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরবে না' বলে মনে করেন ইরানের মার্চেন্ট মেরিন ইউনিয়নের প্রধান সামান রেজায়েই।

আন্তর্জাতিক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের (আইটিএফ) অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান ইরানি মার্চেন্ট মেরিনার্স

পরবর্তী পাতা ২৭, কলাম ১

ফারাক্কা দিবস : ৩০ বছরের চুক্তি শেষে এবার কি ন্যায্য পানি পাবে বাংলাদেশ?

প্রজ্ঞা ডেস্ক : প্রতিবছর ১৬ মে এলে একটি নাম অবধারিতভাবে সামনে আসেফ়ারাক্কা। এটি শুধু একটি বাঁধের নাম নয়, এটি বাংলাদেশের নদী, কৃষি, অর্থনীতি ও ভূরাজনীতির দীর্ঘস্থায়ী সংকটের প্রতীক। এই দিনটিতে কিছু আলোচনা হয়, কিছু স্মৃতিচারণা হয়, তারপর বিষয়টি আবার আড়ালে চলে যায়। অথচ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মরণাপন্ন নদীগুলো, সুন্দরবনের ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা,

পরবর্তী পাতা ৫৬, কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রের অহংকার ভাঙল যেভাবে

প্রজ্ঞা ডেস্ক : ইরান যুদ্ধ এখন পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় ভুলের এক উদাহরণ হয়ে থাকবে। এ যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভবিষ্যতে শত্রুদের দমানো আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

এ যুদ্ধের কারণে উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল উৎপাদনকারী আরব দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জোট

পরবর্তী পাতা ২৮, কলাম ১

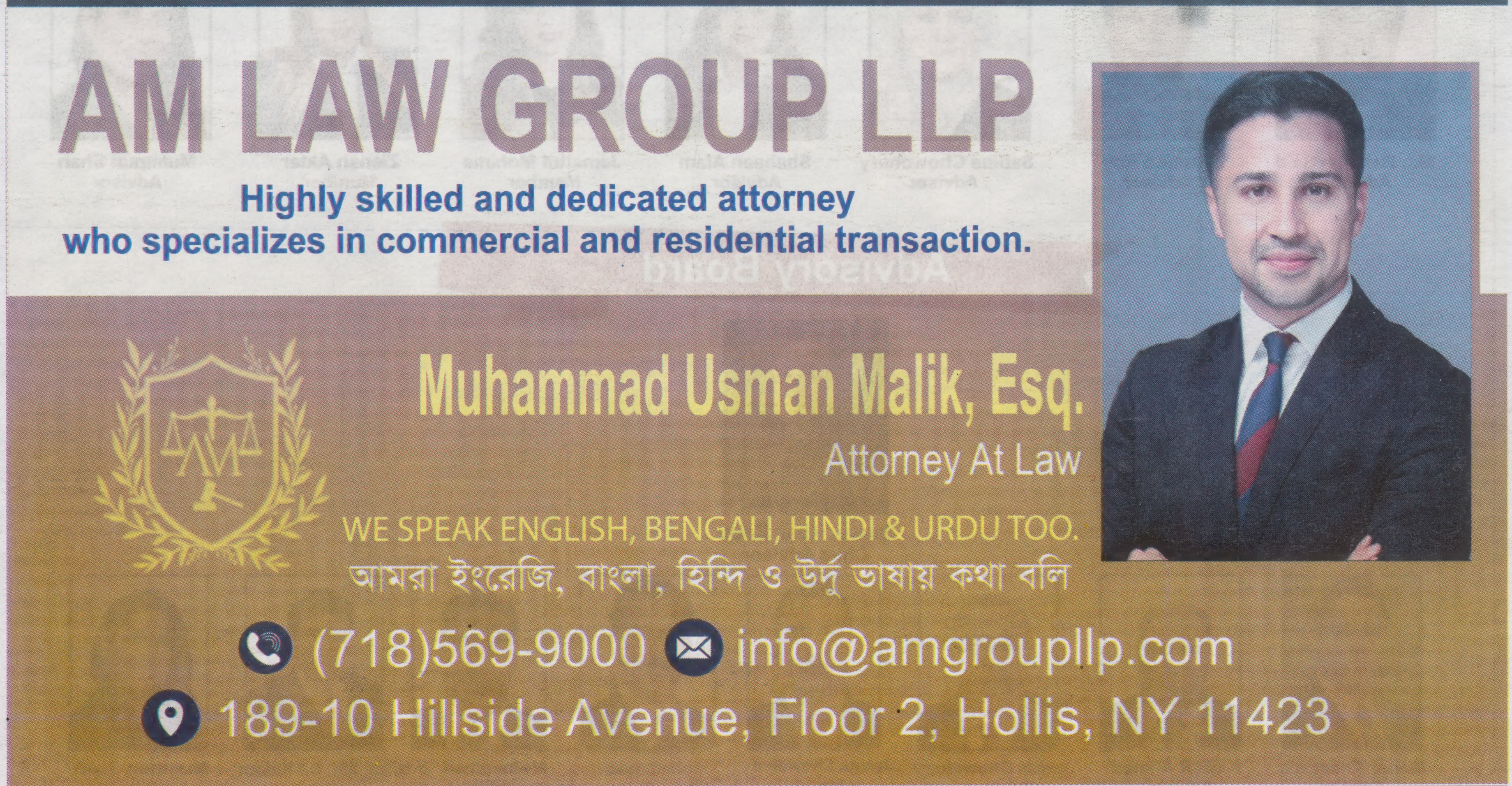

Editor and Publisher : Uttom Kumer Shaha | Executive Editor : Munmun Saha | Office : 5101 39th Avenue, New York, USA
Telephone : 1-917-310-3248, 1-917-302-5051 | E-mail : progganews.us@gmail.com | Uttomshaha84@gmail.com | Web : www.progganews.us